পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 169 Wednesday, 21 May, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ১৬৯ সংখ্যা ❋ ৬ জৈষ্ঠ্য ১৪৩২, বুধবার, ২১ মে ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

বৃহস্পতিবার থেকে টানা তিনদিনের ধর্মঘটে অনড় বাস মালিকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকেও গলল না বরফ। ফলে শেষ মুহূর্তে বড় কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী ২২ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত টানা তিনদিন রাজ্যজুড়ে পরিবহণ ধর্মঘট হতে পারে। পুলিশি জুলুম-সহ একাধিক বঞ্চনার প্রতিবাদে আগামী ২২ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত টানা তিনদিন পরিবহণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন পরিবহণ ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি পূরণে মঙ্গলবার পরিবহণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন পুলিশের কর্তারা। তবে বৈঠক থেকে কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি বলে দাবি বাস মালিকদের সংগঠনের কর্তাদের। ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস অনার্স অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বসু বলেন, ''বৈঠক থেকে সমাধান সূত্র বের হয়নি। শুধুই মৌখিক আশ্বাস, ফলে আমরা ধর্মঘটের পথ থেকে সরছি না।'' বাস, মিনিবাসের পাশাপাশি ৭২ ঘণ্টার এই ধর্মঘটে স্কুলবাসও যোগ দেবে বলে দাবি বেসরকারি বাস মালিকদের। যার জেরে রাজ্যজুড়ে সংশ্লিষ্ট তিনদিন রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থা বড়সড় ধাক্কা খেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ, ছুটির কোনও দিন নয় ২২ মে অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা অচল হতে পারে। জয়েন্ট কাউন্সিল অব বাস সিন্ডিকেটের তরফে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''করোনার সময় থেকে পরিবহণ শিল্প ধুঁকছে। সেই অর্থে ভাড়া বাড়েনি, কিন্তু পুলিশি জুলুম বেড়েছে। এছাড়াও পরিবহণ ব্যবসার ওপর বাড়তি কর চাপানো হয়েছে।'' তপনবাবু এও বলেন, ''করোনার সময় ২ বছর রাস্তায় বাস নামেনি। তাই ১৫ বছরের পুরনো বাস তুলে দেওয়ার নিয়ম সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ২ বছর অতিরিক্ত সময় দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছিল। তাও মানা হয়নি। উল্টে পথে বেরোলেই পুলিশের হাজারও জুলুম সহ্য করতে হয়। তাই একাধিক বঞ্চনার প্রতিবাদে টানা তিনদিন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে।''

সিগন্যাল বিভ্রাটের জেরে ট্রেন পরিষেবা অবরুদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ মেঃ সাঁতরাগাছি স্টেশনে সিগন্যাল বিভ্রাটের জেরে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হল সাধারণ ট্রেন যাত্রীদের। একাধিক ট্রেন দেরিতে চলছে এবং বহু দুরপাল্লার ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে কার্যত আটকে পড়েছেন বহু মানুষ। তাদের ট্রেন কখন আসবে, আদৌ আসবে কিনা, তা নিয়েই ধন্দ। মঙ্গলবার সকাল থেকে সাঁতরাগাছি রেল ইয়ার্ডে সিগন্যাল সিস্টেম কাজ করছে না। তার জেরে হাওড়া স্টেশন থেকে বহু ট্রেন ছাড়েনি। পরে দুরপাল্লার একাধিক ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে অনেক লোকাল ট্রেন দেরিতে ছাড়ছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সাঁতরাগাছি রেল ইয়ার্ডে নন ইন্টারলকিং কাজ চলার কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে সার্বিক পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ যাত্রীরা। হাওড়া স্টেশনে কয়েক হাজার যাত্রীর ভিড় জমেছে। কেউ সোমবার রাত থেকে বসে রয়েছেন ট্রেনের জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ট্রেন পাননি। হাওড়া থেকে সাঁতরাগাছি যেতে এই কারণে সময় লাগছে দেড় ঘণ্টারও বেশি। আর বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব রেল স্পষ্টত কিছুই জানাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন যাত্রীরা। তাঁদের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, হাওড়া- মুম্বই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, চেন্নাই মেল, হাওড়া-পুরী বন্দেভারত এক্সপ্রেসের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস, হাওড়া-বেঙ্গালুরু ও হাওড়া-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেসও দেরিতে ছাড়ছে। অন্যদিকে বাতিল হয়েছে হাওড়া-বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, হাওড়া-দিঘা কান্ডারি এক্সপ্রেস। সাঁতরাগাছি স্টেশনে মূলত ইয়ার্ড রিমডেলিং, প্ল্যাটফর্ম বৃদ্ধি ও গুরুত্বপূর্ণ লাইন কাটার কাজ চলছে।

হাইকোর্টে ফের ধাক্কা এসএসসি'র

'সুপার নিউমেরিক পোস্ট' মামলায় স্থগিতাদেশের নির্দেশ বহাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ 'সুপার নিউমেরিক পোস্ট' মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের নির্দেশ বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দারস্থ হয়েছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা। সেই মামলাতেই বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, আপাতত কোনও নিয়োগ করা যাবে না। গত ৭ মে হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চ এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেয়। পরিষ্কার বলা হয়, অতিরিক্ত শূন্যপদে এখনই কোনও নিয়োগ করা যাবে না। মঙ্গলবার সেই নির্দেশে কোনও হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। শারীর শিক্ষা এবং কর্মশিক্ষার বিষয়ে অতিরিক্ত শূন্যপদ মামলায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার। অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির কারণ ঠিক কী ছিল তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ এই ইস্যুতে রাজ্যের লিখিত তথ্যও চেয়েছিল। পরবর্তী সময়ে, নিয়োগে স্থগিতাদেশের নির্দেশের পর সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যান চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌমেন সেন প্রশ্ন তোলেন, ''যদি আমরা শেষে দেখতে পাই যে রাজ্য সুপার নিউমারিক পোস্ট করতেই পারে না, তাহলে স্থগিতাদেশ তুলে দিয়ে কী লাভ?'' আগামী ১৮ জুন এই মামলার শুনানি রয়েছে সিঙ্গল বেঞ্চে। নিয়োগ হওয়ার পর যদি সেই পদের বৈধতাই না থাকে তাহলে ফের নতুন সমস্যা হবে, এমনই মন্তব্য বিচারপতি সেনের। এদিকে মামলাকারীর আইনজীবী পার্থ সারথী সেনগুপ্তর কথায়, দু'বছর ধরে চাকরিপ্রার্থীরা অপেক্ষায় বসে আছে। অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ থাকতে পারে কী পারে না, সেই মূল প্রশ্ন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি, সুপার নিউমারিক পোস্ট তৈরি হয়েছিল মন্ত্রিসভার অনুমতি নিয়ে। আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য আবার পাল্টা বলেন, ''যারা মামলা করেছেন তারাই পাশ করেননি!'' অন্যদিকে, আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''মামলার সাংবিধানিক অধিকার আছে কিনা, সেটাই বড় প্রশ্ন।'' এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় ছ'হাজার অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং রাজ্য মন্ত্রিসভারও অনুমোদন ছিল ওই সিদ্ধান্তে। তবে কলকাতা হাইকোর্ট প্রথমে বলেছিল, ওই অতিরিক্ত শূন্যপদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত আইনসঙ্গত নয়। এমনকী প্রয়োজনে সেই সিদ্ধান্তে যুক্ত মন্ত্রিসভার সদস্যদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে সিবিআই। তবে সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা গেলে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ খারিজ করে দেয়। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সিবিআই তদন্ত চালানো যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাত হানে। পাশাপাশি, অতিরিক্ত শূন্যপদ তৈরি বেআইনি নয়। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষা দফতর বা এসএসসি এই ধরনের পদ সৃষ্টি করতেই পারে।

অস্বস্তি বাড়বে শহরে, ভাসবে উত্তরবঙ্গ, সপ্তাহান্তে বদলে যাবে আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে মঙ্গলবার সারাদিন। উপরের তিন জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। রীতিমতো ভাসবে উত্তরবঙ্গ। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গে বিশেষ করে কলকাতায় খুব বেশি বৃষ্টি হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিঙের কিছু অংশে এদিন কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে। আগামীকাল, বুধবার এবং তারপরের দিন বৃহস্পতিবারও দার্জিলিং থেকে মালদহ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আটটি জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত এই আবহাওয়াই থাকবে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে জারি রয়েছে অস্বস্তিকর আবহাওয়া। মঙ্গলবার ঝড়-বৃষ্টির দাপট কিছুটা কম থাকবে। তবে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। এই সপ্তাহ জুড়েই দক্ষিণবঙ্গে কম-বেশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। দিনের বেলা অর্থাৎ সূর্য ডোবার আগে প্রর্যন্ত গরম ও অস্বস্তি থাকবে, যা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়বেও। রবিবার পর্যন্ত তাপমাত্রায় বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গে নেই। আজ সকালে কলকাতার আবহাওয়া কিছুটা মনোরম থাকলেও সারাদিন আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। দুপুরের পর থেকে গরম ও অস্বস্তি বাড়বে। বিকেল বা রাতের দিকে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়ের আশঙ্কা নেই। মঙ্গলবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫৯ থেকে ৮৯ শতাংশ, যার ফলে অস্বস্তি রয়েছে তীব্র। আলিপুর জানাচ্ছে, শহরে বৃষ্টির সম্ভাবনা বুধবার ও বৃহস্পতিবার বেশি। শুক্রবার পর্যন্ত এমন চলবে। কর্নাটকে প্রবল থেকে অতিপ্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে মঙ্গলবার। অসম, মেঘালয, কেরল, মাহে, কঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, সিকিম, উত্তরবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পন্ডিচেরি এবং করাইকাল অঞ্চলেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্তভাবে। অন্যদিকে, দেশের উত্তরের রাজ্যগুলিতে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি হয়েছে। দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং রাজস্থানে গরমের প্রকোপ থাকবে চরমে। রাতেও মিলবে না স্বস্তি। এছাড়া ওড়িশা ও রাজস্থানেও গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া জারি থাকবে। আবহাওয়া দফতর বলছে, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে মৌসুমি বায়ু দক্ষিণ আরব সাগরের কিছু অংশে এবং মালদ্বীপ ও কোমোরিন এলাকায় ঢুকে পড়বে। পাশাপাশি দক্ষিণ ও মধ্য বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন অংশে এবং উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকাতেও মৌসুমি বায়ু অগ্রসর হবে।

'আমি দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই'

জিএসটির পরও আলাদা ট্যাক্স কীসের? আর কত চাই? মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় কেন্দ্র সরকার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মেঃ পণ্য এবং পরিষেবা বাবদ সারা দেশে একটাই কর ব্যবস্থা চালু করেছে কেন্দ্র। যার পোশাকি নাম জিএসটি। এবার এই জিএসটি নিয়েই বড় প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রামের ভিডিওকন গ্রাউন্ডের সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''শিল্পপতিদের কাছ থেকে মিউটেশন ফি নেওয়া হচ্ছে, রাস্তায় গাড়ি চললেও ট্যাক্স নেওয়া হয়, এগুলো আর নেওয়া যাবে না। আমরা বরদাস্ত করব না।'' এরপরই মোদি সরকারকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফ কথা, ''যেকোনও একটা ট্যাক্স রাখতে হবে, দুটো ট্যাক্স একসঙ্গে হতে পারে না। আর কত টাকা চাই?'' জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বলেছেন, ''কেন্দ্রের কাছ থেকে আমরা ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা পাই। সেই টাকা তো দেয় না, উল্টে জিএসটির নাম করে সব নিয়ে যায়, সেই টাকাটাও আমরা ঠিকমতো পাই না। আবার শিল্পপতিদের কাছ থেকে কর বাবদ অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে।'' এর বিরুদ্ধে শীঘ্রই যে দিল্লিকে রাজ্য চিঠি পাঠাবে তা সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধুমঞ্চে উত্তরবঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন থেকে স্পষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই সভায় একাংশ ব্যবসায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিএসটি-টোলট্যাক্স আদায়ে হয়রানির অভিযোগ এনেছিলেন। উত্তর দিনাজপুরের ব্যবসায়ী শঙ্কর কুণ্ডু সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে বলেন, টোলট্যাক্স, জিএসটি সহ বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সের নামে ব্যবসায়ীদের হয়রান করা হচ্ছে। এতে শিল্পে পরিবহণ খরচ বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে সরকার জুলুম করে শিল্পায়ন এগোবে কী করে? সভাস্থলে বসেই

এ ব্যাপারে মুখ্যসচিবকে বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এও বলেছিলেন, প্রয়োজনে এ ব্যাপারে দিল্লিকে চিঠি পাঠাবে রাজ্য। এবার ওই প্রসঙ্গেই মঙ্গলবার সরকারি সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, জিএসটির পর ফের নতুন ট্যাক্স নিতে পারবে না কেন্দ্র। এভাবে শিল্পপতিদের হয়রানি রাজ্য বরদাস্ত করবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে উঠে আসে দাঙ্গা প্রসঙ্গ। শান্তির বার্তা দিয়ে নাম করে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে তোপ দাগেন তিনি। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যারা দাঙ্গা করে, তারা দাঙ্গা নিয়ে জন্মায়। তারা মানুষের ভালো চায় না। দাঙ্গা হলে ঘর জ্বলবে, মানুষ মরবে। রাজনীতির লোকেরা রাজনীতি করার সুযোগ পাবে। আমি দাঙ্গা চাই না, শান্তি চাই।'' পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে রবীন্দ্র, নজরুলের প্রসঙ্গ টেনেছেন তিনি। বাংলার ঘরে ঘরে 'বিজয় পতাকা' উত্তোলনের কথা বলেছেন তিনি। এরপরই কেন্দ্রের একাধিক বঞ্চনার সত্ত্বেও রাজ্য কীভাবে এগিয়ে চলেছে, তার খতিয়ান তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। গ্রামীণ সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ-সহ একাধিক প্রকল্পের টাকা বন্ধ থাকলেও রাজ্য সবকিছুতেই এগিয়ে চলেছে তা দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছেন মমতা। সঙ্গে বাংলা দেশকে পথ দেখাচ্ছে, আগামীতেও দেশের মধ্যে বাংলা এগিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বলেন, ''তোমরা না দিতে পার। মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়। আগে মানুষ তারপর সবকিছু।'' এদিনের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আগে উত্তরবঙ্গে কোনও উন্নয়ন হয়নি। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজ করা হয়েছে। আজ সবদিক থেকে এগিয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গ।'' এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একাধিক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থের ঘোষণা করে তিনি জানান, উত্তরবঙ্গজুড়ে একদিকে যেমন শিল্প তৈরি হবে, ঠিক তেমনই উত্তরের পর্যটনকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে, চা সুন্দরী প্রকল্পে আরও বাড়ি তৈরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরফলে উপকৃত হবেন চা বাগানের শ্রমিকরা। চা বাগান ঘেরা এলাকা বীরপাড়ায় ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে হাসপাতাল। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে উত্তরের একাধিক এলাকায় রাস্তা ও কালভার্ট তৈরির জন্য কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের একাধিক পর্যটনস্থলকে ঢেলে সাজানোর জন্য বরাদ্দ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে জল্পেশ মন্দিরে স্কাই ওয়াক। বানারহাট শীতলা মন্দির সংস্কারে ১ কোটি টাকা। মর্গান হাউসের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ ঘোষণা করেন তিনি। এদিকে ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ফালাকাটায় অ্যাপ্রোচ রোড তৈরির ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরায়ণের পাশে ৭৭ একর জমিতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরির ঘোষণাও করেন। জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে উকর্ষ কেন্দ্রের জন্য ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়।

সংসদীয় প্রতিনিধি দলে তৃণমূল থেকে সামিল হবেন অভিষেক, জানালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মেঃ অপারেশন সিঁদুরের পর পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে গোটা দুনিয়াকে বার্তা দিতে চায় নয়াদিল্লি। সেজন্য বহুদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকার। সেই প্রতিনিধি দলে তৃণমূলের থেকে সামিল হবেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা না বলই বহুদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদলে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠানের নাম রেখেছিল দিল্লি। তাতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউসুফ পাঠান কেন্দ্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি ওই প্রতিনিধি দলে সামিল হবে না। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে বলা হয়, 'দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ করেছে, তাতে আমরা সমর্থন জানিয়েছি। তবে আমরা মনে করি বিদেশনীতি একান্তভাবেই কেন্দ্র সরকারের অধিকারভুক্ত বিষয়। তাই বিদেশে দেশের প্রতিনিধিত্ব এবং তার কূটনৈতিক দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করুক- সেটাই শ্রেয়।' সূত্রের খবর, তৃণমূল এভাবে অবস্থান স্পষ্ট করার পরই, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু ফোন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন এবং জানান, এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মতামত নেওয়া উচিত ছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর সংসদীয় প্রতিনিধিদলের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই যথোপযুক্ত প্রতিনিধি হবেন।' শুধু তৃণমূল নয়, কংগ্রেসের সঙ্গেও একই রকমের আচরণ করেছিল কেন্দ্রের সরকার। প্রতিনিধি দলে সামিল করার জন্য সাবেক জাতীয় দলের কাছ থেকে নাম চেয়েছিল সরকার। কংগ্রেস চার জনের নাম পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেই চার জনের কাউকে দলে সামিল না করে সরকার এক তরফা ভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী তারুরকে ওই প্রতিনিধি দলে সামিল করে। সরকারের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করলেও কংগ্রেস অবশ্য শেষমেশ কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বিজেপির বোঝা উচিত ছিল তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলনায় অনেক শক্তি মাটি। কংগ্রেস বরদাস্ত করলেও তিনি এটা মেনে নেবেন না। শেষমেশ তৃণমূলের সঙ্গে তাই আলোচনা করতেই হল কেন্দ্রকে।

সঞ্জয় ছাড়াও ক্রাইম সিনে অন্য এক মহিলা? নয়া ডিএনএ রিপোর্টে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ আরজি কর মামলায় নতুন মোড়। এবার ডিএনএ রিপোর্ট নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল। এর আগে সিবিআই আদালতে জমা করেছিল সিএফএসএল-এর রিপোর্ট। কিন্তু সেই রিপোর্ট চ্যালেঞ্জ করেছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষের ডিএনএ বিশেষজ্ঞ। সেই রিপোর্ট ইতিমধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই রিপোর্ট ঘিরেই এখন আলোচনা। নির্যাতিতার পরিবারের ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ঘটনার দিন ক্রাইম সিনে আসামি সঞ্জয় রায় ছাড়া আরও এক মহিলা ছিলেন। তিনিও নির্যাতিতার শরীর স্পর্শ করে থাকতে পারেন! পাশাপাশি এও বলা হয়েছে, শুধু মহিলা নন, অন্য পুরুষের উপস্থিতি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। স্পষ্টত বলা যায়, এই রিপোর্ট সিবিআই-এর রিপোর্ট নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দাবি করেছিল, আরজি করের নির্যাতিতা গণধর্ষণ হননি এবং ঘটনাস্থলে সঞ্জয় একাই ছিলেন। সিবিআই-এর তদন্ত নিয়ে প্রথম থেকেই খুশি ছিলেন না নির্যাতিতার বাবা-মা। এমনকী সঞ্জয় রায়ের সাজা হলেও তাঁরা সম্পূর্ণ স্বস্তি পাননি। কারণ তাঁদের দাবি ছিল, সে একা নয়, এই ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত। কিন্তু আদালতে সিএফএসএল রিপোর্ট দিয়ে সিবিআই জানায়, গণধর্ষণ হয়নি নির্যাতিতার। যা করেছেন সঞ্জয় নিজেই করেছেন এবং সেটা তার একার পক্ষে করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এই দাবি মানতে চায়নি নির্যাতিতার পরিবার। তারপরই তাঁরা ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের দ্বারস্থ হন। এখন তাঁর রিপোর্টই মোড় ঘুরিয়ে দিল এই মামলার। দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয় রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। তবে তার ফাঁসির সাজা চেয়ে পরবর্তী ক্ষেত্রে পৃথকভাবে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই এবং রাজ্য সরকার। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে নির্যাতিতার বাবা-মা জানিয়েছিলেন, তাঁরা সঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড চান না! বরং তাঁদের বক্তব্য ছিল, সঞ্জয় একা দোষী নয়, আরও অনেকে আছে। তাঁদেরও ধরা হোক। এখন নয়া ডিএনএ রিপোর্ট কার্যত তাঁদের দাবিকেই মান্যতা দিচ্ছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে ডিএনএ বিশেষজ্ঞ পার্থপ্রতিম মজুমদারের বক্তব্য জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তিনি কি তবে তাঁর রিপোর্টে গণধর্ষণ বা ক্রাইম সিনে একাধিকজনের উপস্থিতির কথাই বলতে চাইছেন?

এনআরএস-কে আট কোটি টাকার জরিমানার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ সামনে এসেছে তিলোত্তমা পর্বের আগের একটি ভিডিয়ো। একাধিক প্রশ্ন উঠেছে ডাক্তারি পড়াশোনার মান নিয়েও। এনআরএস (ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ) হাসপাতালকে আট কোটি টাকা জরিমানার হুঁশিয়ারি দিল এনএমসি। ডাক্তারি পড়াশোনার মান নিয়ে এনআরএস'কে শো-কজ করা হয়েছে এনএমসি'র। আট বিষয় উল্লেখ করে যথাযথ তার উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। সেই উত্তর সন্তোষজনক না হলে, আট কোটি টাকার জরিমানারও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এনএমসি-র চিঠিতে উল্লেখ করা আছে, এনআরএসের ২০টি বিভাগের মধ্যে ১৮টি বিভাগে শিক্ষক চিকিৎসকদের হাজিরা ঘাটতি রয়েছে। এনআরএসে ডাক্তারদের গরহাজিরা দেখে রীতিমতো চক্ষু চড়কগাছ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন। তিলোত্তমা কাণ্ডের আগে পরীক্ষার হলের ফুটেজ দেখেও উদ্বিগ্ন এনএমসি! পরীক্ষার হলে অবাধে টোকাটুকির অভিযোগ তুলেছে এনএসসি'রও! হাসপাতালে রোগী ভর্তির হারও সন্তোষজনক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আট দফা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। এই আট দফায় ৮ কোটি টাকা জরিমানার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এনএমসি।

জ্যোতিকে বড় অভিযানে পাঠিয়েছিল লস্কর, জেরায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি, ২০ মেঃ লস্করের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে পাকচর সন্দেহে ধৃত ইউটিউবার জ্যোতি রানি। গোয়েন্দাদের হাতে এই তথ্য উঠে এসেছে। মুরিদকেতে লস্কর ই তৈবার প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন জ্যোতি। ১৪ দিন সেখানে থেকেছিলেন, গুপ্তচরদের দিকে জ্যোতিকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। গোয়েন্দাদের হাতে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর একটা বিশেষ অভিযানে ভারতে তাকে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তবে সেই অভিযান শুরুর আগেই তাকে গ্রেফতার করে ফেলে হিসার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সেই শহরের কথা স্বীকার করেছে জ্যোতি। তাকে কোন অভিযানের ভারতে পাঠানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। পহেলগাঁওকাণ্ডে মাস দুয়েক আগেই পাকিস্তানে যায় জ্যোতি। আর সে সময়েই তার প্রশিক্ষণ হয় বলে সূত্রের খবর। গোয়েন্দা সূত্রের খবর, জ্যোতির এই মিশনে অন্তত্পক্ষে ২০ জন জড়িত। এই ২০ জনই আবার সামাজিক মাধ্যমে প্রভাবশালী। তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে এই ২০ জন। লস্করের যে ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ হয়েছিল জ্যোতির, সেই ঘাঁটি 'অপারেশন সিঁদুরে' ধ্বংস করে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। জ্যোতি তিন বার পাকিস্তানে গিয়েছে, একবার গিয়েছে চিনেও। ইন্দোনেশিয়া,

থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ গিয়েও ট্রাভেল ব্লগিং করেছে জ্যোতি। কলকাতাতেও ঘুরে গিয়েছে জ্যোতি। জ্যোতি রানির ল্যাপটপ থেকে মিলেছে একটি ভিডিয়োর হদিশ মেলে। দেখতে স্বাভাবিক হলেও, সেই ভিডিয়োর পরতে পরতে লুকিয়ে রহস্য। জানা গিয়েছে, ওই ভিডিয়োর মাধ্যমেই সম্ভবত সেনার গতিবিধি চালান করেছে জ্যোতি। পাশাপাশি, আরও কিছু ভিডিয়ো রয়েছে, যেগুলি সেনার হাইসিকিউরিটি জোন সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে বলেই সন্দেহ করছে তদন্তকারীরা। বলে রাখা ভাল, উদ্ধার হওয়া ভিডিয়োগুলি কিন্তু নিজের ল্যাপটপে সেভ করে রাখেনি জ্যোতি। তদন্তকারীদের অনুমান, কাজ মিটতেই তা ডিলিট করে দিয়েছিল সে। তবে ল্যাপটপের ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে আপাতত সেই তথ্যগুলিকেই উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, সেনার গতিবিধি নিয়ে পাওয়া ভিডিয়োর ভিত্তিতে জ্যোতিকে জেরা করেন গোয়েন্দারা। কিন্তু একের পর এক প্রশ্ন ছোড়া হলেও নিজের মুখ বন্ধ রাখেন জ্যোতি। এমনকি, তদন্তেও অসহযোগিতা করতে থাকেন। জ্যোতির কার্যকলাপ নিয়ে প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছে তদন্তকারীদের। বিশেষ করে, সম্প্রতি তার পাকিস্তান ভ্রমণ অনেক গুলো প্রশ্ন রেখে গিয়েছে বলেই মত গোয়েন্দাদের। এদিন পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দেশ-বিদেশ ঘুরে, সেখানে তোলা সমস্ত ভিডিয়ো ক্লাউড স্টোরেজে সেভ করে রাখতেন জ্যোতি। সেই ক্লাউড স্টোরেজ ঘেঁটেই এবার তার বিরুদ্ধে অস্বস্তিকর তথ্য পেয়েছে তদন্তকারীরা। সম্প্রতি, পাকিস্তানে গিয়েছিল এই 'চর'। সেখানে গিয়ে একদিকে যেমন দিল্লির পাক হাইকমিশনারের কর্মীদের সঙ্গে ভিডিয়ো রয়েছে তার। পাশাপাশি, পড়শি দেশের এমন কিছু এলাকায় ঘুরতে গিয়েছিল জ্যোতি, যেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই সাধারণ পাক নাগরিকদেরও। কিন্তু কীভাবে ওই সকল এলাকায় ঢুকল জ্যোতি? ভারতে বসে কীভাবেই বা পাকিস্তানে এত প্রভাব ছিল তার? নেপথ্যে কি হাত নয়াদিল্লির পাক হাইকমিশনারে কর্মরত দানিশের?

মুম্বইয়ের হাসপাতালে কোভিড আক্রান্ত দুই রোগীর মৃত্যু, উভয়েই ছিল সঙ্কটে

মুম্বই, ২০ মে ঃ মুম্বইয়ের হাসপাতালে মৃত্যু হল কোভিড-১৯ আক্রান্ত দুই রোগীর। উভয়েই অবশ্য সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিসাধীন ছিলা মুম্বইয়ের কেইএম হাসপাতালে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত দুই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।হাসপাতাল সূত্রের খবর, উভয় রোগীরই গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা ছিল। একজন রোগীর মুখের ক্যান্সার ছিল, অন্যজন নেফ্রোটিক সিনড্রোমে ভুগছিলেন। উভয়ের মৃত্যুই কোভিড-১৯-এর কারণে নয়, বরং পূর্ব-বিদ্যমান রোগের কারণে হয়েছে। তবে তাঁর করোনায় সংক্রমিত ছিলেন।

ঝড়ে বিধ্বস্ত বৈরামপুর বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে, চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি

গোপালনগর, ২০ মে গতকাল সোমবার বিকেলে প্রবল ঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সনেকপুর এলাকা। প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট ধরে চলা ঝড় ও বৃষ্টিতে ভেঙে পড়েছে বহু বাড়িঘর ও গাছপালা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিল, পটল, কলা-সহ বিভিন্ন ধরনের চাষের জমিওঝড় শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম। মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাছ কাটার কাজ শুরু হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু ও ক্ষতিপূরণের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা।স্থানীয় বাসিন্দা উজ্জ্বল অধিকারীর বাড়ির ওপর ঝড়ের সময় ভেঙে পড়ে একটি বড় বটগাছ। তখন ঘরের ভেতরে ছিলেন তাঁর পরিবার। কোনক্রমে তাঁদের বাচ্চাকে নিয়ে বের করে আনতে সক্ষম হন তিনি। এলাকাবাসী জানান, এত অল্প সময়ের ঝড়ে যে বিপর্যয় ঘটেছে, তা এক কথায় ভয়াবহ।স্থানীয় বাসিন্দাকল্পনা দাস বলেন, বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে, গাছ পড়েছে উঠোনে, রাতে ছোটো বাচ্চা নিয়ে ভয়াবহ অবস্থায় কাটিয়েছি। বিশ্বজিৎ বাগচি নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, আমাদের কলার বাগান ও পটলের জমি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছে। সরকার যেন দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে।বৈরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দলনেতা হায়দার আলি মোল্লা জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে প্রায় ৩০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহু গাছ ভেঙে পড়েছে। তিল, পটল, কলার মতো মৌসুমি চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিডিও সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। মানুষকে দ্রুত সাহায্য করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকা পরিদর্শন শুরু হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করে সরকারি সাহায্যের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানা গেছে।

ভিকারাবাদে ট্রাক ও বাসের সংঘর্ষে মৃত ৪, আহত ১৭ জন

ভিকারাবাদ, ২০ মেঃ তেলেঙ্গানার ভিকারাবাদ জেলায় সিমেন্ট বোঝাই ট্রাক ও যাত্রীবোঝাই বাসের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। সোমবার গভীর রাত ১.৪৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভিকারাবাদ জেলার পারিগি থানা এলাকায়। ভিকারাবাদ জেলার পুলিশ সুপার কে নারায়ণা রেড্ডি বলেছেন, আহতদের চিকিৎসা চলছে, মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাসের যাত্রীরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ছগন ভুজবল, মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন এনসিপি নেতা

মুম্বই, ২০ মেঃ মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন এনসিপি নেতা ছগন ভুজবল। মঙ্গলবার সকালে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিনি। এদিন সকালে রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন ছগন ভুজবল। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর, এনসিপি নেতা ছগন ভুজবল বলেছেন, আমি তা ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলাম। আমি মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিস, উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, অজিত পওয়ার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অমিত ভাই শাহের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমাকে যে কাজই দেওয়া হোক না কেন, আমি তা করব।মহারাষ্ট্র সরকারের এনসিপি নেতা ছগন ভুজবলের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ প্রসঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেছেন, ছগন ভুজবল মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন এবং আমি তাঁকে স্বাগত জানাই এবং তার জন্য শুভকামনা জানাই। এর আগে, তিনি বেশ কয়েকটি মন্ত্রী পর্যায়ের দফতর পরিচালনা করেছেন এবং একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী এবং নেতা হিসেবে স্বীকৃত।

২৭ মে কেরলে বর্ষা আগমনের সম্ভাবনা, দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টি চলবে

নয়াদিল্লি, ২০ মে ঃকেরলে এই বছর বর্ষা ঢুকতে পারে আগামী ২৭ মে। ইতিমধ্যেই প্রাকবর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলে একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে, এর প্রভাবে আগামী ৪ দিন তেলেঙ্গানার অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী চার দিন তেলেঙ্গানায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তেলেঙ্গানায় তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। ২৭ মে নাগাদ কেরলে বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।ভারী বৃষ্টিপাত চলবে কেরল, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতেও। কর্ণাটকের জন্য কমলা ও লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক এবং উপকূলীয় কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর সংলগ্ন অঞ্চলগুলির জন্য লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। গোয়াতেও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আইএমডি জানিয়েছে, এটি প্রাক-বর্ষার ভারী বৃষ্টিপাত।

বিহারবাসীর সঙ্গে কোনও যোগ নেই বিজেপি এবং জেডিইউ-এরঃতেজস্বী যাদব

পাটনা, ২০ মে ঃ বিহারের আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব সোমবার সংবাদমাধ্যমের সামনে বিজেপি এবং জেডিইউ-কে উদ্দেশ্য করে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন। পাটনায় তিনি বলেন, বিহার ও বিহারবাসীর জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি, কৃষি অথবা অন্য বিষয় নিয়ে সরকারের কোনও চিন্তা নেই। এখন বিজেপি এবং জেডিইউ-এর একটিই উদ্দেশ্য, লালু প্রসাদ যাদব এবং তেজস্বী যাদবকে সংবাদমাধ্যমের সামনে রাত-দিন আক্রমণ করা। পাটনা, সমস্তিপুরে বিশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। বিহারের এমন কোনও জেলা নেই যেখানে দুষ্কৃতীরাজ চলে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আদৌ কি এর কোনও সমাধান আছে? প্রশ্ন তোলেন তেজস্বী। বলেন, আসলে সরকারের লক্ষ্য একটাই, আসন্ন নির্বাচনে ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের দখলে রাখা।

কাঁটাতারের ওপারের জমির প্রসঙ্গ এবার সংসদে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছেন সাংসদ

কোচবিহার, ২০ মে ঃ কাঁটাতারের ওপারের জমির প্রসঙ্গ এবার সংসদে তুলে ধরার প্রস্তুতি শুরু করেছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ মহকুমা, মাথাভাঙা এবং দিনহাটা মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় কৃষকদের জমি রয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমাতেও কিছুটা এই ধরনের জমি রয়েছে যদিও তার পরিমাণ কম। এই জমিতে কাজ করতে গিয়ে শীতলকুচিতে দুষ্কৃতীদের হাতে অপহৃত হয় উকিল বর্মন।সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার পঞ্জাবের মতো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই জমিগুলো কেন্দ্র সরকারের অধিগ্রহণের দাবি নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ। উকিল বর্মনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর থেকে কার্যত কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে কাজ করতে গিয়েও আতঙ্কে থাকছেন কৃষকরা। অধিকাংশ চাষি সেই জমিতে চাষ পর্যন্ত করতে যাচ্ছেন না। কিছু ক্ষেত্রে বিএসএফ গেট না খোলায় সমস্যায় পড়ছেন চাষিরা।

প্রখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নার্লিকর প্রয়াত, শোকাহত প্রধানমন্ত্রী

পুণে, ২০ মে ঃ প্রখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নার্লিকর মঙ্গলবার সকালে ৮৬ বছর বয়সে পুণে-তে প্রয়াত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, জয়ন্ত নার্লিকরের মৃত্যুতে ভারতীয়জ্যোতির্বিদ্যা অন্যতম প্রধান স্তম্ভকে হারালো। তিনি বলেন, ডঃ নার্লিকর ভারতের বিজ্ঞান-ভিত্তিক পরিচয়কে আলোকিত করেছেন এবং জ্যোতির্বিদ্যার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন।খ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ জয়ন্ত নার্লিকরের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নার্লিকরের মৃত্যু বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের জন্য এক বিরাট ক্ষতি। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, নার্লিকর ছিলেন একজন আলোকিত ব্যক্তিত্ব, বিশেষ করে জ্যোতির্পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এবং তাঁর অগ্রণী কাজ, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো, প্রজন্মের পর প্রজন্ম গবেষকদের দ্বারা মূল্যবান হবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে মন্তব্য করেছেন, ডঃ নার্লিকরের কাজ ভারতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মহারাষ্ট্রের একজন গর্বিত পুত্র হিসেবে তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

জলাবদ্ধ গুয়াহাটি, ভূমিধসের আশঙ্কা, নাগরিকদের সতর্ক থাকার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২০ মে ঃ জমা জলের তাণ্ডবে নাকাল মহানগরের নাগরিক জীবন। এমতাবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নাগরিকদের উদ্দেশ্যে জলাবদ্ধতা, যানজট এবং ভূমিধসের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছেপরামর্শে নাগরিকদের খুব প্রয়োজন হলো বাড়ি-ঘর থেকে বের না হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আবহাওয়ার অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করে এই পরামর্শ দিয়েছেন।ডে. হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রেরিত বার্তায়।এতে বলা হয়েছে, গতকাল মধ্যরাত থেকে মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হয়েছে গোটা অসম জুড়ে। এই পরিস্থিতি আরও দুই থেকে তিন দিন অব্যাহত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস জারি করে জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে বলেছে ভারত আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি)।আইএমডির জারিকৃত সতর্ক বার্তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য কঠিন পরিস্থিতির জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্বাভাস অনুযায়ী অসমের পশ্চিম এবং দক্ষিণ, উভয় অঞ্চলে আগামী দিনগুলিতে আরও ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আইএমডির জারিকৃত সতর্ক বার্তায় সতর্কবার্তায় আরও বলা হয়েছে, ওই অঞ্চলগুলির কিছু বিচ্ছিন্ন এলাকায়.২০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে পারে, যার জন্য বন্যা এবং ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছেপ্রসঙ্গত, গতকাল মধ্যরাত থেকে আজ (মঙ্গলবার) সকাল ৮৩০ পর্যন্ত কামরূপ মেট্রোপলিটনে ১১৫ মিমি এবং গুয়াহাটি এডব্লিউএস স্টেশনে সর্বোচ্চ ১১২.৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। এছাড়া কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার মির্জা সার্কেল অফিসে ১১০ মিমি এবং আইএএসএসটি-কামরূপ সাইটে ১০০ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। চান্ডুবি, বকো, দক্ষিণগাঁও, পাঞ্জাবাড়ি, হেঙেরাবাড়ি সহ গুয়াহাটি মহানগরীর মতো অন্যান্য স্থানেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত হওয়ায় প্রতিকূল আবহাওয়ার আভাস দিয়েছে আইএমডি।

ডিপো দর্পণ-সহ তিনটি অ্যাপের সূচনা করলেন মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ২০ মে ঃকেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে ডিপো দর্পণ, অন্ন মিত্র এবং অন্ন সহায়তা অ্যাপ চালু করেছেন। ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে এগিয়ে নেওয়ার সরকারের লক্ষ্যের সঙ্গে এই অ্যাপগুলি সংযুক্ত। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় যোশী বলেন, ই-গভর্নেন্সের একটি হাতিয়ার হিসেবে এই অ্যাপগুলি দেশের কৃষি পরিকাঠামো এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে সহায়তা করবে। তিনি আরও বলেন, এগুলি বর্ধিত দক্ষতা, পরিষেবার মান, পরিকাঠামো এবং পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। যোশী আরও বলেন, এই অ্যাপগুলি সর্বশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতাও সহজতর করবে।ডিপো দর্পণ মোবাইল অ্যাপটি তত্ত্বাবধায়ক আধিকারিকদের যে কোনও সময়,

যে কোনও জায়গায় গুদামের কর্মক্ষমতা ট্র্যাক করার সুযোগ দেবে, যা আরও ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এটি স্মার্ট গুদাম প্রযুক্তি, সিসিটিভি নজরদারি এবং আইওটি সেন্সরের সাথে একীভূত। অন্যদিকে, অন্ন সহায়তা অ্যাপটি এমন একটি প্রথম ধরণের ভয়েস এবং বার্তা অভিযোগ প্ল্যাটফর্ম যা নাগরিকদের রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং প্রতিক্রিয়া সহ তাদের স্থানীয় ভাষায় অভিযোগ নথিভুক্ত করার সুযোগ দেবে। এছাড়াও, অন্ন মিত্র এফডিএস ডিলার, খাদ্য পরিদর্শক, জেলা কর্মকর্তা এবং অন্যান্যদের জন্য রেশন বিতরণের জন্য রিয়েল-টাইম কমান্ড সেন্টার হিসেবে কাজ করবে।

উত্তরপূর্বে ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা, অরুণাচলে ১ লক্ষ কোটি টাকা, ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়ার

গুয়াহাটি, ২০ মে ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অরুণাচল প্রদেশ একটি বিকশিত ভারতের দিকে রূপান্তরিত হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা, এর মধ্যে কেবলমাত্র অরুণাচল প্রদেশে ১ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হবে, ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। গুয়াহাটিতে অরুণাচল প্রদেশের বিধায়কদের প্রশিক্ষণ শিবিরে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এ কথা বলেছেন।তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি কালিং ময়ং, বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা বি মুরলীধরন এবং অসমের পরিষদীয় মন্ত্রী তথা অরুণাচল প্রদেশে দলীয় প্রভারী অশোক সিংঘল সহ বহু শীর্ষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেছেন।এই শিবিরকে কেবল একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির চেয়েও বেশি কিছু বলে অভিহিত করে সিন্ধিয়া বলেন, 'ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি বিজেপির জন্য একটি আদর্শগত জাগরণ। এটি উদ্ভাবন, সেবা এবং জাতীয় স্বার্থে আমাদের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।'উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অটুট রাজ্যের উন্নয়ন তত্ত্বাবধান তার

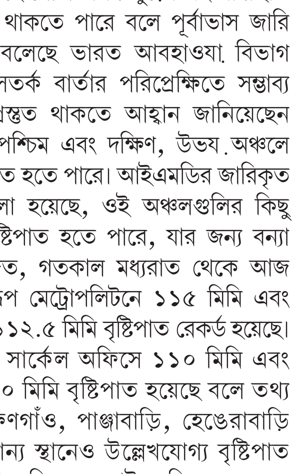

ভূমিকাকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর কর্তৃক অর্পিত একটি মহান সম্মান বলে অভিহিত করেছেন জ্যোতিরাদিত্য। এই প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষের দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ সম্ভাবনা তুলে ধরে সিন্ধিয়া ঘোষণা করেন, ২৩-২৪ মে নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠেয় রাইজিং নর্থ-ইস্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিটে এই অঞ্চলে ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আনবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে কেবলমাত্র অরুণাচল প্রদেশেই ৮০ হাজার কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।এই অঞ্চলের ব্যতিক্রমী ১২ থেকে ১৩ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হারের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে অনেক বেশি। ৪,২৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি অরুণাচল প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া বলেন, তিনি যখন অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী ছিলেন, তখন চারটি বিমানবন্দর চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানী ইটানগরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে রেল যোগাযোগ।জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের আপসহীন অবস্থানের কথা তুলে ধরেন। অপারেশন সিঁদুর-র কথা উল্লেখ করে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃঢ় বার্তা 'আগে', 'কা জবাব গোলে সে মিলেগা'-র তত্ত্ব শুনিয়েছেন। বলেন, 'এমন একটি সরকার আছে যারা প্রতিটি হুমকির বিরুদ্ধে জোরালো এবং সময়োপযোগী প্রতিক্রিয়া দেয়।'বৈশ্বিক ক্ষেত্রে ভারতের উত্থানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে সিন্ধিয়া বলেন, 'দেশ সম্প্রতি জাপানকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।' তিনি বলেন, 'উত্থান কেবল অর্থনৈতিক নয়, আধ্যাত্মিকও, কারণ এই দেশ বসুধৈব কুটুম্বকমের বার্তা ছড়ায়।'বিশ্ব-বাণিজ্যের প্রবেশদ্বার হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন ভূমিকার কথা স্মরণ করে মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য বলেন, 'তার ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে চলেছে।' উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ইন্দোনেশিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং ইউরোপের মতো অঞ্চলের সাথে বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।' তিনি বলেন, কয়েক শতাব্দী আগে বিশ্ব জিডিপিতে আমাদের প্রায় ২৫ শতাংশ অবদান ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আজ আমরা সেই গৌরব পুনরুদ্ধার করছি।'নারীর ক্ষমতায়ন, ডিজিটাল রূপান্তর এবং কোভিড-১৯ যুগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ওপরও আলোকপাত করে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি এবং তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া। অরুণাচল প্রদেশ একটি স্বনির্ভর ও উন্নত ভারতের মূল অবদানকারী হয়ে ওঠার দৃঢ় পথে এগিয়ে চলেছে বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

দুর্নীতির জোয়ারে এমনভাবে বারবার বাঁধ ভাঙে, তোপ সুকান্তর

কলকাতা, ২০ মে ঃ দুর্নীতির জোয়ারে এমনভাবে বারবার বাঁধ ভাঙে আর কাটমানির দালালদের মনে স্ফূর্তির জোয়ার আসে! মঙ্গলবার এক্সবার্তায় এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।তিনটি ভিডিও-সহ তিনি লিখেছেন, মাস কয়েক আগেই আকস্মিকভাবে ভেঙেছিল সেতু, এবার আত্রেয়ী নদীর উপর কংক্রিট দ্বারা নির্মিত বাঁধের প্রায় ৪০ ফিট লম্বা অংশ জলের স্রোতে ভেসে গেলো।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চূড়ান্ত অনুপ্রেরণায় রাজ্যে সর্বত্র 'উন্নয়নের বন্যা' নিয়ে আসা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুর্ভাগ্য বারবার তাঁদের বিফলতা জনসমক্ষে প্রমাণিত হচ্ছে।এটা সরকারি ইঞ্জিনিয়ারদের অপদার্থতা নাকি নির্মাণ সংস্থা এবং নির্মাণ সামগ্রীর মধ্যেও দুর্নীতির ভাগ রয়েছে সেটা পরের কথা, কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের রাজত্বে রাজ্য সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

সভায় বিরোধীদের একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

শিলিগুড়ি, ২০মে ঃউত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে সভায় বিরোধীদের একহাত নিলেন।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ থেকে নাম না করে বিজেপিকে একহাত নেন মমতা।তাঁর কথায়, 'বাংলাকে চেনেই না, বদনাম করো।' এরপরই রাজ্যের সমর্থনে শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। জোরের সঙ্গে বলেন, 'বাংলায় থাকেন, দীর্ঘদিন ধরে রয়েছেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করুন। সবাইকে বলুন, এ কথা মিথ্যা, বিশ্বাস করবেন না।'মমতার সাফ কথা, কার কী ধর্ম, কে কী খাবে, কে কী পরবে, তা কেউ ঠিক করে দেবে না। নাম না করে সিপিএমকেও কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, 'হলেই রাস্তায় বসে যাবে, বলবে কী করছে? আরে তোমরা এতদিন কী করেছ?' তাই বলছি কাজ চালু রাখতে হবে।'জিএসটি আদায় নিয়ে হয়রানির অভিযোগ তোলেন এক শিল্পপতি। জানান, পুলিশের জন্যও সমস্যা হচ্ছে। মমতা অবশ্য বলে দেন, 'রাজ্য জিএসটি নেয় না। পুলিশও কোনও ট্যাক্স নেয় না।'

ফের ট্রেন বাতিল, সকাল থেকে জারি যাত্রী ভোগান্তি

কলকাতা, ২০ মে ঃ একাধিক ট্রেন মঙ্গলবারও বাতিল বা সেগুলির যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হল। ঠিক করা গেল না সিগন্যাল সমস্যা। চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার যাত্রীরা।রেলসূত্রের খবর, ১৯ মে থেকে ২৫ পর্যন্ত ১৪টি ট্রেন বাতিল থাকছে। নির্দেশিকা জারি করে আরও বলা হয়েছে ২৫ মে টাটানগর থেকে চান্ডিল, গুন্ডা বিহার এবং মুরি হয়ে হাতিয়া স্টেশন পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেওয়া ১৮৬০১ টাটানগর-হাতিয়া এক্সপ্রেস।সেইসঙ্গে ১৮৬২৭ এবং ১৮৬২৮ হাওড়া-রাঁচি-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনটিও ২৫ মে কোটশিলা, পুরুলিয়া, চান্ডিল, টাটানগর এবং খড়গপুর হয়ে ঘুরে যাবে।

তৃণমূলের নাম না করে চুরির ফিরিস্তি তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২০ মে ঃ তৃণমূলের নাম না করে চুরির ফিরিস্তি দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার রাতে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চুরি ! পুর-নিয়োগে চাকরি চুরি ! কয়লা চুরি ! গরু চুরি ! রেশন চুরি ! চাকরি জমি চুরি ! পিঠে বানানোর ছলে হিন্দু মহিলাদের ইজ্জত চুরি ! বালি চুরি ! পাথর চুরি ! পায়খানা চুরি ! ত্রিপল চুরি ! সাইকেল চুরি ! হাসপাতালের ওষুধ চুরি ! মৃতদেহ চুরি ! ট্যাব চুরি! কাউন্সিলার খুনের চেষ্টা। আর জি করে মহিলা ডাক্তার ধর্ষণ ও খুন মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান।এর উপর আছে উন্মত্ত সংখ্যালঘু তোষণ।আর রাজ্যে শিল্প আনা ইত্যাদির কথা নাই বা বললাম। এখন বসে আছি সৌরভের গ্রিলের কারখানা কবে চালু হবে, যার জন্য মাননীয়াকে স্পেন পর্যন্ত যেতে হয়েছিল !

৯৫ বছরে জীবনাবসান, প্রয়াত ডঃ এম আর শ্রীনিবাসন

নয়াদিল্লি, ২০ মে ঃ পারমাণবিক শক্তি কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং পারমাণবিক শক্তি বিভাগের সচিব ডঃ এম আর শ্রীনিবাসন প্রয়াত। মঙ্গলবার ৯৫ বছর বয়সে উধগমণ্ডলমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। শ্রীনিবাসন ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে পরমাণু শক্তি বিভাগে যোগদান করেন এবং ডঃ হোমি ভাবার সঙ্গে ভারতের প্রথম পারমাণবিক গবেষণা চুল্লি, অপ্সরা নির্মাণে কাজ করে নিজের কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্টে, তিনি ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের

জন্য প্রধান প্রকল্প প্রকৌশলী নিযুক্ত হন। ১৯৬৭ সালে তিনি মাদ্রাজ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকল্প প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর নিজস্ব নেতৃত্ব দেশের পারমাণবিক কর্মসূচিকে রূপ দিতে থাকেন।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনি প্রতিটি বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে নেবেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য পাবেন। সকলের সহযোগিতা পাবেন। ভ্রাতৃত্ব আরও দৃঢ় হবে। সকলের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখবে।

বৃষঃআজ আপনি জীবনযাত্রাকে রূপ দিতে এবং শৈল্পিক সৃজনতার উপর জোর দিতে সহায়ক হবেন। পরিবারে সুখের পরিবেশ বজায় থাকবে। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ফলপ্রসূ সময় বজায় থাকবে।

মিথুনঃ গান-বাজনা ও শিল্পকলায়। অতুতপূর্ব সাফল্য আসবে। আগের নেওয়া ঋণ শোধ করে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বচসায় জটিলতা বাড়তে পারে। প্রযুক্তি সংক্রান্ত কাজে আজ অর্থলাভ হবে। অনিশ্চিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

কর্কটঃশক্তি ও অর্থের অপব্যয় করা আজ উচিত হবে না কর্কট রাশির জাতকদের। ব্যবসায় সাফল্য আসবে। সাংসারিক খরচ কিছুটা বাড়তে পারে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। উত্তেজনার বশে কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে তা ভুল হতে পারে।

সিংহঃআজকে চেষ্টা করুন কিছু সুরক্ষামূলক পোশাকআশাক পাতে, বর্ম হলেই চলবে। কারণ আজকে আপনার দিনটি ভালো খারাপ মিশিয়ে। আপনি যা আশা করছেন তা হয়তো মিস করে যাবেন আবার যেটা আশা করছেন না হয়তো তার মুখোমুখি পড়ে যাবেন। আজকে, আপনার খরচ কিছুটা বেশী হবে।

কন্যাঃসতর্ক থাকুন যখন আপনি আশাতীত সাফল্য উপভোগ করছেন! কিছু আজকে হয়তো আপনার মজার সময়টা আপনার সমস্যা নিয়ে কথা বলতেই কেটে যাবে। নতুন কোনও ব্যবসার জন্য টাকা পয়সা রোজগারের আশা করুন। আজকে আপনার ব্যবসা শিখরে থাকবে।

তুলাঃআপনি নিজের সম্মান অথবা সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী থাকবেন। আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা আপনার কাজের জায়গায় উন্নতি করতে সাহায্য করবে।

বৃশ্চিকঃ আজকে হঠাৎ, আপনাকে কেমন দেখতে তা নিয়ে আপনি সচেতন হয়ে আছেন। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনি কেমন জামাকাপড় পড়ছেন, কেমন ভাবে চলাফেরা করছেন, সবকিছুই আজকে আপনার চিন্তার বিষয়।

ধনুঃআজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে। সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য। কোনাকাটি হতে পারে। আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন।

মকরঃআপনি নামি ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কামড়াচ্ছেন। তবে এখনও আশার আলো আছে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটা আপনারই। কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে। আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়োবেন।।

মীনঃআজ আপনার স্বামী/স্ত্রী-র সঙ্গে অনেক ভালোভাবে বোঝাপড়া মিটবে। আপনার মুখে হাসি ফুটবে কারণ অফিসে আপনার কাজ সবার দ্বারা সমাদৃত হবে। আপনার বস আপনার কাজে খুব খুশি হবেন এবং তার ফলে আপনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করবেন।

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ২১-২৯ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমের পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। সোম ও মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৫টা ০৪মিনিট এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মিনিটে।

অটো ও মারুতির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৬ জন বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ২০ মেঃ মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা। অটো ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ছয় ব্যক্তি বারুইপুর থানার ধপধপি এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ অটো ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন ৬ জন ব্যক্তি।এই ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার ধপধপির চাঁদখালি এলাকায়।এ দিন গোচরণ থেকে একটি অটো পাঁচজন যাত্রী নিয়ে বারুইপুর যাচ্ছিল অপর দিকে বারুইপুরের দিক থেকে একটি মারুতি গাড়ি গোচরণের দিকে যাচ্ছিল।ঠিক ধপধপির চাঁদোখালি এলাকায় আচমকা দুর্ঘটনাটি ঘটে।আর তাতে করে অটোর চালক সহ ছয়জন আহত হয়।স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি তাদেরকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে একজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে চিকিৎসকেরা।দুজনকে ছেড়ে দেয় প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর।আর বাকি তিনজন বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদিনের ঘটনায় আহতরা হলো -সুভাষ মন্ডল(৩৮) অটোচালক, নাজিম উদ্দিন ঘরামি (৩৮) সুরাইয়া বিবি (৪০) সম্রাট চক্রবর্তী (৩২) রাজু মোল্লা (৪৯) সুশান্ত কর্মকার। এরা সবাই অটোর যাত্রী ছিলেন। তবে সম্রাট চক্রবর্তীকে কলকাতার সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয়রা জানান, এদিন মারুতি গাড়ি ও অটোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে অটোটি রাস্তার পাশে জঙ্গলে পড়ে যায়।বারুইপুর থানায় খবর দিলে বারুইপুর থানার পুলিশ গিয়ে মারুতি গাড়িটি উদ্ধার করে এবং অটো গাড়িটি উদ্ধার করে।তবে দূর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি দুটিকে আটক করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

কৃষ্ণনগরে মূক ও বধির এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করার অভিযোগ

অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে কৃষ্ণনগর সড়ক অবরোধ এলাকাবাসীর এবং প্রতিবন্ধী সংগঠনের বিক্ষোভকারীদের

কৃষ্ণনগর, ২০ মেঃ মূক ও বধির এক ব্যক্তিকে নির্মমভাবে হত্যা করার অভিযোগে এবং অভিযুক্তকে যথোপযুক্ত শাস্তির দাবি নিয়ে কৃষ্ণনগর জাতীয় সড়ক অবরোধ এলাকাবাসী এবং প্রতিবন্ধী সংগঠনের বিক্ষোভকারীদের। ঘটনাটি নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত চক দিগনগর পঞ্চায়েতের ইটলা তালপুকুর পাড়া এলাকায়। জানা যায় গতকাল থেকেই নিখোঁজ ওই এলাকার বাসিন্দা ৪২ বছর বয়সী অবিবাহিত বিশ্বজিৎ ভূঁইয়া, যিনি জন্ম থেকেই মূক ও বধির। বাড়িতে তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় তিনি ছিলেন এক ভাই বাইরে কর্মরত এবং আরেক ভাই স্থানীয় একটি গ্রিলের দোকানে কাজ করেন। গতকাল বিকেলে অন্যের চাষের জমিতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় দেহ খুঁজে পাওয়া যায় বিশ্বজিৎ ভূঁইয়ার। এরপরই জড়ো হয় স্থানীয় লোকজনেরা। ঘটনায় খবর দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে। পুলিশ এসে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জানতে পারা যায় মৃত বিশ্বজিৎ ভূঁইয়ার সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী বাবুসোনা সরকার নামে এক ব্যক্তির জমিতে গরু আসা নিয়ে বিবাদ লেগে থাকত প্রায় সময়। বিশ্বজিৎ ভূঁইয়ার জমিতে প্রায়শই বাবুসোনা সরকারের পোষা গরু এসে ফসল জমি ইত্যাদি নষ্ট করত, একাধিক পার্ক বিশ্বজিৎ গরুর মালিক বাবুসোনা সরকারকে অভিযোগ করেছেন এমনকি নিজে গিয়ে অনেক সময় তার বাড়িতে গরু বেঁধে পর্যন্ত দিয়ে এসেছেন। এই নিয়ে প্রায়শই ছোট বড় বিবাদ লেগে থাকতো, এই বিবাদের জেরেই অভিযুক্ত বাবুসোনা সরকার বিশ্বজিৎ ভূঁইয়াকে মেরে ফেলার অভিযোগ করেন পরিবারের লোকজন। আর সেই অনুমান আরো স্পষ্ট হয় যখন প্রতিবেশীরা মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের সাথে দেখা করতে আসেন তখন তাদের পরিবার থেকে কেউ আসেননি এমনকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সেই সময় থেকেই পলাতক। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দেহ নিয়ে যায় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের পরিবার সদস্যকে সাপে কামড়ানোর অনুমান যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন প্রভাবশালী বাবুসোনাকে বাঁচাতে। পরিবারের লোকজন থানায় অভিযুক্ত বাবুসোনা সরকারের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে গেলে ঘটনাস্থলে যেই পুলিশ অফিসার এসেছিলেন সেই পুলিশ অফিসার বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন এবং তাদেরকে বোঝান জমিতে সাপের কামড়েই হয়তো মারা যেতে পারেন বিশ্বজিৎ ভূঁইয়া,

তখন পরিবারের লোকেরা দাবি করেন সাপে কামড় খেলে কিভাবে মাথায় চোট পেল বিশ্বজিৎ। পুলিশের দাবি হয়তো পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লাগতে পারে, পাল্টা পরিবারের লোকজনদের দাবি পড়ে গেলে মাথার একটি পাশে চোট লাগতে পারে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মাথায় রয়েছে একাধিক ক্ষতবিক্ষত চিহ্ন যাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ মাথায় লাগাতার আঘাত করে মেরে ফেলেছে বিশ্বজিৎ সরকারকে, এমনটাই অভিযোগ করছেন পরিবারের লোকজন। যদিও ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত বাবুসোনা সরকার বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় লোকজন এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মেলনী সংগঠনের সদস্যরাও, এদিন সন্ধ্যেবেলা তারই প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তের যত উপযুক্ত শাস্তির দাবি নিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন তারা। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ আধিকারিকেরা এবং বিক্ষোভকারীদের আশ্বাস দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করেন তারা। যদিও মৃতদেহ এখনো ময়নাতদন্ত করা হয়নি এমনকি কৃষ্ণনগর থেকে গতকালকে পাঠানো হয়েছে কল্যাণীতে আর এখানে ও পরিবারের প্রশ্ন।

তবে এলাকাবাসী এবং সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অভিযুক্ত গবেষণাকে গ্রেপ্তার না করলে তাদের আন্দোলন আরো জোরদার হবে। দফায় দফায় তারা জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে তুলবেন।

রেলের জমি থেকে সমস্ত দোকান উচ্ছেদ করে দিতেই ঘুম উড়েছে হকারদের

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর হুগলি, ২০ মেঃ প্রায় ৫০ বছরের বেশি সময় ধরেই জামাকাপড় বিক্রি করে বাবামায়ের চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, সব চাহিদাই পূরণ হয়েছে সস্তার কাপড়জামা বিক্রি করেই। শ্রীরামপুর রেল স্টেশন লাগোয়া পশ্চিম দিক ঘেঁষে লাইনের এক ধারেই ছিল রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকান। আচমকাই শ্রীরামপুর স্টেশনের টিকিট কাউন্টার লাগোয়া রেলের জমি থেকে সমস্ত দোকান উচ্ছেদ করে দিতেই ঘুম উড়েছে লাইনপারের হকারদের। রুজিরুটি রক্ষায় রেলের উচ্ছেদ নোটিস প্রত্যাহার করার মৌখিক দাবি দিয়ে হাওড়ার রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পরে কোনও সুরাহা না হওয়ায়, দোকান বন্ধ রেখেছেন হকাররা। কিন্তু দোকান বন্ধ হতেই রোজগারহীন হয়ে পড়েছেন তাঁরা। রেলের জমি থেকে উচ্ছেদের পরে রেললাইন লাগোয়া পুরসভার জমিতে গুমটিগুলি নামিয়ে রেখেছেন তাঁরা। রেললাইনের ধারে থাকা প্রায় ৬০টি দোকানের ব্যবসায়ীরা তাকিয়ে আছেন এখন শুধু পুরসভার দিকে। পুরসভা দু'দফায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। হকারদের সমস্যা সমাধানের সূত্র খোঁজা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শ্রীরামপুর পুরসভা। শ্রীরামপুর রেল স্টেশনে রেলের উচ্ছেদ অভিযানের বিরোধিতা করে চলতি বছরে হাইকোর্টে মামলাও করেন হকাররা। আদালত উচ্ছেদ মামলায় নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেয়। তার পরে আদালতের নির্দেশেই চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে রেল উচ্ছেদ অভিযান চালায়। মাইকিং করে রেললাইনের পশ্চিম পাড়ের ব্যবসায়ীদের গুমটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। এক বাসিন্দা বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে আমরা স্টেশনরোডে জামাকাপড় বিক্রি করি। এখন রেল যদি আমাদের পুনর্বাসন না দেয়, তা হলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। তবে আমরা শ্রীরামপুর পুরসভার কাছে আর্জি জানিয়েছি। বিকল্প জায়গায় আমাদের ব্যবসা করতে দেওয়ার আবেদন রেখেছি। পুরপ্রধান ও কাউন্সিলাররা আন্তরিক ভাবে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন।' শ্রীরামপুর মল্লিক পাড়ার বাসিন্দা বলেন, 'আমি প্রায় ৫০ বছর ধরে রেল লাইনের ফুটপাথে জামাকাপড়ের দোকান চালাই। এখানকার মুটে, মজুর থেকে সাধারণ গরিব মানুষ কেনাকাটা করেন। দোকানের আয় থেকেই সংসার চালাই। এখন রেলের উচ্ছেদের কারণে দোকান বন্ধ রাখতে হয়েছে। কিন্তু দোকান বেশি দিন বন্ধ থাকলে খাবার জুটবে না। এই বয়সে কেউ কাজ দেবে না।' এক জামাকাপড় বিক্রেতা বলেন, 'অনেক নিম্নবিত্ত গরিব মানুষ আছেন, যাঁরা বড় দোকান ও শপিং মলে যেতে পারেন না। তাঁদের ভরসা কিন্তু আমাদের মতো ফুটপাথের দোকানদাররা। পুজোর সময়ে তারকেশ্বর, আরামবাগ ও সিঙ্গুর থেকে মানুষ শ্রীরামপুরে কেনাকাটা করতে আসেন। রেলের উচ্ছেদের কারণে এখন আমাদের দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে।' শ্রীরামপুর স্টেশন দিয়ে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীরা জানিয়েছেন, স্টেশন চত্বরে হকারদের যে দোকান রয়েছে, সেখানে তুলনামূলক কম দামে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, জামাকাপড় সহজেই পাওয়া যায়। সুতরাং, এঁদের পুনর্বাসনের দাবি যুক্তিগ্রাহ্য। শ্রীরামপুর শহরের হকার্স ইউনিয়নের নেতা গৌরমোহন দে বলেন, 'রেলের অনৈতিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলছে। আমরা আন্তরিক ভাবে তাঁদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।' শ্রীরামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলের সদস্য সন্তোষকুমার সিংহ বলেন, 'আমরা মানুষের জীবিকার জন্য লড়াই করতে পিছপা হব না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার পরিকল্পিত ভাবে রেলকে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আমরা চাই, রেল হকারদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক।' শ্রীরামপুর পুরসভার পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানবিক। উনি চান না, কেউ নিরন্ন থাকুক। রেল সব জায়গায় উচ্ছেদ করেছে। এর পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করছে। আমরা পুরসভার তরফে কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠক করেছি। দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকা দেওয়া সূচনা

কলকাতা, ২০ মেঃ আজ থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ১২ লক্ষ পরিবার বাড়ি তৈরি করার জন্য দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে শুরু করলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আজ উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক সভা থেকে এই টাকা দেওয়া আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। পরে তিনি এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে জানান আমরা গর্বিত রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিজের টাকায় বাংলার বাড়ি প্রকল্প বাংলার ১২ লক্ষ গরিব যোগ্য পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে। বাড়ি তৈরির জন্য পরিবার পিছু দুই কিস্তিতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিচ্ছে প্রশাসন। সমাজ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন প্রথম কিস্তির জন্য ২০২৪-এ ডিসেম্বরে ৭২০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ৭২০০ কোটি টাকা উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যাবে। শুধু এখানেই শেষ নয় আরো ১৬লক্ষ পরিবারকেও রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি করে দেবে ।তাদের প্রথম কিস্তির টাকা ডিসেম্বর মাসে দেওয়া হবে দ্বিতীয় কিস্তির টাকাও তারা পেয়ে যাবেন ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে। এই প্রকল্পের সুবিধা যারা পেয়েছেন তাদের প্রত্যেককে মুখ্যমন্ত্রী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বারুইপুরে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে খনন কাজে ও এন জি সি

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২০ মেঃ এবার বারুইপুরে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধানে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন অর্থাৎ (ওএনজিসি)। বারুইপুর থানার বেগমপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইতিমধ্যে খোঁড়াখুঁড়ির প্রস্তুতি নিয়েছে তাঁরা। খননকাজ চালানোর জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন তা নিয়ে আসার জন্য রাস্তা তৈরির কাজ ও চলছে। জানা গিয়েছে, তিন বছর ধরে এই খনন কাজ চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে ও এন জি সি'র।তাই কর্মী আধিকারিকদের থাকার জন্য ঘর,কনফারেন্স রুম ইত্যাদিতৈরির কাজ ও শুরু হয়ে গেছে।জানা গিয়েছে, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ কলোনি গ্রামে এই কাজ হবে। এই এলাকা থেকে প্রায় এক কিলো মিটার ভিতরে আছে একটি ফাঁকা মাঠ। বছর দেড়েক আগে ও এন জি সি'র কর্তারা সেখানে পরিদর্শনে এসেছিলেন। মাটির ভিতরের অংশ থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাদের অনুমান, সেখানে মাটির ভিতর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মিলতে পারে। আর তাই রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে এবারে এসেছে ওএনজিসি। ওই গ্রামে কৃষকদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করার কাজ শেষ। তার জন্য তাঁদের দু'লক্ষ টাকা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় এই সংস্থাটি। এখানে খনন করতে ব্যবহার হবে 'রিক মেশিন'। সেই মেশিন এই এলাকায় নিয়ে আসতে পাকাপোক্ত রাস্তার প্রয়োজন। আর তাই গ্রামের মেঠো পথকে কংক্রিটের রাস্তায় পরিণত করার কাজ হচ্ছে। ও এন জি সি সংস্থা সূত্রে খবর, মেশিন আসার পর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করা হবে। এ ব্যাপারে বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রিয়া বর্মন বলেন, 'ও এন জি সি কর্তারা ১০০ শতাংশ আশাবাদী যে, এখানে খনন চালিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল মিলবে। আর তাই তারা সবকিছু গুছিয়ে এখানে কাজে নেমেছে। আর এখানে খনন করে প্রাকৃতিক তেল পাওয়া গেলে এই এলাকার চেহারাটাই পাল্টে যাবে।' বছর চারেক আগে উওর ২৪ পরগনার অশোকনগরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল উত্তোলন হয়ে ছিল। আর সেই ঘটনার পর এখন আশায় বুক বাধছেন এই বেগমপুরের গ্রামবাসীরা। কারণ এখানে তেল পাওয়া গেলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। পাশাপাশি খনিজ তেলের মানচিত্রে উঠে আসবে বারুইপুরের নাম। বেগমপুর পঞ্চায়েত এলাকার বেশিরভাগ মানুষ বাজি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। নানা ধরনের আতসবাজি বানিয়ে তাঁদের সংসার চলে। খনন কাজের পর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিললে তাদের কাছে বিকল্প কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাবে। এ ব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, 'এক হাজার একরের ও বেশি জমিতে ওই সংস্থা কাজ করবে। এর ফলে এলাকার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে। কর্মসংস্থানের পথ খুলবে বলে আমরা খুশি। ওদের যতখানি সহায়তার দরকার আমরা করবো।' বেগমপুরের ২০০ কলোনির বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল ও শংকর মণ্ডল তাদের নিজেদের জমি ইতিমধ্যে তুলে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'আমাদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করে টাকা দিয়ে দিয়েছে। এই কাজ হলে এলাকার অনেকের কর্মসংস্থান হবে। আমরা খুশি।' উল্লেখ্য,যে জায়গায় এই কাজ চলছে তার থেকে প্রায় দেড় কিলো মিটার দূরে রয়েছে লোকবসতি। কিছু চাষের জমি রয়েছে। আর বাকিটা ফাঁকা, নির্জন জায়গা। প্রাকৃতিক তেল খনন সম্পন্ন হলে এই এলাকার আর্থ সামাজিক পরিবর্তন ঘটে যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল।

চলছে ঠিকা কর্মীদের ধর্মঘট আর একদিকে

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি,২০ মেঃ উত্তরপাড়া পৌরসভার ঠিকা শ্রমিকদের ধর্মঘট পঞ্চম দিনে পড়ল। ঠিকা শ্রমিকরা সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ করেছে মাখলা গোপাল মোরে উত্তরপাড়া শহর জুড়ে জঞ্জালের ছড়াছড়ি ক্ষোভে বাসিন্দারা। এদিকে পুরসভা বসে নেই মঙ্গলবার দুপুর বেলা থেকে পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে পড়লেন । তারা পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডে গাড়ি নিয়ে গিয়ে জঞ্জাল তুলতে শুরু করেন জঞ্জাল ভর্তি গাড়ি রওনা হয়ে যায় নির্দিষ্ট স্থানে। এইভাবে উত্তরপাড়া হিন্দমোটর কোতরং এলাকায় উত্তরপাড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা একের পর এক এলাকা থেকে বেলচায় করে জঞ্জাল তুলে লরিতে তুলছেন। উত্তরপাড়া বাসীদের একটু মনটা শান্তি হলো বলে জানা গেল। উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন ঠিকা শ্রমিকরা ধর্মঘট তোলেননি এদিকে উত্তরপাড়ায় জঞ্জাল জমে যাচ্ছে সবদিক ভেবেচিন্তে উত্তরপাড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মচারীরা মঙ্গলবার দুপুর থেকে জঞ্জাল সাফাই করতে নেমে পড়লেন রাত পর্যন্ত জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে। বুধবার সকাল থেকে আরো দ্রুত কাজ চলবে।

নববারাকপুর ২০ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে জলসত্র ঘিরে উদ্দীপনা

নববারাকপুর, ২০ মেঃ গ্রীষ্মকালীন প্রখর দাবদাহ থেকে রক্ষা পেতে চারিদিকে চলছে জলসত্র শিবির। স্বস্তি পেতে ঠান্ডা পানীয় জল সেবন করছে পথচলতি সাধারণ মানুষ। নববারাকপুর পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে বিশরপাড়া কোদালিয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় শুরু হল জলসত্র শিবির। নিত্যযাত্রী থেকে পথচলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে শীতল পানীয় জল বিলি করেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি আরতি দাস মল্লিক, ওয়ার্ডের সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য, তৃণমূল নেতা অরিন্দম আচার্য থেকে ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা।

পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা। অন্য কোন দলকে পাবেন না। ব্যতিক্রম তৃণমূল কংগ্রেস। সারা বছর মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পরিষেবা থেকে সেবা দিয়ে চলছে তৃণমূল কংগ্রেস।

প্রবল গরমে পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস এর উদ্যোগে জলসত্র শিবির থেকে শীতল পানীয় জল বিলি করা শুরু হল। বেশ ভালো উদ্যোগ এই সময়। তৃণমূল নেতা অরিন্দম আচার্য জানান প্রতি বছরের মতো এবছর ও জৈষ্ঠ মাসে প্রবল গরমে শুরু হল জলসত্র শিবির। শুধু একদিন নয়।

ধারাবাহিক ভাবে চলবে এই জলসত্র। পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের ঘন জনবসতি পূর্ন এলাকায় আরো তিনটি জায়গায় হবে জলসত্র শিবির। জলসত্র শিবিরে ওয়ার্ডের সকল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

ডাক্তারখানা ঘিরে নতুন অধ্যায়, আধুনিক ইউএসজি যন্ত্র উদ্বোধন করল আদ্যাপীঠ দাতব্য সেবাকেন্দ্র

কলকাতা, ২০ মেঃ দাক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে আজ মঙ্গলবার এক অত্যাধুনিক আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্রের শুভ উদ্বোধন হল। সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের আরও উন্নত ও সুলভ মূল্যর চিকিৎসা পরিষেবা দিতে এই নতুন যন্ত্র এক বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। অফ ইন্ডিয়া, ইস্টার্ন জোন-এর সৌজন্যে প্রদান করা এই আধুনিক ফিলিপস ইউএসজি যন্ত্রটিতে একটি ইন-বিল্ট প্রিন্টারও যুক্ত রয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আদ্যাপীঠের নবনির্মিত চিকিৎসা শাখার ভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যন্ত্রটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন -এর ইস্টার্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার শ্রী জে এস টোলিয়া, -র সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার শ্রী এ কে দাস এবং ইস্টার্ন জোনের রিজিওনাল ম্যানেজার শ্রী এস সি দে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই মহারাজ, সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও ট্রাস্টি। তিনি বলেন, ''আমাদের পরিষেবার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রোগনির্ণয় পরীক্ষা, চিকিৎসা ও নিয়মিত গ্রামীণ মেডিকেল ক্যাম্প। এই সব কিছুই শ্রী রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ চিকিৎসক শ্রী শ্রী অন্নদা ঠাকুরের ভাবনায় পরিচালিত। তিনি আরও জানান, ''সংঘ একমাত্র ভক্তদের দান ও দাতব্য সংস্থাগুলির সহায়তার উপর নির্ভর করেই চলে। সংঘের চিকিৎসা বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান এবং এর সহ সম্পাদক ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই বলেন, ''পুরনো ইউএসজি যন্ত্রটি ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে চলার পর একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছিল। বহু সংস্থাকে অনুরোধ জানিয়েও ফল মেলেনি। এই অবস্থায় অফ ইন্ডিয়া এগিয়ে এসে ২৮ লক্ষ মূল্যের ফিলিপস

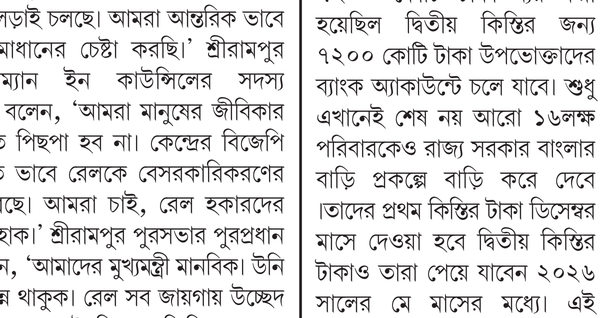

ইউএসজি যন্ত্রটি দান করে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে অত্যাবশ্যক রোগনির্ণয়ের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, ''আমরা শুধুমাত্র উপকরণের খরচ ও আগত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সামান্য সম্মানীটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই আধুনিক যন্ত্র আমাদের চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও বিস্তৃত ও উন্নত করতে সাহায্য করবে। মঙ্গলাচারন এবং স্ত্রোত্যপাঠের মধ্যে দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠান উদ্ধোধন করা হয়।এই অনুষ্ঠান কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব ও দাতব্য চিকিৎসা পরিষেবার এক সুন্দর সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত তৈরি করল। দেশজুড়ে গ্রাসরুট স্তরে চিকিৎসা পরিষেবা টিকিয়ে রাখতে এমন সহযোগিতা যে কতটা জরুরি, তা আবারও প্রমাণিত হল।

মধ্যমগ্রাম থেকে প্রকাশিত হলো চিত্তাকর্ষক চিত্তদা

মধ্যমগ্রাম,২০মেঃ নূতন জগৎ পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, সমাজ কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, প্রাক্তন ফুটবলার চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণময় কর্মজীবন নিয়ে প্রকাশিত হলো একটি সংকলন গ্রন্থ চিত্তাকর্ষক চিত্তদা। ১৯ মে সোমবার সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক কাছার ভাষা শহিদ দিবসে মধ্যমগ্রামে মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এক অনুষ্ঠানে চিত্তাকর্ষক চিত্তদা গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন প্রবীণ সাংবাদিক তথা যেথায় আমার ঘর পত্রিকার সম্পাদক মৃণালকান্তি সাহা। বই প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরুর আগে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। ১৯ মে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সামনে প্রতিষ্ঠিত শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন মৃণালকান্তি সাহা এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহিদদের স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন যমুনামতী পত্রিকার সম্পাদক সরোজ কান্তি চক্রবর্তী। ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালনের পর দুলালী দাসের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বই প্রকাশ অনুষ্ঠান। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট সমাজকর্মী দেবদাস চট্টোপাধ্যায়।

এরপর স্বাগত ভাষণ দেন চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে ৩১ জন সাংবাদিক, কবি-সাহিত্যিক, সমাজকর্মীর লেখায় সমৃদ্ধ ও দিলীপ রায় সম্পাদিত চিত্তাকর্ষক চিত্তদা গ্রন্থটি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেন প্রবীণ সাংবাদিক মৃণালকান্তি সাহা। গান, কথা ও কবিতায় জমজমাট এদিনের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রচ্ছদ শিল্পী পার্থ মিত্র, প্রবীণ সাংবাদিক সুকুমার মিত্র, নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল চ্যাটার্জি, আশিস কুমার ঘোষ, সুদিন গোলদার, সরোজকান্তি চক্রবর্তী, সুরেশ কুন্ডু, সাহিত্যিক বিবর দত্ত, অধ্যাপক অরুণ অধিকারী, সমাজকর্মী বিদ্যুৎ দেবনাথ, দুলালী দাস, আগমনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা।

বাজার পরিদর্শন

কলকাতা, ২০ মেঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে লাগাতার পরিদর্শন টাস্ক ফোর্সের। মঙ্গলবার সকালে ১০ঃ ৩০ নাগাদ মানিকতলা বাজারে যৌথ অভিযান চালায় ই বি ও টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। এদিন বাজারে ঘুরে ঘুরে সবজি বাজার থেকে মাছ বাজার ও ডিমের বাজার পরিদর্শন করেন টাস্ক ফোর্সের সদস্য সহ ই বি আধিকারিকরা। বাজার পরিদর্শন করতে গিয়ে তারা দেখছেন যে যখন তারা বাজার পরিদর্শন করেছেন তখন বিক্রেতারা এক দামে শাকসবজির দাম বলছেন। আবার টাস্ক ফোর্সের অভিযান শেষ হলেই বাড়তি দামে জিনিসপত্র বৃদ্ধি করছে। তাই এদিন প্রতেকটি ক্ষেত্রে বাজারে ঘুরে ঘুরে শাকসবজি ফলমূল এবং মসলা সহ মাছের দাম খুঁটিয়ে দেখে ই বি আধিকারিক থেকে নিয়ে টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। পরিদর্শনের পর টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্র নাথ কোলে জানান যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য গত ৮ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজারের উপরে নজরদারি করার নির্দেশ দেন। তার পরেও যাতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে গিয়ে বাজারে মূল্য বৃদ্ধি না হয়। তার জন্য লাগাতার বাজারের পরিদর্শন তারা করছেন বলে জানালেন টাস্ক ফোর্সের সদস্য রবীন্দ্র নাথ কোলে। একই ভাবে পরিদর্শনের ফলে বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে বলে জানালেন টাস্ক ফোর্সের আর এক সদস্য কমল দে। তার দাবি লাগাতার বাজার পরিদর্শন করার ফলে বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণ থাকছে বলে দাবি করলেন তিনি।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৫/৩৪, তারিখঃ ১৯.০৫.২০২৫। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১২২৫০০০১;** ৬০ কেজি রেলের জন্য আরডিএসও ড্রইং নং. টি-৬৯৩৮ অনুযায়ী এইচডিএন-৬৬ ইন্স্যুলেটিং লাইনার; ১৪৯৯৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১১২৫১০২৩;** ইয়ো ড্যাম্পার; ১২৪৮৩৭০ টাকা। **(৩); ১৫২৫৫০১৩এ;** ন্যূনতম ২৫০০ কেজি ক্যাপাসিটির লিফটিং মেকানিজম এবং শেড সহ এএমসি সহ সিএনসি সারফেস হুইল লেদ সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ ইত্যাদি; ১৮৩১৪৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ এবং ৩-এর জন্য)। **(৪); ২২২৫১০৪১;** ইঞ্জে. পিপেরাসিলিন ৪ গ্রাম + ট্যাজোব্যাকট্যাম ৫০০ মিগ্রা; ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৫.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৫); ২১২৫১৪৬৩;** ব্রেক সিলিন্ডারের জন্য হোজ পাইপ ইত্যাদি; ১০৯৭৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৬); ১১২৫১০২৫;** প্রাইমারী ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ৭৩১৯৫০ টাকা। **(৭); ১১২৫১৮৩৯;** সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ৫২৪৪৭০ টাকা। **(৮); ১৯২৫১৮৩৩;** এয়ার ফ্লো ইন্ডিকেটর সহ গেজ কমপ্লেক্স ইত্যাদি; ১১০২৫০ টাকা। **(৯); ২০২৫১৯৫৪;** এয়ার স্প্রিং সাসপেনশন সিস্টেম সহ এম/কোচের অ্যাক্সেল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং; ১৪৫৯৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৯.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৬ থেকে ৯-এর জন্য)। **(১০); ১০২৫৫০৩৪;** বুল গিয়ার ১০৭ টিথ; ১০৩৭৪০ টাকা। **(১১); ১০২৫৫০৩৫;** আরডিএসও ড্রইং নং. এসকেডিপি-৩৪৭৪ অনুযায়ী বুল গিয়ার ৭২ টিথ গিয়ার; ১০৭৩৩০ টাকা। **(১২); ২১২৪১৩৫৬এ;** বিওএক্সএনএইচএল-এর জন্য বোগী সেন্টার পিভোট বটম অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ৩৪২৪২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১২.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১০ থেকে ১২-এর জন্য)। **(১৩); ১০২৪৫০৩৯;** মেইন কম্প্রেসর ১৭৫০/১৭৪৫ এলপিএম; ১১৭৬৫৩০ টাকা। **(১৪); ২০২৪১৮২৯বি;** ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য মডিফায়েড ফ্যান চেম্বার (৩.১৫ মিমি পুরু প্লেট); ১০৮৩২০ টাকা। **(১৫); ২০২৫১৮৮২;** অ্যাক্সেল গাইড হেলিক্যাল স্প্রিং; ২২৬৮০০ টাকা। **(১৬); ২০২৫১৮৮৩;** হেলিক্যাল স্প্রিং সেন্টারলেস; ৬০৩৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং. ১৩ থেকে ১৬-এর জন্য)। **(১৭); ১০২৫৫০২৩;** ডব্লুএপি৭ লোকোর জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং; ২৮১৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ১৯২৫১৬৮৩;** এলিমেন্ট ফিল্টার ইত্যাদি; ৬৩৯২৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৯); ১০২৫৫০২০;** ডব্লুএপি-৫-এর জন্য গিয়ার বক্স কেস (মেশিনড্); ২১১০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২০); ১০২৫১০৫৭;** মেকানিজম অ্যাসেম্বলী ব্যতীত প্যান্টোগ্রাফ কমপ্লিট ইত্যাদি; ৩২৬২৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ৩০.০৬.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২১); ১০২৫১০২৪;** এল.ই.ডি. বেসড় ফ্ল্যাশার লাইট সিস্টেম ক্রয় ইত্যাদি; ২১৪০৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২২); ১০২৫১০১৫;** মাইক্রোপ্রসেসর বেসড্ ইলেকট্রনিক স্পিড ইন্ডিকেটর; ৯৩৪৩৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৮.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৩); ১০২৫৫০৩৩;** সাসপেনশন টিউবের (এমএসইউ) সেট; ২০৩৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৪); ১০২৫১০২৫;** সিঙ্গল ইন্টারাপটার ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার; ১১৪০৬৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.০৭.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৫); ১০২৫১০২১;** সাসপেনশন টিউব রোলার বিয়ারিং (জিডব্লুই); ৫২৩৮৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ১০২৫২০০৭;** ব্রেক গিয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট; ৪৯৪৪১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৮.২০২৫, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ২৬-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। STORES-11/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৭০ সংখ্যা বুধবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সম্মানিত বঙ্গ শিক্ষক

পাক পরমানু বিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুস সালামের অঙ্কের শিক্ষক এক বঙ্গসন্তান, গুরুদক্ষিনা দিতে ভুল করেন নি আব্দুস সালাম,নোবেল পদকটি তার প্রিয় অঙ্কের অধ্যাপকের গলায় পরিয়ে দিয়ে আবেগ মথিত সুরে বাঙালি অধ্যাপককে বলেছিলেন কলেজে আপনার কাছে অঙ্ক না শিখলে এই পুরস্কার আমি কোনও দিনই পেতাম না। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিল সেদিনও, গুরু শিষ্যের সম্পর্কের মাঝে দেশ, কাল বা ধর্ম কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না ! আম বাঙালির কাছে অচেনা এই ভদ্রলোক ছিলেন আজীবন শিক্ষাব্রতী। ১৮৯২ সালে জন্ম কলকাতায়। গণিত এবং applied math দুটোতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ১৯১৫ এবং ১৯১৮ সালে। শিক্ষকতা করার ইচ্ছা গোড়া থেকেই কিন্তু মনের মত প্রতিষ্ঠান পেলেন না বাংলায়। শেষমেশ অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুদূর লাহোরে। অঙ্কের মতো নীরস বিষয়ের অধ্যাপক হয়েও , পড়ানোর গুণে অচিরেই জনপ্রিয়তা লাভ করলেন । সেই আমলেও ছাত্ররা ক্লাস ফাঁকি দিতো কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই বাঙালি স্যারের ক্লাসে উপস্থিতির হার ছিলো অসামান্য। এলো ১৯৪৭, দুখন্ড হয়ে স্বাধীনতা পেল দেশ । লাহোর পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় ঐ কলেজটি উঠে এলো আম্বালায়। আমাদের অঙ্কের মাস্টার মশাইটিও সেই সাথে চলে আসেন এদেশে এবং ১৯৫৩ সাল অব্দি অধ্যাপনা করে অবসর নেন। শেষ বয়সে উনি চলে আসেন কলকাতায় অবসর জীবন কাটাতে থাকেন এই মাস্টার মশাই। ভাবছেন নিশ্চয়ই এক মামুলি শিক্ষকের কাহিনী,এবার আসল গল্প বলতেই হয়,১৯৭৯ সালে ফিজিক্সে নোবেল পুরস্কার পেলেন পাকিস্তানের পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর আব্দুস সালাম। দু'বছর পর ১৯৮১ তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদকে ভূষিত করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। ডক্টর সালাম সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এক চিঠিতে জানালেন যে বিশ্ববিদ্যালয় তার কৃতি শিক্ষককে কোনও দিন সম্মানিত করেনি, তাদের থেকে পুরস্কার নিতে তিনি অপারগ! বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তো মাথায় হাত, কে ওনার শিক্ষক, তাও আবার পশ্চিমবঙ্গে । নাম তো ওনার কাছ থেকে জানা গেছে কিন্তু ধাম ? স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন কেননা ডক্টর সাহেব ওনাকেও অনুরোধ করেছেন তার প্রিয় মাস্টার সাবকে খুঁজে বের করে সম্মানিত করতে। শেষমেশ জঙ্ক অফিসারদের অক্লান্ত চেষ্টায় দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে মিললো তাঁর সন্ধান । তড়িঘড়ি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এক বিশেষ Eminent Teacher Award এ সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিল এবং সেবছরই তাঁর হাতে তুলে দিলো সেই সম্মান। দুঃখের বিষয় সেই মাস্টার মশাই তখন শয্যাশায়ী ও চলশক্তিহীন। পুরস্কার প্রদানের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে হাজির ছিলেন স্বয়ং ডক্টর সালাম। তিনি নোবেল পদকটি তার প্রিয় মাস্টারসাবের গলায় পরিয়ে দিয়ে আবেগ মথিত সুরে বলেছিলেন, কলেজে আপনার কাছে অঙ্ক না শিখলে এই পুরস্কার আমি কোনদিনই পেতাম না। একজন অনামী শিক্ষকের প্রতি এক বিখ্যাত ছাত্রের এই উক্তি বুঝিয়ে দিল গুরু শিষ্যের সম্পর্কের মাঝে দেশ কাল বা ধর্ম কখনও বাধা নয়।

ছাত্র প্রমথনাথ বিশী

ছাত্রের কাছে জব্দ রবিকবি। তত দিনে শান্তিনিকেতনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন দুই ভাই। দু'জনের বাড়ি রাজশাহি জেলার জোয়াড়ি গ্রামে। বর্ধিষ্ণু পরিবারের সন্তান। দু'জনেরই গায়ের রং 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।' তবে দুই ভাইয়েরই উজ্জ্বল চোখ নজর কাড়ে আশ্রমিক, সহপাঠী থেকে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ, সকলেরই। বড় ভাইটি তার মধ্যে ভীষণ আমুদে। তার আমোদ আর হাস্যরসের লক্ষ্য থেকে বাদ যান না স্বয়ং রবিও। এক বার রবি ঠাকুরের কী খেয়াল চাপল; বাঙালির চরিত্রের ভাববিলাসকে দূর করতে সচেষ্ট হলেন। আর তার দাওয়াই কী ! না, আশ্রমের ছাত্র, শিক্ষক সকলকে পড়তে হবে পাণিনির ব্যাকরণ। দিন কয়েক পরে শিক্ষকেরা ছাড় পেলেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তক্কে তক্কে ছিলেন 'বাঙাল' ছেলেটি। এক দিন সুযোগ এল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজির ক্লাস নিচ্ছেন। কী একটা যেন পড়াতে পড়াতে পেলেন ইংরেজি 'ডায়িং' শব্দটি। অনুবাদ করলেন, 'মুমূর্ষ।' তীব্র আপত্তি জানালেন ছেলেটি, বললেন, ''না ওটা হবে ম্রিয়মাণ।'' কেন? ব্যাখ্যাটা কী, জানতে চাইলেন শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ। ছাত্রের ব্যাখ্যা, 'ইচ্ছার্থে সন্‌ প্রত্যয় হয়; লোকটার তো মরবার ইচ্ছে ছিল না; তাই মুমূর্ষ না হয়ে হবে ম্রিয়মাণ।'' পাণিনি ব্যাকরণে ছাত্রের এমন অধিকার বিস্মিত করল কবিকে। আঁতকে উঠে তিনি বলেন, ''এ যে দেখছি বাংলাও ভুললি, আবার সংস্কৃতও শিখলি না!'' ছাত্রের সহাস্য উত্তর, ''যেমন ব্যবস্থা করেছেন। সবে বাংলা ভুলতে আরম্ভ করেছি, এর পরে সংস্কৃত জ্ঞানের বুনিয়াদ পাকা হতে থাকবে।'' কবি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বন্ধ হল ছাত্রটির পাণিনি পাঠ। ছাত্রটির ডাক নাম, ননী। শান্তিনিকেতনে যাঁকে সকলে ডাকে 'বিশী' নামে। আর বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রমথনাথ বিশী বা প্র.না.বি.। বিশীর হাতে রবীন্দ্রনাথের জব্দ হওয়ার আরও একটি বেশ চর্চিত গল্প রয়েছে। তেমনই এক দিন। বিশীর সামনেই রবীন্দ্রনাথ এক পরিচিতকে ডাকছেন, 'নিমাই, নিমাই' বলে। বিশী তো অবাক, ওর নাম নিমাই হবে কেন। রবীন্দ্রনাথকে সে কথা বলতেই কবি বলেন, ''দেখছিস না, ওর হাতে যে নিমের ডাল রয়েছে।'' এমন ব্যাখ্যা শুনে এ বার বিশীর মোক্ষম প্রশ্ন, ''কারও হাতে জামের ডাল থাকলে গুরুদেব তাকে কী বলে ডাকবেন?'' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশীর সম্পর্ক ছিল এমনই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রিয় ছাত্রের সাহস ও মজা করার ক্ষমতা আগেও টের পেয়েছেন। 'অচলায়তন' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা কাছ থেকে কাজ করার শক্তি চাইতে হবে। কাজ করার শক্তি গ্রহণ করে সারা দিন ধরে কাজ করে যেতে হবে। শরীরকে সুস্থ রেখে কাজ করতে হবে। সমাজের জন্য কাজ। দেশের জন্য কাজ। পরিবারের জন্য কাজ। মানুষের জন্য কাজ। সবার জন্য কাজ করে যেতে হবে। সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। পিছনে পড়ে থাকা চলবে না। সাহসের ওপরে ভর করে এগিয়ে গিয়ে কাজ করতে হবে। উন্নত মানের কাজ করতে হবে। তবেই বিকাশ লাভ করা সম্ভব। কর্ম করে যেতে হবে। কর্মের সঙ্গে কোনও রকমভাবে আপোষ করা চলবে না। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সাধক রামপ্রসাদ

কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। মাতৃভক্তদের পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ মাতৃভক্তরা সব সময়ে সত্যের পুজারি। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী। রামপ্রসাদ সব সময়ে মা শ্যামাকে নিয়ে গান রচনা করে চলতেন। শ্যামা মায়ের সেবা করতেন। শুধু রামপ্রসাদকে নিজের সন্তানের মতো মা শ্যামা ভালোবাসতেন। শ্যামা মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলতেন, রামপ্রসাদ আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন ভক্ত রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন মা কালী। রামপ্রসাদ তো একেবারে শ্যামা সঙ্গীত গান গেয়ে বিহ্বল হয়ে যেতেন। সুরের সাধক ছিলেন রামপ্রসাদ। তিনি হালিশহরে গঙ্গা তীরে বসে শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন

বাংলাদেশে সমালোচনার ঝড় নুসরাত গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

সমালোচনার ঝড় নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতার ইস্যুতে। নুসরাত ফারিয়াকে গ্রেফতারের কারণ জানালেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীওঅভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া। অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়ার নামে মামলা ছিল বলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

তিনি বলেন, নুসরাত ফারিয়ার নামে তদন্ত হচ্ছে। নির্দোষ প্রমাণ হলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সোমবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

যারা জুলাই গণহত্যায় প্রকৃত অপরাধী তারাই যাতে গ্রেফতার হয়, কেউ যেন ভোগান্তির শিকার না হয়-এবিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন,ঈদুল আজহায় কুরবানির গরুর গাড়ি কোনো রাস্তায় নামাতে পারবে না। সরাসরি হাটের মধ্যে নামাতে হবে। প্রতিটি হাটে ৭৫জন করে আনসার বাহিনীর সদস্য থাকবেন। ঈদের আগে এবং পরের তিনদিন বাল্ক (বৃহৎ আকারের পণ্য বা মালপত্র বহনের যান) চলাচল বন্ধ থাকবে। প্রসঙ্গত,আজ সকালে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর ভাটারা থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়াকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হকএ আদেশ দেন। একইসঙ্গে জামিন শুনানির জন্য২২ মে দিন ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য,রোববার নুসরাত ফারিয়াকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে আটক করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। থাইল্যান্ড যাওয়ার সময় বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়। নুসরাত ফারিয়ার বিরুদ্ধে ভাটারা থানায় করা একটি মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ওই মামলায় তাকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে আসামি করা হয়।

ভাটারা থানার পুলিশের একটি সূত্র জানায়,আটকের পর নুসরাত ফারিয়াকে থানায় আনা হয়েছিল। তবে থানায় তাকে না রেখে পরে গ্রেফতার দেখিয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

নুসরাত ফারিয়া ২০১৫সালে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। এরপর থেকে তিনি বাংলা দেশওভারতের কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছেন। এছাড়া মডেলিংও সঞ্চালনায়ও সক্রিয় তিনি।

সমালোচনার ঝড় উঠেছেঃ

নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতার ইস্যুতে হত্যাচেষ্টা মামলায় ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতার হয়ে আদালতের আদেশে বর্তমানে জেল হাজতে অবস্থান করছেন। এই অভিনেত্রীকে থাইল্যান্ড যাবার পথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটকের পর থেকেই চারিদিকে হচ্ছে নানা আলোচনা-সমালোচনা।সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী থেকে শুরু করে এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহকেও কথা বলতে দেখা গেছে বিষয়টি নিয়ে। নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতার ইস্যুটি এখন টক অব দ্যা কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে।রীতিমতো সামাজিক মাধ্যম এখন সয়লাব এই অভিনেত্রীকে নিয়ে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের দেশত্যাগ নিয়ে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, সেই 'স্নায়ুচাপ' থেকে নায়িকা নুসরাত ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর। নুসরাত ফারিয়ার গ্রেপ্তারের ঘটনাকে 'বিব্রতকর' বর্ণনা করে সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি বলেন, আমাদের সরকারের কাজ জুলাইয়ের প্রকৃত অপরাধীদের বিচার করা। ঢালাও মামলার ক্ষেত্রে আমাদের পরিষ্কার অবস্থান প্রাথমিক তদন্তে সংশ্লিষ্টতা না থাকলে কাউকে গ্রেপ্তার করা হবে না এবং সেই নীতিই অনুসরণ করা হচ্ছিল। ফারিয়ার বিরুদ্ধে এই মামলা তো অনেকদিন ধরেই ছিল। সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত শেষ হওয়ার আগে গ্রেপ্তারের কোনো উদ্যোগ নেওয়ার বিষয় আমার নজরে আসেনি।

এদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপি'র দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতারের বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। ফেইসবুক পোস্টে তিনি লিখেন, 'সরাসরি হত্যাকাণ্ডে জড়িত খুনিকে দেশ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। শিরীন শারমিনকে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে বাসায় গিয়ে পাসপোর্ট করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল জানুয়ারিতে হওয়ার কথা থাকলেও মে মাসে এসেও শুরু হয়নি।হাসনাত আবদুল্লাহ আরও লিখেন, ইন্টেরিম, ৬২৬ জনের লিস্ট কোথায়? ৬২৬ জনকে নিরাপদে বের করে দিয়ে এখন নুসরাত ফারিয়াকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার করে বোঝাতে চাচ্ছেন আপনারা খুব বিচার করছেন? এগুলো বিচার নয়, এগুলো হাসিনা স্টাইলে মনোযোগ ডাইভারশন।

অপরদিকে নুসরাত ফারিয়াদের গ্রেপ্তার করে মূলত গণহত্যার বিচারকে হালকা করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন। রাববার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনিএ কথা বলেন। পোস্টে রাশেদ খাঁন লিখেন, নুসরাত ফারিয়াদের গ্রেপ্তার করে মূলত গণহত্যার বিচারকে হালকা করা হচ্ছে। নুসরাত ফারিয়া গ্রেপ্তার হলে তিশারাও গ্রেপ্তার হবে। এমনকি সারাজীবন আওয়ামী লীগের সুবিধা নেওয়ার জন্য ফারুকীও অ্যারেস্ট হওয়ার কথা। অন্যদিকে শোবিজ জগতের অনেক তারকা এরই মধ্যে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতারের বিষয়ে। এবার ফারিয়াকে গ্রেপ্তার নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফারিয়ার একটি ছবি শেয়ার করে আজ সকালে এক পোস্টে বাঁধন লিখেছেন,'কি লজ্জার বিষয়!এই মেয়েটির কোনো দোষ নেই।সে মোটেই দায়ী নয়। যারা ফ্যাসিবাদী শাসন চালিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।এরপর দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বাঁধন আরও লিখেছেন,বর্তমান পরিস্থিতি এবং ব্যবস্থা নিয়ে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমরা এমন দেশে বাস করি না, যেখানে ন্যায়বিচার সাধারণ ভাবে প্রচলিত। তবে এবারের ঘটনাটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য না।'

অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়ার বিরুদ্ধে মামলা থাকায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। সোমবার সচিবালয়ে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবেএকথা বলেন তিনি। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন,ওনার বিরুদ্ধে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে। ফারিয়ার বিদেশযাত্রায় ছিলো না কোন নিষেধাজ্ঞা এরপরও কেন আটক করা হলো তাকে?এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলে ছেড়ে দেওয়া যায় না।তার নামে মামলা থাকলে কী করবেন। ছাইড়া দিলে আপনিই বলবেন ছাইড়া দিছেন। বিদেশযাত্রায় নিষেধ আছে কিনা, একটা পলিসি আছে।'

নুসরাত ফারিয়া গ্রেফতারের বিষয়ে শুধু উপদেষ্টা, অভিনেতা -অভিনেত্রী বা রাজনীতিবিদরাই নন কথা বলতে দেখা যায় সাধারণ নেটিজেনদেরও। কেউ বলছেন, শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করাই কাল হলো নুসরাত ফারিয়ার। বাংলাদেশে এখন শেখ হাসিনার অনুগামীদের গ্রেফতার করতে শুরু করেছে সেখানকার ইডনুস সরকার। শেখ হাসিনা যাতে বাংলায় আর ফিরে আসতে না পারে এবং আওয়ামি লিগ যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে সেখানকার সরকার। বাংলাদেশে কবে নির্বাচন হবে তা বলা এখন খুবই কঠিন। তবে সবাই বলতে শুরু করেছে যে বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার গঠন করা হবে। সেই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে তদারকি সরকার। তবে ইউনূস আবার নির্বাচিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করবেন কিনা সেই কথাটা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।

'যুগান্তর' গুপ্ত সমিতি'র সদস্য প্রেমিক বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত

কেমিস্ট্রির বিদ্যা কাজে লাগিয়ে যে হাতে বানাতেন বোমা, সেই হাতেই আদরে বুকে তুলে নিচ্ছেন প্যারালাইজড বাল্যপ্রেমিকাকে। তেষট্টি বছর বয়সে বিবাহ করছেন ষাটোর্ধ প্রৌঢ়াকে। হা হা করে হাসতেন, মাতিয়ে রাখতেন শত বিষাদেও, আবার দপ করে জ্বলে উঠতেন দাবানলের মত। পৃথিবী এমন প্রেমিক আর একটাও পেয়েছে কি? কেউ আবার মনে রেখেছেন, কীভাবে আন্দামানের সেলুলার জেলে চরম অত্যাচারে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! বছর পর বছর বন্দি থেকেছেন মাদ্রাজের পাগলাগারদে। যার নামেই 'উল্লাস', তাঁকে কাবু করতে পারে, এমন কেউ নেই। তিনি আমার 'কৃষ্ণসিন্ধুকী' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। সেই অত্যাচার সুবিস্তৃত লিখেছি সেই উপন্যাসে। তিনি উল্লাস! উল্লাসকর দত্ত । কারুর কাছে ডাকাবুকো দেশপ্রেমিক, কারুর কাছে গানকবিতাপ্রেমী, কারুর কাছে কিছুটা হঠকারী প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক অদম্য মনোবলের মানুষ। কিন্তু আমার কাছে? আমার কাছে তিনি সবার ওপরে এক উত্তাল প্রেমিক! যেমন প্রেমিকের স্বপ্ন প্রতিটি মেয়ে লালন করে। বিপিন পালের কন্যা লীলার সঙ্গে বহুবছরের প্রেম। প্রেমিকার জন্য কত কী ই যে করেছেন! শিবপুরের বাড়ি থেকে খেজুর রসের হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে টানা হেঁটে গেছেন লীলাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে, টাটকা খেজুর গুড় খেতে মেয়েটা বড় ভালবাসে যে! ফাঁসির আদেশ সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে যখন বদলে গেল, আন্দামানের জাহাজে ওঠার আগে তিনি লীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, তঅপেক্ষা করবে তো? যাবজ্জীবন থাকতে হবে না, দেখবে আমি ঠিক ছাড়া পাব। আমরা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে বিয়ে করবই! এগ্রিকালচারের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী লীলা বলেছিলেন, তআমি অপেক্ষা করব। দিনের পর দিন কেটেছে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। সেলুলার জেলে অমানুষিক অত্যাচারে, ইলেক্ট্রিক শকে, শত লাঞ্ছনা, অর্ধাহার, অনাহারেও নুয়ে যায়নি উল্লাসকরের মেরুদণ্ড। লীলার চিঠি এসেছে। তিনিও চিঠি লিখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন, কোন একদিন লীলা তাঁর হবে। হবেই। লীলাও লন্ডন গেছে। ফিরে এসে একাধিক চাকরি নিয়েছে। বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। সে বিয়ে করেনি। কিন্তু এখানেও খলনায়ক ব্রিটিশ কূটনীতি। রাতারাতি উল্লাসকরকে মাথা খারাপের দোহাই দিয়ে সকলের অগোচরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মাদ্রাজের পাগলাগারদে। কেউ জানে না সেই খবর। না উল্লাসকরের সহবন্দীরা, না বাড়ির লোক। সবাই ভাবল, উল্লাস বোধহয় আর বেঁচে নেই। শত শত সেলুলার জেলের বিপ্লবীদের মত তাকেও মেরে ফেলা হয়েছে। রিক্ত, ক্লান্ত লীলা ততদিনে অনাথ, একা। চল্লিশে পৌঁছে বিয়ে করে নিতে বাধ্য হচ্ছে বোম্বাইবাসী নৃপেন বসুকে। সুস্থ হয়ে কলকাতা ফিরে রাগে জ্বলে উঠছেন উল্লাসকর। লীলার ভাই নিরঞ্জনের কাছ থেকে খবর পেয়ে নিজের কাছে সযত্নে গুছিয়ে রাখা সব চিঠিপত্র নিয়ে সোজা পাড়ি দিচ্ছেন বোম্বাইতে। নৃপেন লীলার কান্দিভালির বাড়ির সামনে গিয়ে তীব্র হাঁকডাক, তলীলা! লীলা! তুমি বিয়ে করে ফেললে? এই তোমার কথার দাম? কোথায় সেই নৃপেন। বেরিয়ে আয় ব্যাটা। দেখে নেব তোকে! লীলা ভয়ে কাঁপছে, কী বলবে, বুঝতে পারছে না। সে তো জানত, উল্লাস মৃত। তার স্বামী নৃপেনের দিকে আগুনচোখে এগিয়ে যাচ্ছেন উল্লাসকর, তআমার লীলাকে তুমি বিয়ে করেছ? এত বড় স্পর্ধা? বিধ্বংসী উল্লাসের তেজ কে না জানে, ভয়ে নৃপেন ঝটিতি ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিচ্ছেন। উল্লাসকর কিছুক্ষণ করুণ চোখে দেখছেন লীলার শাঁখাপলা, সীমন্তরঞ্জিত সিঁদুর, রাগ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে দুঃখে। হাউহাউ করে কাঁদছেন। তারপর ধীরে ধীরে ঝোলা থেকে সব চিঠি বের করছেন। পলকে দেশলাই জ্বেলে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন সেগুলো। বলছেন, তএগুলোকে তোমার সামনেই পুড়িয়ে যাব।দ লীলা ঝরঝর করে কাঁদছেন, শান্ত করার চেষ্টা করছেন, লীলার ভাই নিরঞ্জন বলছে খেয়ে যেতে, কে শোনে কার কথা! সব চিঠি পুড়িয়ে ছাই করে কথা না বাড়িয়ে তক্ষুনি উল্লাসকর বেরিয়ে পড়ছেন বাড়ি থেকে। তারপর বোম্বাই থেকে ট্রেন ধরে সোজা বাংলা। না। যে কলকাতায় ছড়িয়ে আছে ওঁর আর লীলার প্রেমের স্মৃতি, সেখানে থাকবেন না আর। সোজা চলে যাচ্ছেন নিজের দেশের বাড়ি, পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবেড়িয়ার কালীকচ্ছ গ্রামে। সেখানে একা একা থাকছেন। অলস জীবন। নৌকো করে ভেসে পড়ছেন নদীতে। কখনো দোকান খুলছেন। কখনো নিজের কারাজীবন নিয়ে লিখছেন বই। এভাবে কেটে গেল আরো অনেক বছর। কলকাতায় এসে একদিন আবার দেখা নিরঞ্জনের সঙ্গে। এবার নিরঞ্জন সাংঘাতিক কথা বলল। তলীলাদিদির স্বামী মারা গেছেন উল্লাসদা! লীলাদিদির দুটো পা-ই প্যারালাইজড হয়ে গেছে নার্ভের অসুখে। বোম্বাইতে চিকিৎসায় কিছু সুবিধে হয়নি, তাই ডাঃ বিধান রায় এখানে পিজিতে ভর্তি করে দিয়েছেন। দেখার কেউ নেই।দ কী বলছিস! লীলা কলকাতায়? তারপরের অংশ যে কোন চিরায়ত প্রেমকাহিনীকে হার মানাবে। পরেরদিনই উল্লাসকর চলে গেলেন পিজি হাসপাতালে। পাঁজাকোলা করে নিজের বুকে তুলে নিলেন ষাটোর্ধ্ব লীলাকে। লীলা স্তব্ধবাক। কয়েকদিন আসাযাওয়া করে সেবা করলেন। তারপর একদিন ঘোষণা করলেন, আমি লীলাকে বিয়ে করব। করবই। উল্লাসকর দত্ত বিধবা লীলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর শেষ জীবন খুবই কষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি পরে বাংলা ত্যাগ করে মেঘালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'বঙ্গভূমি কবিতার দেশ, এখানকার পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়ে যায় সহজাত কবিদল

বিশেষ প্রতিবেদক

জীবনে প্রথমবার ছাপার অক্ষরে নিজের কবিতা ছাপতে একেবারে বদ্ধপরিকর,হাতের আংটি বিনা দ্বিধায় সোনার দোকানে বিক্রি করেছেন কিন্তু পত্রিকায় কবিতা প্রকাশিত হয় নি। ছোট ভাইটি খেলতে খেলতে তাঁর প্রথম কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি রান্নাঘরের উনুনে ফেলে দেয়। মায়ের কাছে সেই বিষয়ে অভিযোগ জানালে মা জননী হেসে বলে ছিলেন, সে কী? বাচ্চু পড়তে শিখেছে নাকি। একবার মফঃস্বলের পুরনো এক পত্রিকায় তিনি দেখলেন তাঁর নাম 'তাড়াপদ'। অন্য এক লিটল ম্যাগাজিনে তিনি হয়েছেন 'তাঁরাপদ'। একটু অবাকই হয়েছিলেন নামের এমন বিভ্রাটে। হতাশায় বলেছেন যাঁরা কবির নামের বানানেই এমন করেন তাঁরা কবিতার মধ্যে কী করেন,কী করতে পারেন কল্পনাও করা যায় না।

সত্যি -সত্যি কবিতার জন্য তারাপদ রায়ের জীবনে আছে আরও অনেক মজার সব ঘটনা। একবার তারাপদ বাবুর প্রিয় কবিতা প্রকাশিত হয় পাঁচমিশালি বিখ্যাত পত্রিকায়, কিন্তু বাড়িতে কাটিং খুঁজে পেলেন না। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল,সটান চলে গেলেন পাড়ার সেলুনে দাড়ি কামাতে। সেখানে পুরনো পত্র পত্রিকা রাখা থাকত অপেক্ষামানদের মনো রঞ্জনের জন্য।একটু খুঁজেই পেয়ে গেলেন নিজের কবিতা। তবে দাড়ি কামাতে আটটা টাকা খরচ হল। যদিও ওই কবিতাটা না পেলে তাঁর পাণ্ডুলিপিটা সম্পূর্ণ হত না।

শুধু কবিতা নয় সাহিত্যের সব শাখায় অনায়াস দক্ষতায় বিচরণ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাপদ রায়। তাঁর লেখা পাঠকের কাছে মুক্ত বাতাস,প্রাণ খোলা হাসির উপাদান। নিজেকে নিয়ে উচ্চাঙ্গের রসিকতা তারাপদ রায়ের মত খুব কম মানুষই পেরেছেন। চার্লি চ্যাপলিন যে স্যাটায়ারে বিশ্বাস করতেন, তিনিও তা-ই। তারাপদ রায় আজীবন হাস্যরসের মধ্যে জীবনের রস সন্ধান করে গিয়েছেন।

অধুনা বাংলাদেশের টাঙ্গাইলে জন্ম, ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়তে এসেছিলেন। তখন দেশ ভাগ হয়েছে তবে ভারত -পাকিস্থানে যাতয়াতের জন্য দুই দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে পাসপোর্ট,ভিসার ঝামেলা শুরু হয়নি। ১৯৫১ থেকে ৫৭ ইন্টার মিডিয়েট থেকে এম এ,পুজো ও গ্রীষ্মের ছুটিতে দুবার টাঙ্গাইল যেতেন। পিতা-মাতা আগা গোড়াই আমৃত্যু টাঙ্গাইলে ছিলেন। কলকাতায় পড়াশুনা করার সময় থাকতেন ডেকার্স লেনে ছোট মাসিমার সরকারি কোয়ার্টারে। মেসোমশাই শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় কলকাতা পুলিশের ডাকসাইটে ব্যক্তিত্ব। সদ্য যুবক তারাপদ তখন শুধু কবিতা লিখছেন না, কবিতা ছাপানোর বাসনা মনে দেখা দিয়েছে। খাতার পর খাতায় পদ্য লিখে চলেন। মনের আনন্দে লেখেন,যদিও কবিতা লেখার প্রকরণ,রীতি কানুন কিছুই জানা নেই,প্রাণে যা চায় তাই লেখেন। এদিক ওদিক পত্র পত্রিকায় দিনের পর দিন কবিতা পাঠিয়েছেন একটিও ছাপা হয়নি।

কলেজে বিজ্ঞান পড়তেন, সহপাঠীদের কাছেও কবিতার বিষয়ে কোনও সাহায্য পাননি। তবে তারাপদ রায় কলেজে ইংরেজি পড়েছেন বিষ্ণু দে'র কাছে, তাঁর রূপে,গুণে মুগ্ধ হলেও জানতেন না তিনি একজন প্রধান কবি। যাই হোক সেই সময়ে চোখে পড়ল একটা বিজ্ঞাপন, নতুন একটি পত্রিকা নবীন লেখকদের গল্প, কবিতা দিতে আহ্বান করেছে। তারাপদ যেন কিছুটা আশার আলো দেখলেন,এবার সত্যিই তাঁর কবিতা পত্রিকার পাতায় ছাপার অক্ষরে দেখা যাবে।

একদিন দুঃসাহসে ভর করে চলে এলেন মাসিক পত্রিকার অফিসে। তিনতলায় একটি ঘর, তিন জন আছেন তাদের একজন সম্পাদক। তাঁর হাতে কবিতা তুলে দিতে দুবার তিনবার উল্টে পাল্টে দেখলেন, পড়লেন।তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন 'চমৎকার কবিতা, অসমান্য।আমরা এই রকম লেখাই চাই '।

সম্পদকের কথায় তরুণ তারাপদ অভিভূত, সম্পাদক এক পেয়ালা চা খাইয়েছেন। বললেন কবিতা পরের সংখ্যায় ছাপা হবে তবে তাদের একটা নিয়ম আছে কবিতার সঙ্গে লেখকের জীবনী ও ছবি ছাপা হয়। ভদ্রলোক তখনই অনুরোধ করলেন তারাপদ রায় যেন সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দেয়। পাঁচ,সাত লাইন লিখে দিলেন, সম্পাদকের অভয়বানী বাকিটা তিনি সাজিয়ে গুছিয়ে নেবেন। বললেন দিন দুয়ের মধ্যে ছবিটা দিয়ে যেতে। উৎসাহিত তারাপদ নিজের ফটো তুললেন দুই -তিন টাকা খরচ করে, সম্পাদক ফটো দেখে আরও খুশি হয়ে বললেন 'বেশ হয়েছে এবার এটা ব্লক করে ছাপতে হবে। তার জন্য পঁচিশ টাকা লাগবে '।

তরুণ তারাপদ কবিতা ছাপতে তখন কোনও বাধাকে বাধা বলে মানতে রাজি নন,রোখ চেপে গেছে,হাতের আঙুলে অল্প কিছু দিন আগে পৈতের উপহারের আংটি ছিল। বৌবাজারের মোড়ে এসে সোনার দোকানে আংটি বেচে দিলেন।পরের মাসে কাগজটি সত্যিই প্রকাশিত হল,তারাপদ রায়ের সচিত্র জীবনী ছাপা হল। উদীয়মান, প্রতিভাশালী তরুণ কবি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর কবিতাটি ছাপা হয় নি। এখনও বহু তরুণরা কবিতা লিখতে ভালোবাসে। তারা যদিও বিজ্ঞানের ছাত্র। তবুও কবিতা লেখা একটা নেশায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। কবিতা পত্রিকা বিক্রি না হলেও কতিবা প্রকাশ হওয়ার মতো মানসিক আনন্দ আর নেই।

পাঠকদের দরবার থোড় বড়ি খাড়া

কল্যাণী দত্ত

অনন্য সুন্দর এক পাঠে মগ্ন ছিলাম। বইটি কল্যাণী দত্তর ' থোড় বড়ি খাড়া'। কলকাতার মেয়েদের জীবনের যেসব খুঁটিনাটি লোক চোখের আড়ালেই থেকে গেছে তার মধ্যে রয়ে গেছে সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। কল্যাণী দত্ত জনশ্রুতি, ব্যক্তিগত স্মৃতি, পুরোনো দুষ্প্রাপ্য বই থেকে সংগ্রহ করেছেন সেই সম্পদের এক বিরাট আকর।

তাঁর আশ্চর্য সুন্দর সাবলীল আড্ডার ছলে বলা সামাজিক গল্প গুলি-- সেকালের মেয়েদের কথা , ভেতর বাড়ি-- ঠাকুর ঘর-- রান্না ভাঁড়ার-- মাছ --আম --তত্ত্বকথা --গয়না গাঁটি --মেয়ে মহল-- দোয়াতকলম --খাঁচার পাখি এসব পড়তে পড়তে ভারি ইচ্ছে হল সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার। এমন সরস ভঙ্গিতে বলা গল্পগাছার ভিন্ন স্বাদ। কিন্তু সবটা তো তুলে দেওয়া যায় না। সাবেকি ঘর দোরের ছবি, গয়না গাঁটির নাম ও শিল্পকথা, খাওয়া-দাওয়া, তত্ত্ব পাঠানোর ইতিহাস, ঠাকুর ঘরের গল্প, শুদ্ধাচার, মেয়েদের মুখে মুখে ফেরা ছড়া,বাংলা সাহিত্যের সাথে মিলেমিশে যাওয়া সেই ঐতিহাসিক দিনকাল অন্দরমহলে লুকিয়ে থাকতে থাকতে হারিয়ে গেছে। এই বই আমাদের সেই সব হারানো ঐতিহ্যের ভালো-মন্দ ফিরিয়ে দিল।

এসব স্বাদ পেতে হলে বইটি পড়তেই হবে। আমি শুধু একালের মেয়েদের অবগতির জন্য এ বইয়ের 'দোয়াতকলম 'অংশ থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি। ওই যুগের আর একজন পুরোপুরি স্বশিক্ষিতা মহিলা ছিলেন পারুল দেবী। জন্ম ১৩০৪ সনে। গ্রামের ঠাকুর ঘরে কাঁচা মেঝেয় পিদিম জ্বেলে বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। বিদ্যাসাগর আর প্যারী সরকার পড়ার পর। নাম ছিল তারকদাসী, নিজেই বদলে নেন পারুলবালা। বিহার ওড়িশার সর্বত্র স্বামীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে শুধু মহিলা সমিতিই করেননি ,ওই যুগে এক অপূর্ব শিল্প সংগ্রহ গড়ে তোলেন। সুভো ঠাকুর এসেছিলেন তাঁর সংগ্রহ দেখতে। গার্ল গাইড দলের অন্যতম পান্ডা ছিলেন, ভালো ব্যাডমিন্টন আর ব্রিজ খেলতেন। বাগান তৈরির জন্য বহুবার সার্টিফিকেট পেয়েচেন। 'শিশুপালন', ' ফল ফুলের যত্ন', ' অল্প খরচে বাড়ি তৈয়ারি কত রকম লেখাই যে তিনি লিখে গেচেন।

পূর্ণিয়ায় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্বলপুরে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, প্রজ্ঞা সুন্দরী তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। পারুল দোকানে গিয়ে নিজে পছন্দ করে জুতো কিনতেন বলে আড়ালে বহু লোকের নিন্দা কুড়িয়ে ছিলেন। লেখার হাত ছিল চমৎকার ।গল্প, কবিতা, নাটক ভালই লিখেছেন ।'অলকা', ' প্রবাসী', আর 'বিষাণ' -এ কিছু কিছু ছাপা হয়েছিল। পারুল দেবী' ব্লু বার্ড 'এর অনুবাদ করেন ১৯৩৪ সালে। তা ছাড়াও ইংরেজি গল্প কবিতার অনুবাদ তাঁর অনেক ছিল। সেকালের মেয়েদের বিকশিত হয়ে ওঠার লড়াইয়ের এর ছবির মতন বিবরণ পায় এই বইয়ে। এমন সুস্বাদু ভেতরবাড়ির কথাই বা আর পাই কোথায়? গেরস্থ বাড়ির সদর উঠোন শুধু অতিথি কুটুম্বের জন্য নয়, ফিরিওয়ালাদের জন্যেও খোলা থাকতো। তাই সাড়া না দিয়েই দুপুরে আসতো রেশমি চুড়িওয়ালি, পুরনো কাপড়ের বদলে জাপানি কাপডিশ, বাসনে নাম লেখাবেন ইত্যাদি। সন্ধ্যে হলে আসত কুলপি বরফ আর বেল ফুল । খাঁটি ঘি, ঘটকি, পুরনো ধাইমা।

বনদপ্তরের সংরক্ষিত এলাকাতে বালি-পাথরের স্তূপ বানিয়ে রমরমিয়ে চলছে অবৈধ কারবার

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ২০ মে ঃ বনদপ্তরের সংরক্ষিত এলাকাতে রমরমিয়ে চলছে বালি পাথরের অবৈধ কারবার।

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বিধানসভার রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা মজুত করে রাখা হচ্ছে বনাঞ্চলের ভিতরে। অভিযোগের তীর শাসক দলের ব্লক সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রায়ডাক নদীর মধুরভাষা বেড থেকে বালি-পাথর তুলে তা অবৈধভাবে জমা করা হচ্ছে আটিয়া মোচড় বনাঞ্চলের মধুভাষা খয়ার বাগানে। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ সেখানে বনদপ্তরের জমিকে ব্যবহার করে বালু পাথরের কারবার কিভাবে চালাতে পারে শাসক দলের নেতৃত্বরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জোর রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ - তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ ২ ব্লক সহ-সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের মদতেই এই অবৈধ কারবার দীর্ঘ কয়েকমাস ধরেই রমরমিয়ে চলছে। বাসিন্দারা বারবার প্রতিবাদ করার পরেও কোন সুরাহা মিলেনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। স্থানীয়দের দাবি এই অবৈধ কারবারের জেরে বন্যপ্রাণী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়া ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াতের ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুরভাষা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই রায়ডাক নদী থেকে বালু পাথর তুলে অন্ধকারে গ্রামীণ রাস্তা ধরে রাতভর চলছে বালি ও পাথর বোঝাই ডাম্পার। বনাঞ্চলের রাস্তা ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ২০০-২৫০ ডাম্পার ও ট্রাক বনাঞ্চলের মধুরভাসার খয়ার বাগান এলাকা থেকে ওভারলোড নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলাচল করছে যার জেরে ক্ষতি হচ্ছে বনাঞ্চলের রাস্তা ও বাসাবাড়ি কামাখ্যাগুড়ি যাওয়ার রাজ্য সড়ক। এমনকি? অসুবিধা হচ্ছে বন্যপ্রাণীদেরও। অভিযোগ মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এই কারবার চলছে। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি উৎপল দাস বলেন - ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নিরঞ্জন সরকারের হাত দিয়েই মোটা অংকের টাকা নবান্নের কাছে পৌঁছায়। সেই কারণেই বনদপ্তরের সংরক্ষিত এলাকাকে বাণিজ্যিক জায়গা পরিণত করেছে নিরঞ্জন সরকার। দীর্ঘদিন ধরেই রায়ডাক নদী থেকে অবৈধভাবে বালুপাথর তুলে সেগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায়। তৃণমূল নেতার মদত থাকার কারনেই অভিযান চালানোর সাহস করেনি পুলিশ ও বনদপ্তর। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বস্তি এলাকার বাসিন্দাদের। যদিও এই প্রসঙ্গে সাফাই গাইলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। গিরিন বাবু বলেন - নিরঞ্জন সরকার তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত সৈনিক এবং জেলা পরিষদের সদস্য। তার বিরুদ্ধে যদি এরকম কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা দলগতভাবে তা দেখব আর যদি প্রমাণিত হয় অবশ্যই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রশ্ন উঠছে শাসক দলের জেলা পরিষদের সদস্য জন্যই কি প্রশাসন এখনো নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করছে ? উত্তর এখনো অধরা।

করিমপুরে বাস ও মারুতি ভ্যানের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৫ জনের

দেবাশিস কংশবণিক, করিমপুর, ২০ মে ঃ মঙ্গলবার সাত সকালে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল তিন মহিলা সহ পাঁচজনের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কে কাঁঠালিয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মঙ্গলবার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে একটি যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছিল করিমপুরের দিকে। সকাল প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ উল্টো দিক থেকে আসা কৃষ্ণনগর গামী যাত্রী বোঝাই মারুতি ভ্যানের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলে মারুতি ভ্যানটি রাস্তার পাশে একটি গাছে পিষ্ট হয়ে যায়। দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মারুতি ভ্যানটি যাত্রী সহ চিরে দুটো হয়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকার বাসিন্দারা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে করিমপুর থানার পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার কার্যের চেষ্টা চালালেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। কেননা দুর্ঘটনার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে যাত্রী বোঝাই মারুতি ভ্যানটি দুমড়িয়ে মুচড়ে যায়। দুপুরে একটি জেসিপি দিয়ে

মারুতি ভ্যানের ভেতরে থাকা চালক সহ অন্যান্য যাত্রীদের এক এক করে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তিন মহিলা সহ পাঁচজনকে উদ্ধার করে তেহট্ট হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। পাশাপাশি দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দুপুরে তেহট্ট হাসপাতালে ছুটে আসেন মৃতদের আত্মীয় পরিজন। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায় মৃত চালক সহ পাঁচজনের নাম যথাক্রমে, মুর্শিদাবাদের রানীনগর সাগরপাড়ার বাসিন্দা মারুতি ভ্যান চালক সুমন শেখ,মমতা সরকার ও সুলেখা। অপরদিকে করিমপুরের গোয়াস এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক সুশান্ত সরকার ও তার মা অনিমা সরকার। অন্যদিকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও মারুতি ভ্যানটিকে আটক করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এদিন দুপুরে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়। সেখানে নিহতদের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে সহানুভূতি জানান। এদিন বিকেলে তিন মহিলা সহ পাঁচ জনের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায় করিমপুর থানার পুলিশ।

ডেঙ্গু ও প্লাস্টিকবিরোধী সচেতনতায় দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রচার অভিযান

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২০ মে ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোঁড়াপুর ও বেলগড়িয়া বাজার এলাকায় সম্প্রতি একটি জনসচেতনতামূলক প্রচার অভিযান অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রচারের মূল উদ্দেশ্য ছিল পতঙ্গবাহিত রোগ, বিশেষ করে ডেঙ্গু জ্বর সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং প্লাস্টিক বর্জনের গুরুত্ব বোঝানো। ডেঙ্গু প্রতিরোধে কীভাবে সঠিক সচেতনতা ও কিছু সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করে এই

রোগ প্রতিহত করা যায়, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালানো হয়। একই সঙ্গে প্লাস্টিকের অপব্যবহার ও তার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কেও মানুষকে অবহিত করা হয়। এই উপলক্ষ্যে দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দোগাছিয়া সাংসদ এলাকায় SAVRP সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দেন। তারা মানুষকে উৎসাহিত করেন যে তারা যেন জমা জল না রাখে, ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখে এবং মশার উপত্তিস্থল ধ্বংস করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দোগাছিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান অপর্ণা চ্যাটার্জি, গ্রাম সম্পদ কর্মী সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃত্ব। সকলে মিলে হাতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার এবং মাইকিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। এই উদ্যোগ এলাকার মানুষদের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

কাঁটাতারের ওপারের জমির প্রসঙ্গ সংসদে তুলতে উদ্যোগী হচ্ছেন সাংসদ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ মে ঃ কাঁটাতারের ওপারের জমির প্রসঙ্গ এবার সংসদে তুলে ধরার প্রস্তুতি শুরু করেছেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। কোচবিহার জেলায় মেখলিগঞ্জ মহকুমা, মাথাভাঙা এবং দিনহাটা মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় কৃষকদের জমি রয়েছে। তুফানগঞ্জ মহকুমাতেও কিছুটা এই ধরনের জমি রয়েছে যদিও তার পরিমাণ কম। এই জমিতে কাজ করতে গিয়ে শীতলকুচিতে দুষ্কৃতীদের হাতে অপহৃত হয় উকিল বর্মন। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার পাঞ্জাবের মতো ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই জমিগুলো কেন্দ্র সরকারের অধিগ্রহণের দাবি নিয়ে সরব হওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন কোচবিহারের সাংসদ। উকিল বর্মনের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর থেকে কার্যত কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে কাজ করতে গিয়েও আতঙ্কে থাকছেন কৃষকরা। অধিকাংশ চাষী সেই জমিতে চাষ পর্যন্ত করতে যাচ্ছেন না। কিছু ক্ষেত্রে বিএসএফ গেট না খোলায় সমস্যায় পড়ছেন চাষীরা।

উদ্বোধনের পূর্বে পুনর্বিকশিত হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা দেখে মুগ্ধ যাত্রীরা

মালিগাঁও, ২০ মে ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের (এবিএসএস) অংশ হিসেবে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ মে, ২০২৫

তারিখে দেশজুড়ে ১০৩ টি পুনর্বিকশিত রেলওয়ে স্টেশন ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন, যার মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অধীনে হয়বরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আসামের নগাঁও জেলায় অবস্থিত, হয়বরগাঁও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে, কারণ একসময় ব্রিটিশ শাসনকালে চা এবং আধুনিক শিক্ষায় বিশিষ্টতার কারণে নগাঁওকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। মূলতঃ ১৮৮৭ সালে নির্মিত, এটি এখন বিশ্বমানের স্টেশনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এর সুন্দর স্থাপত্য ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধার জন্য প্রশংসা কুড়িয়েছে। ২০ মে ২০২৫ তারিখে, স্থানীয় গণমাধ্যমের সদস্যদের সাথে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি দল, উদ্বোধন হতে যাওয়া রেলওয়ে স্টেশনে পুনর্বিকশিত এবং উন্নত যাত্রী সুবিধাগুলি পরিদর্শন ও প্রদর্শনের জন্য স্টেশনটি ঘুরে দেখেন। জনসাধারণের মধ্যে সার্বিকভাবে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। বয়স্ক দর্শকরা কয়লাচালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং একটি সাধারণ স্টেশনের সেই পুরোনো দিনগুলির কথা স্মরণ করার পাশাপাশি এখনকার প্রশস্ত এলাকা ও যাত্রী-বান্ধব বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত পরিসর সহ বিশাল উন্নতিতে বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। গুয়াহাটি থেকে আসা শাহিল কুমার রাইয়ের মতো ভ্রমণকারীরা, যারা কাছের মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির পরিদর্শন করতে এসেছিলেন, তারা স্টেশনের রূপান্তর দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, একসময় সাধারণ হিসেবে বিবেচিত এই স্টেশনটিতে এখন একটি বিশাল প্রবেশপথ, প্রশস্ত কনকোর্স এলাকা, সুসংগঠিত পার্কিং, আধুনিক অপেক্ষা কক্ষ, মডুলার এবং অ্যাক্সেসযোগ্য টয়লেট, র‍্যাম্প এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব টিকিট কাউন্টার গড়ে উঠেছে। তিনি আরও বলেন, ছোট স্টেশন হওয়া সত্ত্বেও, হয়বরগাঁও এখন অবকাঠামো এবং যাত্রী সুবিধার দিক থেকে অন্যান্য অনেক স্টেশনকে ছাড়িয়ে গেছে। স্টেশনটি ম্যুরাল এবং বিষয়ভিত্তিক ভাস্কর্য দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে যা অসমীয়া সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সুন্দরভাবে চিত্রিত করে, যা এর দৃশ্যমান আবেদনকে আরও বাড়িয়ে তোলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবিএসএস -এর অধীনে আসামের ৫০টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, যা নিশ্চিত করছে যে আসামের জনগণ শীঘ্রই উন্নত, দক্ষ এবং সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ রেলওয়ে পরিকাঠামো থেকে উপকৃত হবেন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভ্রমণকে আরো আধুনিক ও উন্নত করার সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ।

লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজিস্টার্ড অফিসঃ
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর প্রবিধান ৪৭ এর সাথে পঠিত ২৯ এবং ৩৩ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ২৯শে মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সাথে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একীভূত) বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।
লি অ্যান্ড নি সফটওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস্) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/- প্রীতিকা বাজোরিয়া
স্থানঃ কলকাতা **(কোম্পানি সেক্রেটারি)**
তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫ **এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)**

বিজ্ঞপ্তি

প্রতি অশ্বিনী মণ্ডল, পিতা-স্বদেশ মন্ডল, গ্রাম-মুক্তারপুর, পোঃ- মুক্তারপুর-বেলেকুশমা, থানা-গোঘাট, জেলা- হুগলী, এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী অপর্ণা মন্ডল, স্বামী-অশ্বিনী মণ্ডল, গ্রাম-মুক্তারপুর, পোঃ- মুক্তারপুর-বেলেকুশমা, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী পিতা-বিফল কারক বর্তমান ঠিকানা- গ্রাম- বেলেকুশমা, পোঃ-মুক্তারপুর-বেলেকুশমা, থানা- গোঘাট, জেলা- হুগলী মহকুমা-আরামবাগ অতিরিক্ত জেলা- জজ আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদ বিষয় হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩(১) ধারামতে ২০২১ সালের ১৪৫ নং ম্যাট স্যুট দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় আপনার কোনও বক্তব্য থাকিলে তা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় অ্যাডভোকেট মাধ্যমে হাজির হইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
আদেশানুসারে
সেরেস্তাদার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ
আরামবাগ, হুগলী

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting e-Tender No.: 01/2025-2026
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites E-Tender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors for total 4(Four)Nos. different works. Date of start of downloading the documents **20.05.2025 to 28.05.2025 up to 06.30 p.m.** Date & Time of closing of submission of Technical Bid on or before **28.05.2025 04.30 p.m.** Date of opening of Technical Bid: **31.05.2025 11.00 p.m.** For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT
Vill. -Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS - Kandi, Dist.- Murshidabad
E-Tender Notice
Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No-(1) MSD/KAN/GOK-II/03/2025-26. Last date of submission **28/05/2025 up to 16.00 Hrs.** Bid Opening Date: **03/06/2025 at 11:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

পূর্ব রেলওয়ে

কোটেশন বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ সিওএম/সিএফ/ইউটিএস/মেন্টেন্যান্স-কোটেশন/২৫, তারিখঃ ২১.০৫.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, ৫ম তল, হাওড়া - ৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিল করা কোটেশন আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** তিন (০৩) মাস সময়সীমার জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে টিকেটিংয়ের উদ্দেশ্যে স্টেশনে এবং লোকেশনে বুকিং, রিজার্ভেশন অফিসগুলিতে ব্যবহৃত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ইক্যুইপমেন্টের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতি কাজ। সামগ্রী ও কাজের বিস্তারিত শিডিউল অ্যানেক্সার-এ, বি, এবং সি-তে আছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য **www.er.indianrailways.gov.in** দেখুন) এবং যোগাযোগের অফিস - ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া (রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, ৫ম তল)। **কাজের মোট ব্যয়ঃ** ৩,৯২,৯৪৮ টাকা। **বায়নামূল্য জমাঃ** ৭,৯০০ টাকা। **সিল করা কোটেশন জমা করার জন্য শেষ তারিখঃ** ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ২৯.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** খোলার তারিখ থেকে ৬০ দিন। ওয়েবসাইট ঠিকানা, সময় এবং তারিখ যখন কোটেশন ফর্ম ও নথিপত্র পাওয়া যাবে **www.er.indianrailways.gov.in**-তে **২১.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে।** HWH-94/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
NIQ No. 273/PHE(C)/BMC, Dated-20/05/2025. e-Tender has been invited for Annual maintenance contract (AMC) for the repair and maintenance water tankers operating under BMC. For details, please follow [Tender Id 2025_MAD_849383_1 and 2], in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. Last date of Bid submission-31/05/2025 up to 3.00 p.m.
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার পরিকাঠামোর বৃদ্ধি

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৪৪-২৫-২৬ তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** নামবাড়িতেঃ নামবাড়ি এবং গোশালা এলাকায় বিদ্যুৎ যোগানের সুরক্ষা এবং নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণের জন্যে বিভিন্ন ষ্টাফ এবং আধিকারিকের কলোনিতে বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থার পরিকাঠামোর বৃদ্ধি। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৯৫,৬১,০৯৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৪৭,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাওঁ/এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০০১/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১৬-০৫-২০২৫। নিচের স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৫৫২৮২;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৫-০৬-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (কপার কন্ডাক্টর) স্পেসিফিকেশন নং: আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভি ৪.০) বা টেন্ডার খোলার তারিখ অনুযায়ী সর্বশেষ সংশোধনী অনুসারে, সাইজ: ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিমি।
প্রাপক:-এসএসই/এসআইজি /মালদা টাউন, এনএফআর। **পরিমাণ:- ১৮ কিমি।**
দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দরদাতা ওয়েবসাইট **(www.ireps.gov.in)** দেখতে পারেন। উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দরদাতাদেরকে অবশ্যই উক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করে তাদের অফার ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদেরকে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং অথরিটি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
টেলিফোনঃ০৩৩ ২২৩০ ৮৫১৫ ইমেলঃ secretarial.qcml@rpsg.in
CIN: L34202WB1986PLC040542
বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) ২রা জুলাই, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অডিট ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) অনুষ্ঠিত হবে যাতে সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায় এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, যা যথাসময়ে সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হবে।
উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলিতে ভোটদানের জন্য যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ২৬ জুন, ২০২৫ থেকে ২ জুলাই, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশ অনুসারে প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ২.৫০ টাকা অর্থাৎ ২৫ লভ্যাংশ, যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হয়, তাহলে সেইসব সদস্যদের প্রদান করা হবে যাদের নাম রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৫ জুন, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি এবং সদস্য নিবন্ধনের সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় থাকবে।
কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের
স্থানঃ কলকাতা **জন্য ভাবনা আগরওয়াল কোম্পানি সচিব**
তারিখঃ ২০.০৫.২০২৫ **এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার**

এসবিআই এসবিআই এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)
জোনাল অফিস ভবন (৪ তলা), ১ /১৬ ভি.আই.পি. রোড,
কলকাতা-৭০০০৫৪, ই-মেইল আইডিঃ sbi.15745@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ

অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণঃ নাম- জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, ই-মেইল আইডিঃ sbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নম্বরঃ ৯৬৭৪৭১০৮১৬

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [বিধি ৮(৬)-এর বিধান দেখুন, যা নিয়ম ৯(১) এবং নিয়ম ৬(২) সহ পঠিত হবে] সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা নিয়ম ৯(১) এবং নিয়ম ৬(২) সহ পঠিত হবে, ২০০২-এর ৮(৬) এবং নিয়ম ৬(২) সহ পঠিত হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ২০.০৬.২০২৫, সময়ঃ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত ১৮০ মিনিটস্প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ।
সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়ঃ ১৯.০৬.২০২৫। সময়ঃ সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টাস্ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ - ২০.০৬.২০২৫ দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া নিচে বর্ণিত স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি, যার দখল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা গ্রহণ করেছেন, সুরক্ষিত পাওনাদার ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যাহা আছে যেমন আছে, এবং যাহা কিছু আছে'' ভিত্তিতে ২০.০৬.২০২৫ তারিখে এবং সময় সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত বিক্রি করা হবে।

ইচ্ছুক দরদাতারা ফ্ল্যাট এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের জন্য দরপত্র জমা দিতে পারবেন। তবে, ফ্ল্যাট এবং গৃহস্থালীর জিনিসপত্র একসাথে কেনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

১৬.০৪.২০২৫ তারিখে ২৫,৩৬,২৩৪.০০ টাকা এবং তার উপর অতিরিক্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ এবং মেসার্স কাভিন ট্রেডার্স (মালিকঃ শ্রীমতি শশী বৈদ্য, স্ত্রী শ্রী মুরারি লাল বৈদ্য এবং শ্রী মুরারি লাল বৈদ্য, পুত্র শ্রী প্রভু দয়াল বৈদ্য, ৪৭, মঃদির রোড, পি.এস. দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পৃষ্ঠা কলকাতা -৭০০০২৮) থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে আদায়ের ক্ষেত্রে
সংরক্ষিত মূল্য হবেঃ **সম্পত্তি নং ১ঃ ১৯,৩৪,০০০.০০ লক্ষ টাকা (প্রযোজ্য জিএসটি) এবং বায়না জমা হবে ১,৯৩,৪০০.০০ টাকা, দর বৃদ্ধির পরিমাণঃ ১০,০০০.০০ টাকা**
সম্পত্তি নং ২ঃ টাকা ৮৬,০০০.০০ হাজার (প্রযোজ্য জিএসটি) এবং জামানতের টাকা জমা হবে ৮,৬০০.০০ টাকা দর বৃদ্ধির পরিমাণ ১,০০০.০০ টাকা
(স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ- সম্পত্তি নং ১.- জমির বিবরণঃ ভবনটি কমবেশি বাস্তু জমির একটি টুকরোর উপর অবস্থিত, ৭ ছটাক, হোল্ডিং নং ৪২ এবং ৪৩, জে.এন. তেওয়ারি রোড, মৌজা-দম দম ক্যান্টনমেন্ট, থানা- দমদম, জেলা উত্তর ২৪-পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০২৮।
খ) ফ্ল্যাটের বিবরণঃ ১৯ নং ফ্ল্যাটটি **'জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট'** নামে একটি ৫ তলা ভবনের ৪র্থ তলা ভবনে অবস্থিত, যার কাঠামোতে আর.সি.সি. কলাম, লিন্টেল, ছাজ্জা, ছাদের স্ল্যাব ইত্যাদি রয়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং বহির্মুখী দেওয়াল যথাক্রমে ৫'' এবং ১০'' পুরু। অভ্যন্তরীণ দেওয়ালগুলি প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে তৈরি, রঙ করা হয়েছে এবং বাইরের দেওয়ালগুলি বালি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি, রঙ করা হয়েছে। ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ মেঝে মোজাইক-ইন-সিটু মেঝে দিয়ে তৈরি। ফ্ল্যাটের কার্পেট এরিয়া ৫০০ বর্গফুট এবং বিক্রয়যোগ্য এরিয়া (SBUA) ৬০০ বর্গফুট (রেজিস্টার্ড ডিড অনুসারে)। ফ্ল্যাটটিতে ২টি শয়নকক্ষ, ১টি ড্রয়িং-কাম-লিভিং স্পেস, ১টি রান্নাঘর এবং ১টি বাথরুম এবং প্রিভি রয়েছে। ''কনভেয়েন্স ডিড'' নং I-3449, তারিখঃ ০৬.০৫.২০০৮। হোল্ডিং নং ৪২ এবং ৪৩, প্লট নং সি.এস. ৭৫। খতিয়ান নং ১। জে.এল. নং ১৩, তৌজি নং ৩১০৪, আর.এস. নং ১৭৭। এ.ডি.এস.আর.ও.-এর অধীনে নিবন্ধিত দলিল। কসিপুর দম দম, মৌজা- দম দম সেনানিবাস, থানা দম দমদম এবং জেলা। উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০২৮।
শ্রী মুরারি লাল বৈদ্যের নামে সম্পত্তি, শ্রীমতি শশী বৈদ্যের বাড়ি।
সীমানা- উত্তরঃ এন.এন. গুহ এবং অন্যান্যদের বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণঃ রামনাথ সাহার বাড়ি দ্বারা পূর্বঃ সি.এস. প্লট নং ৭৫ (পি) পশ্চিমঃ জে.এন. তেওয়ারি রোড দ্বারা।
সম্পত্তি নং ২ঃ নিরাপত্তা বিবরণ- জগন্নাথ অ্যাপার্টমেন্ট-এর ৫. কাঠের বিছানা- ১ নম্বর ৬. সিপিইউ - ১ নম্বর ৭. কম্বল, পাইলো, মাসারি - ১ নম্বর ৮. কাঠের র‍্যাক- ১ নম্বর ৯. পড়ার টেবিল- ১ নম্বর ১০. কাঠের আলমারি- ১১. সেলিং ফ্যান- ২ নম্বর ১২. টিউবলাইট- ১ নম্বর ১৩. দেওয়াল ঘড়ি- ১ নম্বর ১৩. ছোট টেবিল - ১ নম্বর রান্নাঘর ১৭. গ্যাস সিলিন্ডার এবং ওভেন- ১ নম্বর ১৮. অ্যাকোয়াগার্ড- ১ নম্বর ১৯. এক্সহস্ট ফ্যান - ১ নম্বর ২০. স্টিলবাসনপত্র ২১. ঘর ২.২২. কাঠের বিছানা (বাক্স)- ১ নম্বর ২৩. লোহার আলমারি- ২ নম্বর ২৪. জানালার এসি- ১ নম্বর। ২৫.সেলিং ফ্যান- ১ টি ২৬ টি টিউবলাইট- ১টি ২৭. দেওয়াল ঘড়ি- ১টি ২৮. ছোট কাঠের টুল- ১টি ২৯. কম্বল এবং পাইলো ৩০. কাঠের র‍্যাক। ড্রয়িং রুমঃ ৩১. ১৬৫ লিটার ফ্রিজ ৩২. আলমিরা- ২টি ৩৩টি টিভি (১৪ এবং ৪২ স্যামসাং)- ২টি ৩৪. ভিসিডি -১টি ৩৫. লোহার টেবিল- ১টি ৩৬. স্ট্যান্ড ফ্যান- ১টি ৩৭. প্লাস্টিকের চেয়ার- ২টি ৩৮. অফিসের চেয়ার- ১টি.. ৩৯. সোফা-সহ বিছানা- ১টি ৪০. সেলিং ফ্যান- ১টি ৪১. টিউবলাইট- ২টি। ৪২.টেবিল ল্যাম্প- ১টি ৪৩.জিও সেট টপ বক্স- ১টি ৪৪. চায়ের টেবিল- ১টি ৪৫.টেলিফোন রিসিভার- ১টি ৪৬. রেডিও- ১টি ৪৭.এয়ারটেল সেট টপ বক্স- ১টি ৪৮. দেওয়ালের কাঠের আলমারি- ১টি বাথরুমঃ ৪৯.ওয়াটার হিটার ৫০.গিজার ৫১.দেওয়ালের পাখা (ছোট)।

দখলের ধরণ শারীরিক

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুনঃ https://BAANKNET.com
খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগেই PSB অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত দরদাতার অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে তাদের EMD পরিমাণ NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য দয়া করে support.baanknet@psballiance.com-এ যোগাযোগ করুন।

তারিখঃ ২১ ।০৫ ।২০২৫ অনুমোদিত কর্মকর্তা
স্থান ঃ কলকাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পাবলিক নোটিশ
জয়ক লিজিং অ্যান্ড কমার্শিয়াল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি-২,
কলকাতা ৭০০০৬৯ পশ্চিমবঙ্গ
সিআইএনঃ **U65910WB1993PLC138101**
ইমেল আইডিঃ **jaikleasingandcommercial@gmail.com**
সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ৯ জুলাই, ২০১৫ তারিখে জারি করা নং ০৬৫ /০৩.১০.০০১ / ২০১৫-১৬, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী, যদি থাকে, পূরণ সাপেক্ষে, শ্রী পুরান মাল আগরাওয়াল (ডিআইএনঃ ০০৫৮৭৭২৩) ৩০ এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে মেসার্স জয়ক লিজিং অ্যান্ড কমার্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড-এর পূর্ণকালীন পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন, যা একটি বিদ্যমান নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি (এরপর থেকে কোম্পানি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি-২, কলকাতা - ৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি নিবন্ধিত অফিস।
নিয়োগের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কার্যক্রমকে একীভূত, শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করা।
প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারা কোম্পানি বা তার পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনাকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ডিএনবিএস, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ম তলা, কলকাতা - ৭০০ ০০১-এ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে জানাতে পারেন। কোম্পানি এবং উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃক জারি করা হয়েছে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা।- জাইক লিজিং এবং বাণিজ্যিক বিনিয়োগ লিমিটেড

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
Leaders in Glass Containers
সিআইএন-এল২৬১০৯ডব্লুবি১৯৪৬পিএলসি০১৩২৯৪
রেজি. অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০
ইমেলঃ cosec@hngil.com, ওয়েবসাইটঃ www.hngil.com
(টাকা লক্ষে) ইপিএস ডেটা বাদে

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার

ক্রম. নং.	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্তি			বছর সমাপ্তি	
		৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	৪১,২০৮	৪১,৭৩৫	৬২,১৮৪	১,৮১,৭৪৯	২,৫৫,২৩৫
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে	(১,০০৭)	(৬৯৩)	৬,৭১৬	৪,১১৫	২৬,৪০৭
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে	(২,৫৯৩)	(৬৭১)	(৩,৩২১)	২,৫৯৫	১৬,৩৩৭
৪.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(২,৬০০)	(৬২২)	(৩,০৫৫)	২,৭৩৫	১৬,৫৩৩
৫.	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ২টাকা)	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১	১,৭৯১
৬.	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ	-	-	-	(৮২,২৮৫)	(৮৫,০২০)
৭.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ২ টাকা)				(৩১.০৩.২০২৫ তারিখের হিসাবে)	(৩১.০৩.২০২৪ তারিখের হিসাবে)
	মৌলিক এবং মিশ্রিত (ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক পরিসংখ্যানের জন্য বার্ষিক নয়)	(২.৯০)	(০.৭৫)	(৩.৭১)	২.৯০	১৮.২৪

১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ২০ মে, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২০ মে, ২০২৫ তারিখে রেজোলিউশন প্রফেশনালের সভাপতিত্বে পরিচালকদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরোক্তটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com এ পাওয়া যাবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট যেমন www.hngil.com এও পাওয়া যাবে।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত / পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

(সঞ্জয় সোমানি) **(গিরিশ সিরিরাম জুনেজা)**
(ডিরেক্টর) **রেজলিউশন প্রফেশনাল**
ডিআইএনঃ ০০১২৪৫৩৮
স্থানঃ নয়া দিল্লি **স্থানঃ মুম্বই**
তারিখঃ মে ২০, ২০২৫ **তারিখঃ মে ২০, ২০২৫**

আদিনাথ বায়োল্যাবস লিমিটেড
CIN: L24230WB1982PLC034492
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, ১ ম তল
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০ ০০১
ই-মেইলঃ investors@adinathbio.com, **ওয়েবসাইটঃ** www.adinathbio.com

৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ প্রান্তিক এবং বছরের নিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার
[সেবি (LODR) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) দেখুন]

(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে			বর্ষ শেষে	
		৩১ মার্চ ২০২৫ (পরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৪ (পরীক্ষিত)
১.	মোট কারবার থেকে আয়	১.১০	১.৭৯	২.১২	৭.৬৮	৯.১৫
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.৯৩)	(০.৩৪)	(০.৭৩)	(৪.৬০)	(৩.১৩)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের আগে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলিরপরে)	(১.৯৩)	(০.৩৪)	(০.৭৩)	(৪.৬০)	(৩.১৩)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১.৯৩)	(০.৩৪)	(০.৭৩)	(৪.৬০)	(৩.১৩)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(১.৯৩)	(০.৩৪)	(০.৭৩)	(৪.৬০)	(৩.১৩)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২০৭.৪৩	২২০৭.৪৩	২২০৭.৪৩	২২০৭.৪৩	২২০৭.৪৩
৭.	সংরক্ষণ (আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষিত ব্যতীত)	-	-	-	(২২১৮.৩৫)	(২২১৩.৭৫)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয় সমাপ্ত বছরের জন্য) মূল এবং মিশ্র	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)	(০.০০)

দ্রষ্টব্যঃ
উপরেরটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছর সমাপ্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি।
নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। একই ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েসাইট www.adinathbio.com-এও পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে,
আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস লিমিটেডের জন্য
সুনীল কুমার
এমডি ও সিইও
DIN No.:07777351
তারিখঃ ২০ মে, ২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

ভ্রমণ

১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে গত ২৯ এপ্রিল এভারেস্ট বেজক্যাম্পে পৌঁছান ইকরামুল

কক্সবাজার থেকে হেঁটে গিয়ে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টে ইকরামুল হাসান শাকিল। ১৯ মে নেপাল সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় তিনি চূড়ায় পৌঁছান। এ দিকে ইকরামুল হাসানের ফেসবুক পেজে আজ বেলা ২টা ১০ মিনিটে এক স্ট্যাটাসে তাঁর অভিযানের সমন্বয়কেরা জানিয়েছেন, 'এইমাত্র খবর পেলাম, শাকিল সামিট করেছে এবং সুস্থ আছে। ক্যাম্প ৪এ নেমে এসেছে। নেটওয়ার্ক না থাকায় বিস্তারিত তথ্য এখন দেওয়া যাচ্ছে না।' ইকরামুল হাসান তাঁর এই অভিযানের নাম দিয়েছেন 'সি টু সামিট', অর্থাৎ সমুদ্র থেকে শৃঙ্গ। সেই লক্ষ্যেই গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কক্সবাজারের ইনানী সমুদ্রসৈকত থেকে এভারেস্টচূড়ার উদ্দেশে হাঁটা শুরু করেন। চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা ও মুন্সিগঞ্জ হয়ে ১২ দিন পর ঢাকায় পৌঁছান। কয়েক দিন বিরতি দিয়ে আবার হাঁটা শুরু করে গাজীপুর, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ হয়ে ২৮ মার্চ পৌঁছান পঞ্চগড়ে। ইকরামুল হাসান পরদিন বাংলাদেশ থেকে প্রবেশ করেন ভারতে। সে দেশের জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং হয়ে ৩১ মার্চ পা রাখেন নেপালে।

এভাবে প্রায় ১ হাজার ৪০০ কিলোমিটার পথ হেঁটে গত ২৯ এপ্রিল এভারেস্ট বেজক্যাম্পে পৌঁছান ইকরামুল হাসান।

তার পর থেকে সেখানেই অবস্থান করছিলেন ইকরামুল হাসান। মাঝে ৬ মে রোটেশনে বের হন। একে একে ক্যাম্প ৩ পর্যন্ত পৌঁছে আবার বেজক্যাম্পে নেমে আসেন ১০ মে। এই পুরো রোটেশন এভারেস্ট অভিযানের মূল শৃঙ্গারোহণের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরপর মূল অভিযানের জন্য বেজক্যাম্প থেকে ১৬ মে ক্যাম্প২-এ পৌঁছান ইকরামুল হাসান। ১৭ মে ক্যাম্প-৩ এবং ১৮ মে ক্যাম্প-৪-এ পৌঁছান। এই ক্যাম্প থেকেই আজ সামিট পুশ (সর্বশেষ ক্যাম্প থেকে চূড়ার পানে যাত্রা) করেন। ১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়ার পর্বতারোহী টিম ম্যাকার্টনি-স্নেপ দ্বিতীয়বারের মতো এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরিকল্পনা করেন। তাঁর একক অভিযানটির নাম দেন 'সি টু সামিট এক্সপেডিশন'। অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হেঁটে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছানোর প্রয়াস। টিম করেছিলেনও তাই, ভারতের গঙ্গাসাগর থেকে ৯৬ দিনে ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পা রাখেন পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গে। ৩৫ বছর আগের ম্যাকার্টনির সেই কৃতিত্ব থেকে অনুপ্রাণিত করে বাংলাদেশের পর্বতারোহী ইকরামুল হাসানকে। এই তরুণও তাঁর অভিযানের নাম দেন 'সি টু সামিট'। দেশের জনপ্রিয় পর্যটনস্থান কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত থেকে শাকিল হেঁটে জয় করলেন এভারেস্ট শৃঙ্গ। 'সি টু সামিট' অভিযানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'প্রাণ'। সহযোগী হিসেবে আছে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), মিস্টার নুডলস, মাকালু-ই-ট্রেডার্স নেপাল ও সিস্টেমা টুথব্রাশ। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর মাউন্ট এভারেস্টে প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় আজ থেকে শতাধিক বছর আগে।

১৯৫৩ সালের ২৯ মে নেপালের শেরপা তেনজিং নোরগেকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছিলেন নিউজিল্যান্ডের পর্বতারোহী এডমন্ড হিলারি। আর ২০১০ সালের ২৩ মে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে এভারেস্টের শীর্ষে ওঠেন মুসা ইব্রাহীম। এরপর ২০১১ ও ২০১২ সালে দুবার এভারেস্ট জয় করেন এম এ মুহিত। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে ২০১২ সালের ১৯ মে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন নিশাত মজুমদার। একই বছরের ২৬ মে ওয়াসফিয়া নাজরীন জয় করেন এভারেস্ট। ২০১৩ সালের ২০ মে এভারেস্টজয়ী পঞ্চম বাংলাদেশি সজল খালেদ এভারেস্টচূড়া থেকে নেমে আসার সময় মারা যান।

এরপর বাংলাদেশি পর্বতারোহীদের এভারেস্ট অভিযানে নেমে আসে খরা। ১১ বছরের সেই খরা কাটিয়ে গত বছর ১৯ মে এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা ওড়ান বাবর আলী। এবার সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেন ইকরামুল হাসান। ইকরামুল হাসান পর্বতারোহণের প্রাথমিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভারতের নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিংয়ে। হিমালয়ের 'কেয়াজো-রি', 'দ্রৌপদী কা ডান্ডা-২' ও 'হিমলুং', 'ডোলমা খাং' পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেছেন সফলভাবে।

২০২৩ সালে 'গ্রেট হিমালয়া ট্রেইল' নামে পরিচিত হিমালয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে নেপালের পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া ১ হাজার ৭০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দুর্গম পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে আলোচনায় এসেছিলেন ইকরামুল।

সহযোগিতা বাড়ানোর ঘোষণা চীনের

মস্কো, ২০ মেঃ রাশিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে 'বাস্তবভিত্তিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের' ঘোষণা করেছে চীন। দেশটির প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সাম্প্রতিক মস্কো সফরের পর আজ বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা করেছে বেইজিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিজয় দিবসের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজে অংশ নিতে গত সপ্তাহে মস্কোয় গিয়েছিলেন সি। সির মস্কো সফরের পরপরই এ ঘোষণা এল। কয়েক বছর ধরে মস্কো-বেইজিংয়ের সম্পর্ক বাড়ছিল। ইউক্রেনে ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে দেশ দুটির মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। সির সাম্প্রতিক মস্কো সফর পশ্চিমারা ভালোভাবে নেয়নি। ইউক্রেনের মিত্রদেশগুলোর অভিযোগ, মস্কোকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে যুদ্ধ চালাতে সহায়তা দিচ্ছে বেইজিং। পশ্চিমাদের এসব অভিযোগ বারবার অস্বীকার করেছে বেইজিং। তাদের দাবি, এই সংঘাতে তারা নিরপেক্ষ। ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তারা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সির মস্কো সফর নিয়ে আজ চীনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জিয়াং বিন নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। চীন কীভাবে রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করবে, এমন এক প্রশ্নের জবাবে জিয়াং বিন বলেন, 'আমাদের সামরিক পর্যায়ের সম্পর্কটা ''উচ্চপর্যায়ের।' চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম উইচ্যাটে পোস্ট করা এক উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। চীনের সেনাবাহিনী রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত উল্লেখ করে জিয়াং বিন বলেন, 'আমরা কৌশলগত পারস্পরিক আস্থা আরও গভীর করতে, কৌশলগত যোগাযোগ জোরদার করতে।

হোটেলের কক্ষে যেতে হলে এই বরফের পথেই আপনাকে হাঁটতে হবে

আমাদের শহর উমিয়া থেকে ইউকাসার্ভি প্রায় ৬০০ কিলোমিটার। মাঝে ইয়োকমুক শহরে রাত্রিযাপন করে পরদিন সকালে পৌঁছালাম ইউকাসার্ভি। ছোট্ট গ্রামটা আর্কটিক সার্কেলের অত্যন্ত কাছে। শীতের সময় জায়গাটা হয়ে ওঠে বরফে মোড়া এক রূপকথার রাজ্য। নানা ধরনের শীতকালীন কর্মকাণ্ড ছাড়াও অরোরা বা নর্দার্ন লাইটস দেখার জন্যও বেশ সুপরিচিত এই অঞ্চল। তাই পর্যটকদেরও আনাগোনা বেশি। এই গ্রামেই গড়ে তোলা হয়েছে আইস হোটেল। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে গেলে দারুণ স্থাপত্যশৈলীর বরফের স্থাপনাটিতে বরফের শিল্পকর্ম দর্শন ও বরফকক্ষে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য দর্শনার্থী হিসেবে এসেছি। কারণ, এখানে রাত্রিযাপন ব্যয়বহুল। কক্ষভেদে বাংলাদেশি মুদ্রায় ভাড়া ৮০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা। রাত্রিযাপনের মনোবাসনাটা তাই মাটিচাপা দিয়েছি। বরফ হোটেলের অভ্যর্থনাকক্ষে ঢুকেই মনে হলো, চাইলে কি না করতে পারে মানুষ! ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখলাম। প্রবেশ টিকিট জনপ্রতি ৩১৫ ক্রোনা (প্রায় চার হাজার টাকা)। টিকিট হাতে নিয়ে প্রধান ফটকের দিকে এগোলাম। বিশাল বরফের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই লম্বা করিডর। বাঁয়ে চলে গেছে আরও কয়েকটি পথ। যেখানে দুপাশে বেশ কয়েকটি কক্ষ। একে একে কক্ষগুলোতে ঢুকলাম। শুরুর কক্ষগুলো তুলনামূলক ছোট। কারুকাজপূর্ণ শিল্পকর্মও কম। প্রতিটি কক্ষে বরফের তৈরি খাটের ওপর বল্গাহরিণের চামড়া বিছানো। সব কক্ষেই রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় ঠান্ডা প্রতিরোধী ম্যাট্রেস আর বিশেষ স্লিপিং ব্যাগ দেওয়া আছে। তাই বাইরে তাপমাত্রা মাইনাস ১৫-২০ হলেও ভেতরটা বেশ আরামদায়ক। সামনের করিডরে যেতেই পাওয়া গেল সারিবদ্ধ আরও কিছু কক্ষ। এদিকটার কক্ষগুলো মূলত শিল্প প্রদর্শনীর জন্য বানানো। কিছুটা প্রশস্ত এই কক্ষগুলো আলাদা আলাদা থিমে সাজানো। বরফ দিয়ে তৈরি পশুপাখি, মানুষ ছাড়াও নিখুঁত কারুকাজ করা নানা পৌরাণিক চরিত্রও চোখে পড়ল। দারুণ আলোকসজ্জা আর নেপথ্য সংগীত পুরো পরিবেশকে আরও মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। হঠাৎ মনে হলো বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিনির্ভর কোনো সিনেমার সেটে ঢুকে পড়েছি! আরেকটু সামনে যেতেই বরফ দিয়ে দিয়ে তৈরি দারুণ মেরু ভালুকের শিল্পকর্ম চোখে পড়ল। পাশের কক্ষটিই হলরুম। যেখানে দেয়ালে বরফের তৈরি দারুণ নকশা শোভা পাচ্ছে। এই কক্ষে কয়েকটি বেঞ্চ পাতা, যেখানে ২৫ থেকে ৩০ জন বসতে পারবেন। এ ঘরটি ঘুরে বের হয়ে আরেকটি ঘরে গেলাম। এখানে একটি বার ছাড়াও বেশ কয়েকটি কক্ষ থাকার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কক্ষগুলোও নানান থিমে সাজানো। এখানকার একজন কর্মী জানালেন, আইস হোটেল বরফের শিল্পকর্ম শেখানোর কর্মশালাও আয়োজন করে। এ ছাড়া অতিথিদের অরোরা অভিযান, ডগস্লেজিং, স্নোমোবাইল চালানোসহ সুইডেনের নানা রকম শীতকালীন অভিজ্ঞতার স্বাদ দিতেও প্যাকেজ অফার করে। তবে প্যাকেজ মূল্য দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়! ওই কর্মীর কাছে এই বরফ হোটেলের ইতিহাসও জানলাম। ১৯৮৯ সালে পাশের তোর্নে নদীকে কেন্দ্র করে হোটেলের যাত্রা। প্রতিবছর নভেম্বর-ডিসেম্বরে নদীর জল জমে যখন বরফ হয়ে যায়, তখন বরফ কেটে স্লাইস করেই আইস হোটেল ও ভেতরের সব অসাধারণ শিল্পকর্ম তৈরি করা হয়। বসন্তের শেষে সবকিছু গলে প্রকৃতিতে মিশে যায়। প্রতিবছর আবার নতুন করে গড়ে তোলা হয় এই হোটেল।

বিছিন্ন দ্বীপ সাগরের ঘোরামারা দ্বীপ পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ২০ মেঃ রাজ্যের বর্তমানে সবচেয়ে ছোট পঞ্চায়েত এলাকা পরিদর্শন করে গেলেন দক্ষিন ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। এখানে মোট জন সংখ্যা সাড়ে চার হাজার। সদস্য সংখ্য সাত জন। বিছিন্ন ও প্রত্যন্ত দ্বীপসাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ।একটু একটু করে নদীর ভাঙনে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে এই ঘোড়ামারা দ্বীপ। ইতিমধ্যে ভাঙনআতঙ্কে নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে ঘোড়ামারা দ্বীপের বহু মানুষ। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই দ্বীপে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা সঠিকভাবে দ্বীপবাসী পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে ঘোড়ামারা দ্বীপে পৌঁছান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। সোমবার দুপুরে ঘোড়ামারা দ্বীপে পৌঁছিয়ে জেলা শাসক ঘুরে দেখেন একাধিক সরকারি প্রকল্প পরিষেবা।এমনকি নদী তীরবর্তী ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা শাসক বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আবেদন কারীরা সঠিকভাবে বাংলার বাড়িপাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে ও খতিয়ে দেখেন তিনি। এর পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধপানীয় জল প্রকল্প, পাইপলাইনের কাজ সরজমিনে খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। ঘোড়ামারা দ্বীপকে গ্রীন ক্লিন দ্বীপ করার জন্য রাজ্য সরকার যে প্রকল্প নিয়েছে সেই প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক। ঘোড়ামারা দ্বীপে পর্যটকদের ফেলে দেওয়া ময়লা থেকে জৈব সার তৈরি এবং সেই সার বিক্রি করার ও প্রকল্প সরজমিনে খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা। এর পাশাপাশি ভাঙন রোধ করার জন্য ঘোড়ামারা দ্বীপের উপকূল তীরবর্তী এলাকায় এদিন চারা গাছ লাগান জেলাশাসক। এর পাশাপাশি এলাকাবাসীদের চারা গাছ বিতরণ করেন তিনি। সারা দেশের কাছে এখন দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে সাগরের ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েত। জলের ব্যবহার, দূষণ মুক্ত পরিবেশ ও সবুজ পঞ্চায়েত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ বদ্ধপরিকর এই এলাকার বাসিন্দারা। ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে এই দ্বীপকে বাঁচাতে তাঁরা প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছেন। নদীর গ্রাসে ভাঙন কবলিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত এখন মাথা তুলে দাঁড়াতে সচেষ্ট। এই পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামের মানুষেরা নদী বাঁধ জুড়ে ম্যানগ্রোভ ও ঝাউ গাছ রোপন করছে। গ্রামবাসীদের সচেতন করতে রুটিন মেনে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে গ্রাম সভার আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি বাড়িতেই পৌঁছে গিয়েছে পরিশুদ্ধ পানীয় জল। এছাড়াও প্রতিটি নলকূপের অতিরিক্ত জল সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হয়েছে পাতকুয়া। পঞ্চায়েতের প্রতিটি বাড়ি ও বাজারের দোকান থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে তৈরি করা হচ্ছে জৈব সার। প্লাস্টিক মুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে ব্যবহার করা হয় কাপড়ের ব্যাগ। এমনকি এই দ্বীপে আসা বহিরাগত দের কাছ থেকেও প্লাস্টিক নিয়ে কাগজের অথবা কাপড়ের ব্যাগ দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই গ্রাম পঞ্চায়েত আজ দেশের কাছে মডেল হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা বলেন, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ভাঙন কবলিত এই দ্বীপ। ক্রমাগত ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভাঙন রোধ করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ভাঙন রোধ করার জন্য সেচ দপ্তরের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছে। ঘোড়ামারা দ্বীপে এলাকাবাসীদের কাছে সরকারি প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে আমরা এই প্রত্যন্ত দ্বীপে যাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলি আমরা। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এবং অগ্রগতি সরজমিনে খতিয়ে দেখেছি। ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষ জনের জীবন জীবিকা আরো উন্নতশীল করার জন্য রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে আগামী দিনে। আর জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পঞ্চায়েত প্রধান আম্বিয়া খাতুন বিবি সহ গ্রামের মানুষ জন।

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য 'বিনা মূল্যে শৌচাগার

ব্রেজিং, ২০ মেঃ যেকোনো চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বেতন, কর্মঘণ্টা ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়। সে অনুযায়ী চাকরিপ্রার্থী আবেদন করেন। তবে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য 'বিনা মূল্যে শৌচাগার ব্যবহার' ও 'বিনা মূল্যে লিফট ব্যবহার'এর সুবিধা দেওয়ার কথা সাধারণত বলা হয় না। সম্প্রতি চীনের একটি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে এ সুবিধার কথা উল্লেখ করেছে। বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে 'অতিরিক্ত কাজের সময় বিদ্যুৎ বিল মওকুফ'সুবিধাকে কর্মচারীর প্রণোদনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে গত ২৯ এপ্রিল। ওই দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ওয়ার্কপ্লেস স্লাকারস' নামে একটি অ্যাকাউন্ট থেকে চাকরির বিজ্ঞাপন নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। ওই অ্যাকাউন্টের প্রায় ৪৪ লাখ অনুসারী আছেন। পোস্টটিতে নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম কিংবা নির্দিষ্ট পদ উল্লেখ করা হয়নি। তবে কাজের কিছু মৌলিক তথ্য দেওয়া হয়েছিল। এতে বলা হয়, প্রার্থীকে ফরমাশ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীকে বিস্তারিত কাজে পারদর্শী, অভিজ্ঞ এবং স্প্রেডশিট ব্যবহারের জন্য এক্সেলে দক্ষ হতে হবে। কর্মঘণ্টা প্রতিদিন আট ঘণ্টা। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত প্রথম পালা এবং বেলা ১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দ্বিতীয় পালা। দুই পালাতেই এক ঘণ্টার বিরতির কথা উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞাপনে। শিক্ষানবিশ সময়ে প্রতি মাসে বেতন ৪ হাজার ইউয়ান (৫৫০ ডলার)। মাসে চার দিন সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি ছুটির দিনে অফিস করলে দ্বিগুণ অর্থ। তবে বিনা মূল্যে শৌচাগার ও লিফট ব্যবহারের সুযোগ এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের সময় বিদ্যুৎ বিল মওকুফের বিষয়টি ব্যাপক সমালোচনা ও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিজ্ঞাপনটি অনলাইনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা উসকে দিয়েছে। একজন মন্তব্য করেছেন, 'চাকরির এই তথাকথিত সুবিধাগুলো কি কোনো মানদণ্ড হওয়ার কথা! এগুলোকে আবার প্রণোদনা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে কেন?' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী আরেকজন প্রশ্ন করেছেন, 'এই কোম্পানি কি নিজেকে ঈশ্বর বা কোনো ধরনের ত্রাণকর্তা ভাবে?' আরেকজন লিখেছেন, 'আরও কয়েকটা চাকরির বিজ্ঞাপন ঘেঁটে দেখলেই এমন অদ্ভুত কোম্পানির দেখা মিলবে।'

বোমার হামলা থেকে বাঁচতে দৌড়াচ্ছে ৯ বছর বয়সী ফ্যান থি কিম ফুক

ওয়াশিংটন, ২০ মেঃ শিশুটির ডান পা সামনে, আরেক পা পেছনে, মাটি থেকে আলগা। হাত দুটি পাখির মতো উড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে আধো-প্রসারিত। আতঙ্ক ও যন্ত্রণায় মুখ 'হাঁ' হয়ে আছে, চোখ দুটি প্রায় বন্ধ। সারা শরীরে কোনো কাপড়চোপড় নেই। নাপাম বোমার হামলা থেকে বাঁচতে আরও কয়েকটি শিশু-কিশোরের সঙ্গে দৌড়াচ্ছে ৯ বছর বয়সী ফ্যান থি কিম ফুক। পেছনে কয়েকজন সেনাও রয়েছেন, আছেন দুজন চিত্রগ্রাহকও। ভিয়েতনাম যুদ্ধের এই আলোকচিত্র নানা কারণে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছে। যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রতীকে পরিণত হওয়া এই আলোকচিত্র নিয়ে এখন পর্যন্ত অজস্র লেখালেখি হয়েছে। চলতি বছরের শুরুতে তৈরি হয়েছে একটি প্রামাণ্যচিত্র। এতে দাবি করা হয়েছে, আলোকচিত্রটি অ্যাসোসিয়েট প্রেসের (এপি) তৎকালীন আলোকচিত্রী নিক উত তোলেননি! অথচ পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে বিশ্ববাসী জেনে এসেছে, ছবিটি তিনিই তুলেছেন। 'দ্য স্ট্রিংগার' নামের এই তথ্যচিত্র গত জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সানডেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখানো হয়। এতে দাবি করা হয়, নিক উতে নয়, আলোকচিত্রটি ক্যামেরাবন্দী করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্প্রচারমাধ্যম এনবিসির গাড়িচালক গুয়েন থান নগে। গাড়ি চালানোর পাশাপাশি তিনি ফ্রিল্যান্সার আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ করতেন। ফ্রিল্যান্সার আলোকচিত্রী হিসেবে তিনি এপির কাছে অনেক ছবি বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু এপির কর্মী না হওয়ায় আলোকচিত্রী হিসেবে থান নগের নামের পরিবর্তে নিক উতের নাম ছাপা হয়েছিল।

Name Change
I,ABDULLAH SEIKH (OLD NAME) S/O CHOBHAN SHEKH, RESIDING AT VILL-MADANDANGA, PO-GHORAGACHHA,PS-KALYANI,DIST-NADIA,PIN-741245,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDULLAH SHEKH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2025. ABDULLAH SEIKH (OLD NAME) AND ABDULLAH SHEKH (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,DULAR CHAND RAVI DASS (OLD NAME) S/O LATE KOKIL RAVI DAS ,RESIDING AT VILL-KANDAJOR,PO& PS-JAMUA,DIST-GIRIDIH, PIN-815318, JHARKAHND, INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DULAR CHAND RAVI DAS (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21//04/2025. DULAR CHAND RAVI DASS (OLD NAME) AND DULAR CHAND RAVI DAS (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SOBHAN SEIKH (OLD NAME) S/O LATE AKKACH ALI SHEKH, RESIDING AT VILL-MADANDANGA, PO-GHORAGACHHA, PS-KALYANI,DIST-NADIA,PIN-741245,WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHOBHAN SHEKH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2025. SOBHAN SEIKH (OLD NAME) AND CHOBHAN SHEKH (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MAHENDRA RAVI DASS (OLD NAME) S/O DULAR CHAND RAVI DAS ,RESIDING AT 58/1F,TOLLYGUNGE ROAD, PO - TOLLYGUNGE, PS - CHARU MARKET, KOLKATA-700033, WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHENDRA RAVI DAS (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/04/2025.MAHENDRA RAVI DASS(OLD NAME) AND MAHENDRA RAVI DAS(NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,BELOHAR BIBI (OLD NAME) W/O CHOBHAN SHEKH RESIDING AT VILL-MADANDANGA, PO-GHORAGACHHA, PS-KALYANI,DIST-NADIA, PIN-741245,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BELOHAR BIBI SHEKH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2025. BELOHAR BIBI (OLD NAME) AND BELOHAR BIBI SHEKH (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SANDIP PAL (OLD NAME) S/O SANTOSH PAL RESIDING AT 218/H/11, SATIN SEN SARANI, KANKURGACHI, KOLKATA-700054, WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP PAUL (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE,ON 12/05/2025. SANDIP PAL (OLD NAME) AND SANDIP PAUL (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,MOBUSSERA BIBI (OLD NAME) W/O ABDULLAH SHEKH RESIDING AT VILL-MADANDANGA, PO-GHORAGACHHA,PS-KALYANI,DIST-NADIA,PIN-741245,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUBASURRA KHATUN SHEKH (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/05/2025. MOBUSSERA BIBI (OLD NAME) AND MUBASURRA KHATUN SHEKH (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SADHNA PAL (OLD NAME) W/O SANTOSH PAL RESIDING AT 223/1/10,MANICKTALA MAIN ROAD, KANKURGACHI, KOLKATA-700054, WEST BENGAL, INDIA. HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADHANA PAL (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT ALIPORE,ON 15/05/2025. SADHNA PAL (OLD NAME) AND SADHANA PAL (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Kamal Krishna Debnath S/o Kanai Debnath resident of Hazari Para, Ward No. 16, P.O.-Chandur, P.S. & Municipality.-Arambagh, Dist-Hooghly, Pin-712602 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Kamal Krishna Debnath instead of Kamal Debnath vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Arambagh, Hooghly on 20/05/2025. Kamal Krishna Debnath and Kamal Debnath both are the same and one identical person.

Name Change
I,SUMAN DEBI JHAWAR (OLD NAME) W/O LALIT JHAWAR, RESIDING AT AJ-120,SALT LAKE CITY KOLKATA-700106,WEST BENGAL,INDIA.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMAN JHAWAR (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 29/12/2004.SUMAN DEBI JHAWAR(OLD NAME) AND SUMAN JHAWAR (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sk Nazrul Islam S/o Sekh Manik Rahaman resident of Daulatpur, Ward No.15, P.O. & P.S. & Municipality-Arambagh, Dist.-Hooghly,Pin-712601 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Sk Nazrul Islam instead of Sk Najrul Islam and my father's actual name Sekh Manik Rahaman instead of M. Rahaman vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Arambagh, Hooghly on 20/05/2025. Sk Nazrul Islam S/o Sekh Manik Rahaman and Sk Najrul Islam S/o M. Rahaman both are the same and one identical person.

Name Change
I, Gopa Saha (Old Name) W/O–Rajib Saha resident of 81/2 Ranirchara 2nd Lane W No 8, Ps-Nabadwip, Dist-Nadia West Bengal, Pin-741302 do hereby decrale that I have changed my name from Gopa Saha to Gopa Saha Mondal and hencefort I shall be known as Gopa Saha Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2025. My name Gopa Saha Mondal & Gopa Saha both are same and one identical person.

Name Change
I, REHNUMA FIROZ REHMAN SHAIKH (Old Name) D/o Firoz Rehman Shaikh resident of 15A/1, G.J.Khan Road, P.O.-Tiljala, P.S.-Topsia, Kolkata-700039 WEST BENGAL, India have changed my name and shall henceforth be known as SHAIKH REHNUMA FATIMA FIROZ REHMAN (New Name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata on 29/01/2025. REHNUMA FIROZ REHMAN SHAIKH (Old Name) and SHAIKH REHNUMA FATIMA FIROZ REHMAN (New Name) both are the same and one identical person.

Name Change
I,Kartik Kumar Ghosh (Old Name) S/O–Dinabandhu Ghosh resident of Vill Hablipara, Po- Jemo Raj Bati Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby decrale that I have changed my name from Kartik Kumar Ghosh to Kartik Ghosh and hencefort I shall be known as Kartik Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2025. My name Kartik Ghosh & Kartik Kumar Ghosh both are same and one identical person.

Name Change
I, Neha Parween W/o Hussain Ali resident of 17/1/2 Banak Para Road, P.O. Hazinagar, P.S. Naihati, Dist.:North 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Neha Parween instead of Neha Parveen and my father's actual name Faiz Ahmad instead of Faiz Ahmed vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Barrackpore on 17/05/2025. Neha Parween D/o Faiz Ahmad and Neha Parveen D/o Faiz Ahmed both are the same and one identical person.

Name Change
I, Mongal Ghosh (Old Name) S/O–Kartik Ghosh resident of Vill Hablipara, Po-Jemo Raj Bati , Ps- Kandi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742140 do hereby decrale that I have changed my name from Mongal Ghosh to Mangal Ghosh and hencefort I shall be known as Mangal Ghosh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 20/05/2025. My name Mangal Ghosh & Mongal Ghosh both are same and one identical person.

সাইকেল চালিয়ে রোপের অপর প্রান্তে যেতে হয়

স্কাই সাইক্লিং। শব্দ দুটি শুনতেই বেশ না! আকাশে সাইকেল চালানো। ধরুন, আপনি বাস্তবে সাইকেল চালাতে পারেন না, কিন্তু একটা সুযোগ পেলেন আকাশে সাইকেল চালানোর। বেশ মজার হবে না বিষয়টা! নেপাল ভ্রমণে ঠিক এমনই একটা মজার অভিজ্ঞতা এবার হয়েছে। যদিও নেপাল ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্যই ছিল অন্নপূর্ণা বেজক্যাম্প ট্রেইল। সেটা ভালোমতো ঘুরে এসে হাতে তিন দিন সময় থাকায় সফরসঙ্গীদের সঙ্গে প্ল্যান করলাম, 'চন্দ্রগিরি হিলস' থেকে ঘুরে আসব। কাঠমান্ডু উপত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এই পাহাড়, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ৫৫১ মিটার ওপরে অবস্থিত। যদি আবহাওয়া ভালো থাকে আর দৃষ্টিসীমা পরিষ্কার থাকে, তাহলে চন্দ্রগিরির চূড়া থেকে কাঠমান্ডু শহর, অন্নপূর্ণা, হিমালয় পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। ভ্রমণের পরিকল্পনা করার সময়েই জানতে পারি, চন্দ্রগিরির চূড়ায় অবস্থিত ভালেশ্বর মহাদেবের মন্দির পর্যন্ত যাওয়ার জন্য কেব্‌ল কারের ব্যবস্থা আছে। মূলত কেব্‌ল কারে উঠতেই আমরা চন্দ্রগিরি যাই। আগেই ট্যাক্সি ঠিক করা ছিল। ট্যাক্সিতে চেপে সরাসরি চন্দ্রগিরি হিলসে চলে গেলাম। এবার কেব্‌ল কারে চড়ার পালা। কেব্‌লপথ আড়াই কিলোমিটার।

Name Change
I, Debangshu Das S/o Late Premchand Das Residing at Vill - Haropur, P.o - Alankarpur, P.s - Digha Mohana Coastal, District - Purba Medinipur, Pin - 721441 West Bengal India shall henceforth be known as Debanshu Das. I declare that Debangshu Das and Debanshu Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 20-05-2025.

নাম পরিবর্তন
আমি Mani Kanta Ray, Manikanta Roy পিতা Subhas Ray, Subash Chandra Roy, Subhash Ray (পুরাতন নাম) ঠিকানা Vill - Uttar Khamarkolla, P.o+P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743262 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-05-2025 এর Affidavit no 57/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Manikanta Ray পিতা Subash Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Manikanta Roy পিতা Subash Roy (নতুন নাম) ও Mani Kanta Ray, Manikanta Roy পিতা Subhas Ray, Subash Chandra Roy,Subhash Ray (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Kajal Kumar Mukherjee (পুরাতন নাম) পিতা Late Kamal Mukherjee ঠিকানা Vill - Chatrabagi, P.o - Panchberia, P.s - Gopalnagar, District- North 24 Parganas, Pin- 743701 West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 22-04-2025 এর Affidavit no 4362 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kajal Mukherjee (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kajal Mukherjee (নতুন নাম) ও Kajal Kumar Mukherjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Mosharef Mandal, Musharaf Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Ailaddin Mondal ঠিকানা Shilberia, Ulasi, Ulashi, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-05-2025 এর Affidavit no 56/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mosharef Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mosharef Mondal (নতুন নাম) ও Mosharef Mandal, Musharaf Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

‘অমৃত ভারত’ স্টেশন প্রকল্পে বিশ্বমানের রূপ পেল পানাগড় স্টেশন

পানাগড়, ২০ মে ঃ পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের অন্তর্গত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র পানাগড় স্টেশন, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ব্যতিক্রমী রূপান্তরের পর এক বিশ্বমানের স্টেশনে পরিণত হল। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে লিখেছে, সার্বিক রেল পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া এই দূরদর্শী উদ্যোগে পানাগড়ে যাত্রী সেবার মান নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। যাত্রী-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো থেকে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ-পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় স্টেশনকে আধুনিক রূপে গড়ে তোলা হয়েছে যাত্রীদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে, ভারতীয় রেলের গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রেখে। উন্নয়নের আওতায় আধুনিক প্ল্যাটফর্ম, বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী আলো, উন্নত টিকিট কাটার ব্যবস্থা, সম্প্রসারিত অপেক্ষাকক্ষ, ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই রূপান্তর কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বমানের রেল সংযোগ গড়ার প্রতিশ্রুতির পালনের দিশা, যা কোটি কোটি ভারতবাসীর এক দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে সাকার করেছে। এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে পানাগড় স্টেশনে যাত্রীসেবা যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি উপকৃত হয়েছে আঞ্চলিক অর্থনীতি ও সমাজ। পানাগড় স্টেশনের সামগ্রিক পুনর্গঠনের আওতায় রয়েছে একাধিক আধুনিক সুবিধা- নতুন স্টেশন ভবনঃ দ্বিতীয় প্রবেশপথে নির্মিত আধুনিক ভবনে রয়েছে টিকিট কাউন্টার, প্রশস্ত অপেক্ষাকক্ষ ও শৌচাগার, প্রতিবন্ধী যাত্রীদের উপযোগী সুবিধাসহ। বর্ধিত প্রবেশাধিকারঃ দুটি লিফট ও র‍্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী যাত্রীদের চলাচল আরও সহজ হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম উন্নয়নঃ প্ল্যাটফর্মে নতুন শেড নির্মাণ করে যাত্রীদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক এলাকার উন্নয়নঃ যাত্রী ও যানবাহনের চলাচলে গতি আনতে পরিকাঠামো রূপান্তর হয়েছে। সবুজায়ন ঃ গাছ পোঁতা ও ল্যান্ডস্কেপিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধাঃ বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী আলো, উন্নত টিকিট কাটার ব্যবস্থা ও উন্নত শৌচাগারের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যাত্রীসুবিধা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা বৃদ্ধিঃ কৌশলগতভাবে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরা স্টেশন ও যাত্রীদের নিরাপত্তা ২৪ ঘণ্টা নিশ্চিত করছে। তথ্য প্রদর্শন ব্যবস্থাঃ মাল্টিলাইন ডিসপ্লে বোর্ড, ট্রেন তথ্য বোর্ড এবং কোচ ইনফরমেশন বোর্ডের সাহায্যে যাত্রীদের তাৎক্ষণিক আপডেট দেওয়া হচ্ছে। পানাগড় স্টেশনের এই রূপান্তর শুধু দৈনন্দিন যাত্রীদের জন্য নয়, আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের নিকটবর্তীতা এবং ভারতীয় সেনার মাউন্টেন স্ট্রাইক কোর-এর মূল কেন্দ্র হিসেবে এর কৌশলগত গুরুত্বের কারণেও। এই আধুনিকীকরণ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গাইসালে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল যাত্রীবাহী ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২০ মে ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের গাইসালে বড়সড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পেল যাত্রিবাহী ট্রেন। মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি টু ডিএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ইঞ্জিনে আচমকাই আগুন লেগে যায়। চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখতে পান যাত্রীরা। যার ফলে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুন দেখেই গাইসাল স্টেশনে ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন চালক। খবর দেওয়া হয় দমকলে। অকুস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে কোনও যাত্রীর ক্ষতি হয়নি। তবে সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

আসানসোল পুরসভা, এলাকা দখলমুক্ত করতে পথে মেয়র

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২০ মে ঃ সরকারি হাইড্রেনের উপর অবৈধ দোকানদারি! সেজন্য রাস্তাও চওড়া করা সম্ভব হচ্ছে না বলে অভিযোগ। ফুটপাত দখলমুক্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। তারপরও দোকানিরা সেই জায়গা দখল করে রেখেছেন বলে অভিযোগ। এবার ওই রাস্তা দখলমুক্ত করতে তৎপর হল আসানসোল পুরসভা, প্রশাসন। আসানসোলের হৃদয়রেখা বলা হয় হটন রোডকে। ওই রাস্তাতেই শহরের মূল বাজার, সবজি মণ্ডি, মাছের আড়ত। দুটি কলেজ ও জেলা হাসপাতাল যাওয়ার একমাত্র রাস্তা সেটিই। অথচ ওই হটন রোডের ফুটপাত দখল। পরিস্থিতি উন্নয়নের চেষ্টায় মঙ্গলবার রাস্তায় নামলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়। দোকানিদের ওই জায়গা ছেড়ে দ্রুত সরে যেতে হাতজোড় করে অনুরোধ করলেন তিনি। দোকানিদের বিকল্প জায়গা দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। অভিযোগ, হাইড্রেন তৈরি ও সংস্কারের টেন্ডার হলেও অবৈধ দোকানদারদের জন্য কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে বিড়ম্বনায় আসানসোল পুর কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, যেখানে সেখানে অবৈধ টোটো পার্কিং হওয়ায় রাস্তা দখল হয়েই থাকছে। নিত্য যানজটে নাকাল সাধারণ মানুষ। শহরের অন্য প্রান্তে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ হলেও এই অংশে অজ্ঞাত কারণে ফুটপাত দখলমুক্ত করা যায়নি! এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আসতেই নড়েচড়ে বসল আসানসোল পুরনিগম।

গাঁজা সহ গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ মে ঃ আবারো বড়সড় সাফল্য কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার কোতোয়ালি থানার, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার প্রায় পঁচিশ কেজি গাঁজা। পুলিশের জালে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। প্রায় ২৫ কেজি গাঁজা সহ এক গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃতের নাম সুদীপ ঘোষ, বাড়ি কৃষ্ণনগরে। পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায় ওই যুবক দীর্ঘদিন ধরেই গাঁজা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। এদিন কোচবিহার থেকে বস্তায় ভরে বাসে চেপে গাঁজা নিয়ে আসছিল গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালায় পুলিশ। আর তার পরেই মেলে এই সাফল্য।

পানীয় জলের অভাবে জেরবার রামপুরহাট ওয়ার্ডবাসী

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২০ মে ঃ রামপুরহাট পুরসভার চোদ্দ নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পানীয় জলের অভাবে জেরবার। চোদ্দ নাম্বার ওয়ার্ডের গদাই পাড়ার বাসিন্দাদের বহুদূর পর্যন্ত যেতে হচ্ছে পানীয় জলের জন্য, কিন্তু সুরাহা মেলেনি। রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যানকে ফোন করলে উনাকে পাওয়া যায় না, বলে অনেকের অভিযোগ। এই ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার শুদ্ধোধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এরকম আরও দুটো জায়গাই এই একই অবস্থা। চেয়ারম্যানকে বলে বলে শেষ পর্যন্ত একটি জায়গাই কাজ শুরু হয়েছে। পৌরসভা বলছে টাকা নাই। এব্যাপারে রামপুরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন ভকতকে ফোন করা হয়। বার বার ফোনের রিং বাজলেও তিনি ফোন ধরেন নি। বা কল ব্যাক করেননি। একাংশের অভিযোগ, উনাকে মানুষ সব সময় পায় না। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি সাহাজাদা হোসেন বলেন, গত ৯ মাস আগে পৌরসভার পক্ষ থেকে আমাদের রেলপার গদাই পাড়ায় পানীয় জলের এই পাম্পটি বসানো হয়েছে। এখনো পর্যন্ত পাইপ লাইনের কাজ না হওয়ার ফলে, এলাকাবাসী পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। সতেরো নাম্বার ট্যাঙ্কের সঙ্গে ঘরে ঘরে বহুদিন আগের যে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিলো, তা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে। সরু সুতোর মতো জল আসে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয় না। সেইকারণে জলের জন্য বাড়ির মহিলাদের অবস্থা নাজেহাল। বিদ্যাবতী সাহা সহ অনেক মহিলা জানান, সকাল থেকেই জলের জন্য অন্য ওয়ার্ডে ছুটতে হয়। জানা গেছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য পাম্পের ব্যবস্থা হলেও, জায়গার অভাবে পুরসভার পাম্প ঘুরে যাচ্ছিলো। এরপরই ওয়ার্ডবাসী সাধন সাউ পাম্প বসানোর জায়গা দেন। সুইচ বোর্ডটা তাঁর বাড়িতে। স্বপনবাবু বলেন, সব কাজ সম্পূর্ণ। কিন্তু পাইপ লাইনের অভাবে জল সরবরাহ বন্ধ। চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী মহম্মদ কামেরুজ্জামান বলেন, গত বছর দুর্গাপূজার আগে এই পাম্প বসানো হয়। লোকসভা ভোট ডিক্লেয়ার হয়ে যাওয়ায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ফল বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। ফল বের হওয়ার চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি বলেন, এই পাড়ায় হিন্দুরা বিজেপি এবং মুসলিমরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। তাই পাম্প লাইন আর হবে না। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে পুরসভার চেয়ারম্যানকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেন নি। তবে কাউন্সিলর শুদ্ধোধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভোট দেখে পানীয় জলের ব্যবস্থা তৃণমূল করে না। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ।

শহরকে যানজট মুক্ত করতে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান ট্রাফিক পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৯ মে ঃ চৈতন্যভূমি নবদ্বীপ শহরের ব্যস্ততম এলাকায় যানজট মুক্ত করতে অভিযান শুরু করল ট্রাফিক পুলিশ। এদিন রাস্তাজুড়ে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যস্ততম পোড়ামাতলা রোড সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয় কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের অধীন নবদ্বীপ ট্রাফিক উয়িং-এর অফিসার ইনচার্জ পলাশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে। নবদ্বীপ শহরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম এলাকা পোড়ামাতলা রোড, হরিসভা পাড়া রোড, ঢপয়ালীর মোড়, বৌবাজার রোড ও বাজার রোড সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালান হয় নবদ্বীপ ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। সেখানে রাস্তার পাশে বেআইনিভাবে পার্কিং করার অভিযোগে প্রায় পঞ্চাশটি মোটর বাইক ও স্কুটির বিরুদ্ধে অনলাইন জরিমানা করা হয়। জানা যায়, সম্প্রতি নবদ্বীপ শহরের ব্যস্ততম পোড়ামাতলা রোড সহ বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার পাশে মোটর বাইক স্কুটি সহ অন্যান্য যানবাহন পার্কিং করায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ মানুষ। একদিকে ছোট্ট প্রাচীনতম জনপদে অসংখ্য টোটো অপরদিকে শহরের বেশ কিছু ব্যস্ততম এলাকায় রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে মোটর বাইক সহ বিভিন্ন যানবাহন। যার ফলে সমস্যায় পড়ে ছাত্র-ছাত্রী থেকে অসংখ্য পথ চলতি সাধারণ মানুষ। এর থেকে কবে নিষ্কৃতী মিলবে সেই দিন গুণ ছিলেন শহরের আপামর বাসিন্দা। এদিনের ট্রাফিক পুলিশের অভিযানকে সাধুবাদ জানান চৈতন্যের শহরের আপামর বাসিন্দা। অভিযানের বিষয়ে নবদ্বীপ ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ পলাশ বিশ্বাস জানান, নবদ্বীপ শহর একটি তীর্থভূমি। এখানে প্রচুর মঠ ও মন্দির রয়েছে। প্রতিদিনই পর্যটক ভিড় জমান এই ছোট্ট প্রাচীন জনপদে। অপরদিকে সংকীর্ণ রাস্তায় মোটর বাইক সহ অন্যান্য যানবাহন বেআইনিভাবে পার্কিং করায় যানজট সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি এই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হলেও তারা কোনওরকম কর্ণপাত করেনি। ফলে শহরকে যানজট মুক্ত করতে এদিন একটি ছোট পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এদিনের অভিযানে মোটরবাইক ও স্কুটি মিলিয়ে ৫০ জনকে অনলাইন জরিমানা করা হয়েছে বলে জানান, নবদ্বীপ ট্রাফিক পুলিশের অফিসার ইনচার্জ পলাশ বিশ্বাস।

তিস্তা ব্যারাজ সংস্কার কাজের গতি দেখে আতঙ্কিত ব্যাবসায়ী থেকে সাধারন মানুষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ মে ঃ মাত্র ২১ দিন আগেই ঘটা করে নারকেল ফাটিয়ে কাজ শুরু হলেও বর্তমানে কাজের গতিবিধি দেখে কালো মেঘ তিস্তা দেখছেন ব্যারাজ সংলগ্ন ব্যাবসায়ী থেকে এলাকাবাসী, স্থানীয় হাটে বাড়ছে জিনিষপত্রের দাম, সংকটে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা। আশপাশের বেশ কিছু চা বাগানের সাপ্তাহিক হাটের দিনে অন্তত এমনই চিত্র ফুটে উঠেছে স্থানীয় মানুষ থেকে ব্যারেজের ওপর দিয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের চোখে মুখে। গত ২৩ সালে উত্তর সিকিমের হিমবাহ বিপর্যয়ের রেস আছড়ে পরে ছিলো ভারত এবং বাংলাদেশের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপাইগুড়ি জেলার গাজোল ডোবার তিস্তা নদীর উপর অবস্থিত এই ব্যারেজের ওপর, পাহার থেকে ভেসে আসা বড় বড় গাছের সঙ্গে তীব্র জলস্রোত ক্ষতি করেছিল ব্যারেজের নিচের অংশের, এর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে এই ব্যারেজের ওপরের পথ দিয়ে বালি, পাথর, বহনকারী ভারী ড্যাম্পার চলাচলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে সেই রাস্তাটি। সেচ দফতরের পক্ষ থেকে রাজ্যে সরকারের কাছে ব্যারেজের দুর্বলতার ব্যাখ্যা করে রিপোর্ট ও পেস করা হয়েছিলো, এরপরেই গত মাসের ২৭ তারিখে ১৪০ দিনের নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে তিস্তা ব্যারাজের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল মালবাজার এবং রাজগঞ্জ এর দুই বিধায়ক দ্বারা পৃথকভাবে নারকেল ফাটিয়ে। উক্ত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বুল চিক বড়াইক জানিয়েছিলেন, ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায় করে ১৪০ দিনের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হবে। যদিও এই মুহূর্তে ব্যারাজ সংস্কারের কাজের গতিবিধি দেখে স্থানীয় মানুষ বলছেন এক বছরেও এই কাজ সমাপ্ত হবে বলে মনে হচ্ছে না, এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা বাইক মেকানিক রামকৃষ্ণ সরকার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, এই পথে যাতায়াত বন্ধ, আমাদের ব্যবসা এখন শূন্য, আর যে ভাবে কাজ চলছে, লেবার আসছে আবার পালিয়ে যাচ্ছে, কাজের সঙ্গে মজুরি মিল না থাকায়, এক সপ্তাহ কাজ হলে দু সপ্তাহ কাজ বন্ধ, আগামী ৬ মাসেও এই কাজ শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তিস্তা ব্যারাজ সংলগ্ন ১০ নম্বর গেটে ছোটখাটো দোকান করে রুজিরুটি যোগাড় করে আসা রাজু মোহন্তের গলায় একই সুর। যে ভাবে কাজ চলছে তাতে আসন্ন দুর্গা পুজোর সময় ও এই রাস্তা খুলবে বলে মনে হয় না, আর দুর্গা পুজোর সময় বহু পর্যটক এই অঞ্চলে আসেন, সেই কারণে ব্যারেজের কাজ শেষ না হলে আমাদের ব্যবসা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে। যার প্রভাব পরতে শুরু করেছে নিম্ন তম মজুরি না পাওয়া হাজার হাজার চা বাগানের আদিবাসী সহ অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীর পরিবারের ওপর।

দুর্ঘটনায় মৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ মে ঃ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথেই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেভক রোডের ডন বসকো মোড়ে রাস্তার উপর প্রাণ হারালেন এক যুবক। মৃতের নাম রাজু লেপচা (৩২)। পেশায় তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজু লেপচা বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ছিটকে পড়ে রাজু ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।

KHIRPAI MUNICIPALITY
KHIRPAI: PASCHIM MEDINIPUR

Tender for “ Construction of **retaining wall** at various site under Khirpai Municipality”. **eNIT No:- WBMAD/ULB/KHIRPAI/5th SFC/CM/25-26/NIT-1** Last date of submitting Bid:- 09-06-2025 up to 06:00 PM “ For details visit at https://**wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Khirpai Municipality

GHATBERA-KEROWA GRAM PANCHAYAT
Kumardih, Ghatbera, Balarampur, Purulia, Pin-723153
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from reputed contractors for execution of different development work vide **e-eNIT No.: (i) 02(2 nd Call)/2025-26/G.K.G.P. (ii) 03(2 nd Call)/2025-26/G.K.G.P.** Bid Submission Start Date (Online) : **21/05/2025 at 11.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online) : **27/05/2025 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Online) : **29/05/2025 at 11.00 AM**. For details Please visit **www.wbtenders.gov.in** & Undersigned GP Office.

Sd/-Prodhan
Ghatbera-Kerowa Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমি, রাজেশ সেখ পিতা মৃত সিদ্দিক সেখ সাকিম শরতপল্লী পোঃ ও থানা ডালখোলা জেলা- উত্তর দিনাজপুর এর বাসিন্দা। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন ৯০ নং চড়কা মৌজায় ৬৭০ ও ৬৬৮ / ১ নং খতিয়ানে ৩৯৭ ও ৩৯৮ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.২৫ শতক এবং ১২৫ নং কাটনাই মৌজায় ৭১১ নং খতিয়ানে ২০৭, ৩৩৯ ও ৩৪১ নং দাগে আমার পৈতৃক ৪.৫ শতক সম্পত্তি ইং ২০২৫ সালের ডালখোলা অফিসের Book 1-869 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার শরতপল্লী নিবাসী মৃত হারুন রশিদ এর পুত্র মিনার আহমেদ বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, মল্লিকা প্রামানিক স্বামী মৃত বিকাশ প্রামানিক সাং রানীনগর পোঃ দিয়াড় রানীনগর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার অধীন ৯২ নং দফরপুর মৌজায় ৯৬৬০ নং খতিয়ানে ৪০৭১ নং দাগে আমার নিজ নামে নথিভুক্ত ৩৩.৩৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book 1-1398 নং আমমোক্তারে আমার নিযুক্তীয় আমমোক্তার অত্র থানার রানীনগর নিবাসী মৃত সেকান্দার সেখ এর পুত্র মোলাম মোস্তফা বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমার কোন আপত্তি নাই।

OFFICE OF THE PRODHAN
Tenkaraipur balumati GRAM PANCHAYAT
Raninagar – 1 Dev. Block
P.O. – Tenkaraipur P.S. – Islampur Dist. – Murshidabad
e-Tender No. (1) 01/TBGP/15TH CFC/ 2025-26, (2) 02/TBGP/15TH CFC/2025-26

e-Tender No. 01/TBGP/15TH CFC/ 2025-26 and 02/TBGP/15TH CFC/ 2025-26 is invited through on-line by the Prodhan, Tenkaraipur Balumati GP, Islampur Murshidabad, for 03 (Three) nos. work under Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat from 20/ 05/2025 to 03/06/2025. N.B : Details may be obtained from https:// wbtenders.gov.in & from this office during office hours.

Sd/- Prodhan
Tenkaraipur Balumati Gram Panchayat

বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ এপি-ইএল-টিআরডি-০৩-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ জোরাই স্টেশন ইয়ার্ডে লাইন নং ৪ ও ৫ এর ওএইচই পরিবর্তন কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৬১,২৫,২১৮.৩৪ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ২,৮০,৬০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.- MURSHIDABAD, PIN-742223

eNIT No-**04/SGP/5th SFC/25-26** Memo no 88(10)/SGP/2025-26 Dated 20.05.2025. Date of issue tender paper(online) **22.05.2025 from 6.00 p.m.** Last date of Dropping tender paper(Online) **28.05.2025 up to 6.00 pm**. Date of Technical Bid opening (online) **30.05.2025 up to 6.00 pm**. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি /৪২ অফ ২০২৫ তারিখঃ ১৬-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** এডিইএন/ডিমাপুর অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে লংসোলিয়েট-ফরকাটিং এবং ধনশিরি-সুখোভি খণ্ডে এমআরএসের যোগান সহিত পিছলে যাওয়া ভূমি আদির অপসারণের দ্বারা বর্ষার পূর্ব, পরবর্তী এবং সেই সময়ে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ এবং জরুরীকালীন যাতায়ত পুনরুদ্ধারের কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৪৪,৩৭,৮৩৪.৪৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,২২,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১০-০৬-২০২৫** তারিখের **১৫.০০ ঘণ্টায়।** উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-০৬-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ টিআরএস-এসআরসি-ওটি-২২এ-২৫-৬৪৯। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের বিবরণ ঃ** ইএলএস/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বিভিন্ন শাখা এবং লোকো রক্ষণাবেক্ষণের দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত কাজকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত আর্ক ওয়েল্ডিং, এমআইজি ওয়েল্ডিং, গ্যাস কাটিং, ব্রেজিং এবং ফ্যাব্রিকেশন-এর কাজের জন্য ৫ (পাঁচ) জন দক্ষ ওয়েল্ডার সরবরাহ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৮,২০,৫৬২.৫০ টাকা জিএসটি সহ। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭৬,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **খোলার তারিখঃ** ১৭.০৬.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ১৭.০৬.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/ বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ/সংশোধন-এর জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। **(PR-180)**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমার ক্লায়েন্ট শ্রী রবিরাম মালিক, পিতা-মৃত শশী মালিক, নিবাস গ্রাম-মল্লিকপুর, পোঃ- আর শি ঠাকুরানী, থানা হরিদেবপুর, কোলকাতা-৭০০১০৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, একজন জমির মালিক, আমি একজন জমির মালিক, জমির পরিমাণ ১৩ শতক মৌজা-মাগুরখালিতে অবস্থিত জে.এল নং ১৩৫, খতিয়ান নং ২৫২, আর-এস দাগ নং ২৬, এল-আর দাগ নং ২৫, জমির পরিমাণ ১১ শতক, খতিয়ান নং ২৫২, আর এম দাগ নং ২৬, এল-আর দাগ নং ২৫, মোট জমির পরিমাণ ২১ শতক এবং আমার ক্লায়েন্ট একটি রেজিস্টার জেনারেল পাওয়ার অব আটনী তৈরী করে বিগত ১৯।০৮।২০১৯ (১) শ্রীমতী আদর মালিক, স্বামী মৃত শ্রীরবিরাম মালিক (২) গৌড় মালিক, (৩) নিতাই মালিক, (৪) নিমাই মালিক (৫) শ্যামল মালিক সকলের পিতা মৃত শ্রী রবিরাম মালিক (৬) সুচিত্রা মণ্ডল স্বামী ভোম্বোল মণ্ডল এরা সকলের ঠিকানা গ্রাম- মল্লিকপুর, পোঃ - আর শি ঠাকুরানী, থানা হরিদেবপুর, কোলকাতা-৭০০১০৪, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, উক্ত পাওয়ার অব আটনী রেজিস্টার হয় অফিস ওব রেজিস্টার।।, আলিপুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা তারিখ ১৯।০৮।২০১৯। তারপর উক্ত জমি হইতে বাপ্পা ভুঁইয়াকে ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি বিক্রয় করে, গ্রাম- মল্লিকপুর, পোঃ-আর শি ঠাকুরানী থানা - হরিদেবপুর, কোলকাতা ৭০০১০৪, যদি কোন ব্যক্তির বাধা থাকে তবে সত্তর যোগাযোগ করুন নিম্নলিখিত মোবাইল নাম্বারে ৭২৭৮৭৪৭৮৪০।

শান্তনু সান্যাল
অ্যাডভোকেট
আলিপুর পুলিশ কোর্ট
রেজি. নং- WB/143/1986

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender is invited vide e-NIT No. **2025_DMSP_848850_1 & Memo No. SMLU/HO/PUR-HR/25-26/412** dated **19.05.2025.** Last date of submission: **03.06.2025 up to 3 PM.** Details are available on **www.wbtenders.gov.in** or contact the undersigned during office hours.

Sd/-
Managing Director
Sundarban Cooperative Milk & Livestock Producers’ Union Ltd.

NIT No-01/SGP/2025-26 to NIT No-08/SGP/2025-26

Pradhan, Sarenga Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Sarenga GP area within **27/05/2025** details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Sarenga Gram Panchayat, PO – Sarenga, Dist. – Bankura.

Pradhan
Sarenga Gram Panchayat

Office of the Beldubi Gram Panchayat
Vill + P.O. – Paniarah , P.S. – Panchla , Dist.- Howrah , Pin:-711302.
Notice Inviting E-Tender No. 65(06)/NIT/SBM (G) & XV FC (TIED)/BGP/25-26, Dated:- 13/05/2025

On behalf of Governor of West Bengal, The Prodhan, Beldubi Gram Panchayat, Howrah., invites e- Tenders (Electronic Tenders) from bonafide and experienced contractors for **10(Ten)nos.** different works. Bid submission upload from: **13.05.2025 up to 22.06.2025 4:00 P.M**. Date of opening of technical Bid: **26.05.2025 at 2:00 P.M.** For details visit office of the undersigned or visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Beldubi Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 104 & 105/SEGP/2025 Date:- 19.05.2025

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor for total **9 (Nine) Nos.** different works at different places. Date of Publishing **20.05.2025 at 18:00 pm.** Date of Sale of Tender Form **20/05/2025 18:00 pm to 27/05/2025 18:00 pm.** Date of dropping of Sealed Tender Form up to **27/05/2025 (up to 18.00 pm).** Date of Opening of Bid on **28/05/2025 at 12:00 pm**. For details please visit office of the undersigned on any working days or website **https:// wbtenders.gov.**

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invited e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/5/V/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Lighting System at Millennium Park - 1 & 2 under Br-V**; Estimated Amount : **Rs. 4,31,426.00;** Earnest Money: **Rs. 8,700.00;** Period of Completion **: 365 days.**

(2) NIT No.: LTG/6/V/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Surfi Lighting System at both sides of Bajekadamtala Ghat at Riverfront site**; Estimated Amount : **Rs. 4,31,426.00;** Earnest Money: **Rs. 8,700.00;** Period of Completion **: 365 days.**

(3) NIT No.: LTG/30/INST/V/Z-II/25-26
Name of the Work: **Electrical arrangement for Councillor’s Ward Office at 34, Surya Sen Street, Ward No.-49, Br.-V**; Estimated Amount : **Rs. 1,71,550.00;** Earnest Money: **Rs. 3,500.00;** Period of Completion **: 30 days.**

(4) NIT No.: LTG/4/V/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Electrical Power Sources & other Electrical Accessories for the event of the “Arati Bandhana” at Bajekadamtala Ghat**; Estimated Amount : **Rs. 1,81,313.00;** Earnest Money: **Rs. 3,700.00;** Period of Completion **: 365 days.** Last date and time of Submission of bid**: 28.05.2025 upto 4 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details will be available on and from **20.05.2025 at 6 p.m. [For Sl. No. 1 to 4].** The **website: https:// etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No.: LTG/5/62/VI/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Street Lighting System in Ward No.- 62**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,386.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion **: 365 days.**

(6) NIT No.: LTG/4/60/VI/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Street Lighting System in Ward No.- 60**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,612.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion **: 365 days.**

(7) NIT No.: LTG/3/55/VI/Z-II/25-26
Name of the Work: **Supply of services for operation and routine upkeeping of Street Lighting System in Ward No.- 55**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,936.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion **: 365 days.**

(8) NIT No.: LTG/21/60/VI/Z-II/25-26
Name of the Work: **Arrangement of temporary lighting for the festive season at Beniapukur Bazar in Ward No.- 60**; Estimated Amount : **Rs. 3,46,256.28;** Earnest Money: **Rs. 7,000.00;** Period of Completion **: 6 days.** Bid submission starting date and time: **21.05.2025 from 1 p.m. [For Sl. No. 5 to 8].** Last date and time of submission of bid**: 31.05.2025 up to 1 p.m. [For Sl. No. 5 to 8].** Bid opening date and time for technical proposal**: 02.06.2025 at 1 p.m. [For Sl. No. 5 to 8].** The bid forms and other details will be available on and from **21.05.2025 on 1 p.m.[For Sl. No. 5 to 8].** The **website: https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 5 to 8].**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-V, KMC** invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

(1) NIT No.: LTG/XIV/5/25-26/127/SUP1
Name of the Work: **Supply and delivery of LED Street Light Fittings of different rating for Ward No. 127**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,791.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion **: 30 days.**

(2) NIT No.: LTG/XIV/6/25-26/127/IMP2
Name of the Work: **Development of Street Lighting System at Jadav Ghosh Road, Sarsuna Main Road, Oxytown and other areas in Ward No. 127**; Estimated Amount : **Rs. 4,98,323.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00; Period of Completion: 25 days.** Last date and time of submission of bid**: 28.05.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** Bid opening date and time for technical proposals (Online)**: 30.05.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2] .**

(3) NIT No.: KMC/LTGV/115/25-26/LP (1st Call)
Name of the Work: **Improvemehnt of existing street lighting system at both side areas of Jagarani Club and other different areas of Ward No. 115, Br.-XIII, KMC**; Estimated Amount : **Rs. 4,92,088.73;** Earnest Money: **Rs. 9,850.00;** Period of Completion **: 30 days.**

(4) NIT No.: KMC/LTGV/122/25-26/S1 (1st Call)
Name of the Work: **Supply and delivery of outdoor energy efficient LED Street Light Fittings in Ward No. 122;** Estimated Amount : **Rs. 4,98,055.99;** Earnest Money: **Rs. 9,970.00;** Period of Completion **: 60 days.** Last date and time of submission of bid**: 31.05.2025 at 4 p.m. [For Sl. No. 3 & 4].** Bid opening date and time for technical proposals**: 02.06.2025 at 11 a.m. [For Sl. No. 3 & 4].** The bid forms and other details will be available on and from **20.05.2025 on 4 p.m.[For Sl. No. 1 to 4]. The Website: https://etender. wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-VI, KMC** invited e-tender online percentage rate two bid system for the following Works:

(1) NIT No.: KMC/EE_E/Z-VI/125/3/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Improvement of street lighting system by LED fittings at Amritlal Mukherjee Road and other different areas in Ward No. 125**; Estimated Amount : **Rs. 4,79,377.00;** Earnest Money: **Rs. 9,600.00;** Period of Completion**: 18 days.** Last date and time of submission of bid**: 31.05.2025 - 3 p.m.** Bid opening date and time for technical proposals (Online)**: 02.06.2025 - 3 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **23.05.2025 on 6 p.m.**

(2) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/6/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Nabapally and different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : **Rs. 4,64,679.00;** Earnest Money: **Rs. 9,300.00;**

(3) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/7/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Mukunda Das Pally and different areas in Ward No. 124;** Estimated Amount : **Rs. 4,44,475.00;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;**

(4) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/124/8/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Majhi Para and different areas in Ward No. 124**; Estimated Amount : **Rs. 4,54,577.00;** Earnest Money: **Rs. 9,100.00;**

(5) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/123/6/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Motilal Gupta Road and surrounding areas in Ward No. 123;** Estimated Amount : **Rs. 4,89,933.00;** Earnest Money: **Rs. 9,800.00;**

(6) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/123/7/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Hemchandra Mukherjee Road and surrounding areas in Ward No. 123;** Estimated Amount : **Rs. 4,74,779.00;** Earnest Money: **Rs. 9,500.00;**

(7) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/6/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Balaka, Malancha and different areas in Ward No. 143;** Estimated Amount : **Rs. 4,79,831.00;** Earnest Money: **Rs. 9,600.00;**

(8) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/7/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Dhali Para, Aurobinda Nagar-1 and different areas in Ward No. 143;** Estimated Amount : **Rs. 4,29,323.00;** Earnest Money: **Rs. 8,600.00;**

(9) NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/8/25-26 (1st Call)
Name of the Work: **Supply of LED fittings for street lighting work at Swamiji Abasan, Lohar Pool and different areas in Ward No. 143;** Estimated Amount : **Rs. 4,34,373.00;** Earnest Money: **Rs. 8,700.00.** Period of Completion **: 30 days. [For Sl. No. 2 to 9].** Last date and time of submission of bid**: 31.05.2025 - 12 noon. [For Sl. No. 2 to 9].** Tender date and time for technical purpose**: 02.06.2025 at 12 noon. [For Sl. No. 2 to 9].** The bid forms and other details will be available on and from **20.05.2025 - 6 p.m. [For Sl. No. 2 to 9]. The Website: https://etender. wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 9].**

266/25-26

আর্থিক সঙ্কটে আইএসএল স্বপ্ন শেষ মহামেডানের?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ শতাব্দী প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং বর্তমানে গভীর আর্থিক অনটনের মুখে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবগুলোর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলেও, ইন্ডিয়ান সুপার লিগে টিকে থাকার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাব। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, আগামী মরসুমে মহামেডান আদৌ আইএসএল-এ অংশ নিতে পারবে কিনা? তা নিয়ে জোরাল সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আইএসএল-এর আয়োজক সংস্থা ও ফুটবল ফেডারেশনের কাছে ক্লাবের নামে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ জমা পড়েছে। কোটি কোটি টাকার দেনা, খেলোয়া। ও কোচদের বেতন বাকি থাকা এবং বিনিয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জটিলতা। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ভয়াবহ। বিশেষ করে ক্লাবের প্রাক্তন ইনভেস্টার 'শ্রাচী' গ্রুপের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তারা শর্ত অনুযায়ী কোনও শেয়ার না পেয়েও লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে এখন সব ছেড়ে চলে গিয়েছে। অপরদিকে, ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলছে শেয়ার দেওয়ার কোনও লিখিত চুক্তি ছিল না। ফলে দুই পক্ষের দোষারোপের মাঝখানে পড়ে মহামেডানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এমনকি ফিফা ও ফেডারেশন থেকে মোট ১২ কোটি টাকার জরিমানাও গুনতে হয়েছে খেলোয়াড়দের বেতন বকেয়া রাখার জন্য। এই মুহূর্তে ক্লাবের আর্থিক অবস্থার যা হাল, তাতে ভবিষ্যতে আর কোনও পেশাদার ফুটবলার ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইবেন কিনা, তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। আইএসএল এমন একটি প্রতিযোগিতা যেখানে ক্লাবগুলিকে নির্দিষ্ট আর্থিক মানদণ্ড মেনে চলতে হয়। খেলোয়াড়, কোচ ও স্টাফদের সময়মতো বেতন দেওয়া, কর ও লাইসেন্স সংক্রান্ত নথিপত্র ঠিক রাখা, এসব নিয়ম না মানলে ক্লাবকে নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে হয়। মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ থাকায় আগামী মরসুমে আইএসএল খেলতে তাদের সম্মতি পাবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। ফেডারেশনও এই বিষয়ে এখনও কোনও পরিষ্কার বার্তা দেয়নি। বরং সূত্র বলছে, ফেডারেশন মহামেডানের আর্থিক রিপোর্ট ও দল গঠনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত নেবে। তাই ক্লাব কর্তারা নিজেরাও নিশ্চিত নন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। একসময় যেই ক্লাব কলকাতা ময়দানে দাপিয়ে বেড়াত, আজ তারা বাঁচার লড়াইয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান যখন নতুন স্পনসর, পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও শক্তিশালী দল গঠনের মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ লিগে নিজেদের অবস্থান পাকা করছে, তখন তাদের প্রতিবেশী মহামেডান স্পোর্টিং সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হাঁটছে। বর্তমানে ক্লাবের বেশিরভাগ কর্মকর্তা শুধুমাত্র বর্তমান দেনা মেটানোর দিকেই মনোযোগ দিচ্ছেন। আইএসএল খেলার স্বপ্ন বা বড় কোনও পরিকল্পনা এই মুহূর্তে তাদের ভাবনাতেও নেই। বরং দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারাও চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

সর্বকালের সেরা ১০ ফুটবলার

সবার ওপরে মেসি, আর কারা আছেন আইএফএফএইচএসের তালিকায়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবলে সর্বকালের সেরা কে- এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই। এ নিয়ে বিতর্কও চলে আসছে যুগের পর যুগ। পেলে, মারাদোনা, মেসি নাকি রোনাল্ডো? যুক্তি, তর্ক ও বিশ্লেষণের পর বিশ্লেষণ করেও শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বসম্মতিক্রমে কাউকে বেছে নেওয়ার উপায় নেই। পাল্টা যুক্তি ওঠেই। যেমন ধরুন, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফুটবল হিস্টরি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (আইএফএফএইচএস) তাদের ওয়েবসাইটে সর্বকালের সেরা ১০ ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে, লিওনেল মেসি যেখানে সবার ওপরে। এই তালিকা নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়েছে। স্বাভাবিক। পেলে-ডিয়েগো মারাদোনার ভক্তরা তো চুপ করে থাকবেন না। প্রতিবাদ জানাতে পারেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সমর্থকেরাও। সেই যুক্তি-তর্কে যাওয়ার আগে আইএফএফএইচএস সমন্ধে একটু জানাশোনারও দরকার আছে। জার্মানির কেমিস্ট ও খেলাধুলার ইতিহাসবিদ আলফ্রেড পোগে ১৯৮৪ সালে লাইপজিগে আইএফএফএইচএস প্রতিষ্ঠা করেন। অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলের পরিসংখ্যান, রেকর্ড ও ইতিহাস সংরক্ষণ করে এই সংস্থা। ফিফার সঙ্গে এই সংস্থার কোনো অধিভুক্তি নেই, তবে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির ওয়েবসাইটে আইএফএফএইচএসের দেওয়া বিভিন্ন পুরস্কার ও রেকর্ডের স্বীকৃতি আছে। ২১১টির বেশি ফুটবল খেলা দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে আইএফএফএইচএসে। বার্ষিকভাবে বিভিন্ন পুরস্কারও দেয় এই সংস্থা- বিশ্বের সেরা রেফারি, ক্লাব কোচ, জাতীয় দল কোচ, গোলকিপার, প্লে-মেকার, টিম অব দ্য ইয়ার...। আইএফএফএইচএস কীভাবে সর্বকালের সেরা ১০ ফুটবলার বেছে নিয়েছে, সেটা অবশ্য ব্যাখ্যা করেনি। তবে যেহেতু পরিসংখ্যান নিয়েই মূলত তাদের কাজকারবার, ধারণা করা যায়, পরিসংখ্যানই এখানে প্রধান বিবেচ্য ছিল। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কাও জানিয়েছে, আইএফএফএইচএস সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের এই তালিকা প্রস্তুত করেছে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ও দলীয় পরিসংখ্যান ও অর্জনের নিরিখে। শীর্ষে থাকা মেসির দলগত শিরোপা ৪৬টি। বার্সেলোনার হয়ে জিতেছেন ৩৫টি, পিএসজির হয়ে তিনটি, ইন্টার মায়ামির হয়ে দুটি ও ছয়টি শিরোপা জিতেছেন আর্জেন্টিনার হয়ে। এর বাইরে আছে আটটি ব্যালন ডি'অর, ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, ফিফা বিশ্বকাপ

গোল্ডেন বল, কোপা আমেরিকা গোল্ডেন বল...। দলীয় ও ব্যক্তিগত ট্রফি বিচারে মেসিই ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল। দ্বিতীয় পেলের শিরোপাসংখ্যা মেসির তুলনায় বেশ কম। মার্কা ২০২২ সালে পেলের মৃত্যুর পর প্রকাশ করা প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ক্যারিয়ারে ২৯টি শিরোপা জিতেছেন পেলে। তবে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তির চেয়ে বেশি বিশ্বকাপ (তিনটি) কেউ জিততে পারেনি। পেলে যখন খেলতেন তখন ব্যালন ডি'অর শুধু ইউরোপিয়ানদের দেওয়া হতো। তবে ব্যালন ডি'অর যারা দেয়, সেই ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকী ২০১৫ তাদের এক বিশেষ সংস্করনে জানিয়েছিল, পেলে তাঁর ক্যারিয়ারে সাতবার ব্যালন ডি'অর পেতে পারতেন। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি ও '৮৬ বিশ্বকাপের মহানায়ক দিয়েগো মারাদোনা তালিকায় তৃতীয়। ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ১১টি শিরোপা জিতেছেন কিংবদন্তি। শিরোপাসংখ্যায় পিছিয়ে থেকেও তৃতীয় স্থানে মারাদোনাকে বেছে নেওয়ার কারণ সম্ভবত খেলাটিতে তাঁর প্রভাব। প্রায় একাই দেশকে বিশ্বকাপ জেতানো, একাই নাপোলির মতো ক্লাবকে বিশ্বসেরাদের সারিতে তুলে আনা- এসব অবদানের জন্যও মারাদোনা অবিস্মরণীয়। মার্কা জানিয়েছে, রোনাল্ডোর চতুর্থ স্থান নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। কারণ, ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে রোনাল্ডোই ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা (৯৩৫)। দলগতভাবে শিরোপাও জিতেছেন ৩৫টি। এর ব্যাখ্যায় সম্ভবত উঠে আসবে বিশ্বকাপ জিততে না পারা। সর্বকালের সেরায় শীর্ষ তিনজনই বিশ্বকাপ জিতেছেন নিজ নিজ দেশের হয়ে, যেটা রোনাল্ডো এখনো পারেননি। তবে পর্তুগালকে ইউরো জিতিয়ে ইউরোপসেরা হয়েছেন রোনাল্ডো। পাঁচে থাকা ইয়োহান ক্রুইফের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে তবে উল্টোভাবে। 'টোটাল ফুটবল' এর প্রতিভূ ডাচদের বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি কিন্তু আন্তর্জাতিক ও ক্লাব ফুটবলে তাঁর প্রভাব ও অবদান অসামান্য। সত্তর দশকে আয়াক্সকে টানা তিনবার ইউরোপসেরা বানানো এবং ক্লাবটিকে বিশ্বসেরাদের সারিতে তুলে আনার পাশাপাশি ফুটবলের কৌশলেও অবিস্মরণীয় অবদান '৭৪ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা ক্রুইফের। ছয়ে থাকা রোনাল্ডো নাজারিও ব্রাজিলের হয়ে দুবার বিশ্বকাপ জিতলেও চ্যাম্পিয়নস লিগের পদক নেই তাঁর। সপ্তম জিদান অবশ্য ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগও জিতেছেন রিয়ালের হয়ে। আটে থাকা ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার, নবম আলফ্রেড ডি স্টেফানো ও দশম রোনাল্ডিনিহোর সাফল্যের চেয়ে প্রভাবটা বেশি বিবেচনা করা হয়েছে সম্ভবত। 'কাইজার'খ্যাত বেকেনবাওয়ার তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। বায়ার্ন মিউনিখকেও এনে দিয়েছেন টানা তিনবার ইউরোসেরার মুকুট। তবে এসব সাফল্যের পাশাপাশি ফুটবলের রক্ষণভাগে 'লিবেরো' পজিশনে তাঁর বিপ্লব ঘটানোও সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়। আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া ও স্পেনের হয়ে খেলা ডি স্টেফানোর আন্তর্জাতিক শিরোপা বলতে শুধু ১৯৪৭ কোপা আমেরিকা জয়। রিয়ালের হয়ে জিতেছেন টানা পাঁচবার ইউরোপিয়ান কাপ। ব্রাজিলের হয়ে বিশ্বকাপ ও বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী রোনাল্ডিনিহোর চেয়েও শিরোপা জয়ের সংখ্যায় এগিয়ে থাকা ফুটবলার আছেন। কিন্তু পরিসংখ্যানের একটি পাতায় রোনাল্ডিনিহোও অনন্য। একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে জিতেছেন বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, কনফেডারেশনস কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ ও কোপা লিবার্তোদোরেস ও ব্যালন ডি'অর। মানে দেশের হয়ে বিশ্ব জয়ের মুকুটের পাশাপাশি মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা, আন্তমহাদেশীয় শিরোপা, ক্লাব ফুটবলে দুই মহাদেশের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা এবং ব্যক্তিগত সেরার শিরোপা জিতেছেন। এর বাইরে তাঁর আরেকটি প্রভাবও অনন্য। মাঠে রোনাল্ডিনিহোও যে আনন্দ নিয়ে খেলেছেন এবং দর্শকদের যেভাবে আনন্দ দিয়েছেন সেটা অবিস্মরণীয়। বল পায়ে মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন 'গাউচো'। আইএফএফএইচএসের সর্বকালের সেরার এই তালিকায় আর্জেন্টাইন ও ব্রাজিলিয়ান তিনজন করে। জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও পর্তুগাল থেকে একজন করে ঠাঁই পেয়েছেন। বিশ্বকাপজয়ী আছেন সাতজন।

নর্থইস্ট ছাড়তে পারেন মরোক্কান ডিফেন্ডার হামজা

গুয়াহাটি, ২০ মেঃ ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ জয়ের মধ্য দিয়ে এবারের ফুটবল সিজন শুরু করেছিল নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাঁরা পরাজিত করেছিল কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। যা নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছিল সকলকে। পরবর্তীতে সেই ধারা বজায় রেখেই দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু করেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল দল। প্রথমেই তাঁরা পরাজিত করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে। এই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল দলের সকল ফুটবলারদের। স্বাভাবিকভাবেই পরবর্তীতে সময় যত এগিয়েছে ততই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে এই দল। যারফলে টুর্নামেন্টের প্রথম ছয়ের লড়াইয়ে থাকতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি এই ফুটবল দলের। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁদের পক্ষে। শক্তিশালী জামশেদপুর এফসির কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছিল দেশের এই প্রথম

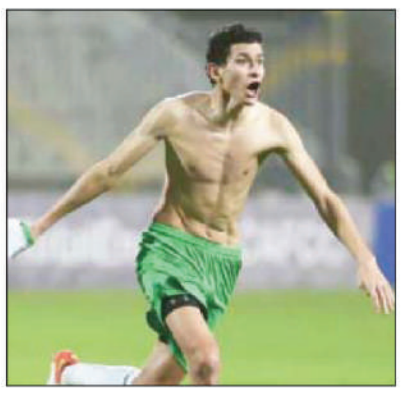

ডিভিশনের লিগ থেকে। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। পরবর্তীতে সর্বভারতীয় ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট তথা কলিঙ্গ সুপার কাপে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। বিদায় নিতে হয়েছিল এই কাপ টুর্নামেন্ট থেকে। যারফলে গোটা মরসুম শেষে শুধুমাত্র ডুরান্ড কাপ জয় করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে জন আব্রাহামের ফুটবল দলকে। তবে নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে আগামী সিজনের শুরু থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সেইমত বেশকিছু বদল দেখা যেতে চলেছে দলের মধ্যে। এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে হামজা রেগ্রাগুইয়ের নাম। এবারের এই ফুটবল সিজনে দলের হয়ে প্রায় এগারোটি ম্যাচ খেলেছিলেন এই মরোক্কান ডিফেন্ডার। যার মধ্যে একটি অ্যাসিস্ট ও ছিল বছর সাতাশের এই সেন্টার ব্যাক। হিসাব অনুযায়ী দেখলে চলতি বছরের এই মাসের শেষ পর্যন্ত আইএসএলের এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে এই তারকার। যারফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই শেষ হতে চলেছে সেই চুক্তি। তবে এখনও পর্যন্ত তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি ম্যানেজমেন্ট। যারফলে মনে করা হচ্ছে আগামী সিজনে আর হয়তো তাঁকে দলে রাখতে রাজি নয় পেদ্রো বেনালির ফুটবল ক্লাব।

ভারতের মরণ-বাঁচন ম্যাচের আগে

রাজারহাটে ঘাম ঝরাচ্ছেন সুনীলরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ মেঃ ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপ ফুটবলে খেলার লক্ষ্য সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় ফুটবল দল। ১০ জুন, হংকংয়ের কোলুন শহরে আয়োজিত সেই মরণ-বাঁচন ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ হংকং। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজারহাটে, অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে। সেখানেই সোমবার থেকে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ ও তার ছেলেরা। দলের মূল ভরসা সুনীল ছেত্রী, যিনি হয়ত এই প্রতিযোগিতাই নিজের কেরিয়ারের শেষ বড় টুর্নামেন্ট হিসেবে দেখছেন। সঙ্গী হয়েছেন অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার শুভাশিস বসু থেকে সন্দেশ ঝিঙ্গান। সব মিলিয়ে একটি শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ স্কোয়াড গড়তে চাইছেন কোচ মার্কুয়েজ। এই শিবিরের জন্য মোট ২৮ জন ফুটবলারকে ডেকেছেন জাতীয় কোচ। তবে প্রথম দিনের অনুশীলনে হাজির ছিলেন ২৬ জন। অনুপস্থিত ছিলেন দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়- আশিক কুরুনিয়ান এবং রাহুল ভেকে। ফেডারেশন সূত্রে খবর, দু'জনেই পারিবারিক কারণে কয়েক দিনের মধ্যে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। কোচ মানোলোর লক্ষ্য, এই ১০ দিনের প্রস্তুতিতে খেলোয়াড়দের শারীরিক ফিটনেসের পাশাপাশি ম্যাচ ফিটনেসও নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যেই অন্তত একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে দেখা যায়, কারা মূল একাদশে সুযোগ পাওয়ার জন্য বাস্তবিকই প্রস্তুত। এই শিবিরের শেষে ভারতীয় দল রওনা দেবে থাইল্যান্ডে। ৪ জুন থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি আন্তর্জাতিক ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে তারা। এই ম্যাচটি হবে মূল বাছাই পর্বের আগে দলের শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই করার অন্যতম সুযোগ। এরপর সেখান থেকে সরাসরি উড়ে যাবে হংকংয়ে, বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলতে। এই শিবিরে নজর কেড়েছেন একজন নতুন মুখ- সুহেল ভাট। মোহনবাগানের এই তরুণ ফরোয়ার্ড প্রথমবার ডাক পেয়েছেন ভারতীয় সিনিয়র দলে। প্রথম দিনের প্র্যাক্টিস থেকেই তিনি নিজেকে প্রমাণ করার জন্য মরিয়া। কোচের নজর কাড়ার চেষ্টায় রয়েছেন তিনি। সুনীল ছেত্রীর পাশে স্ট্রাইকার হিসেবে জায়গা করে নেওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য। প্র্যাক্টিসে দেখা গিয়েছে, দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা। ফুটবলারদের মনোযোগী ও নিবেদিতভাবে অনুশীলন করতে দেখা গিয়েছে। কোচ মার্কুয়েজ প্রতিটি পজিশনে বিকল্প খেলোয়াড় তৈরি রাখার উপর জোর দিচ্ছেন। বিশেষ করে মাঝমাঠ ও রক্ষণে পরিবর্তনের সুযোগ রাখতে চান তিনি। হংকংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচটি ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই ম্যাচে জয় পেলেই এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার দরজা প্রায় নিশ্চিতভাবে খুলে যাবে। অন্যদিকে হার মানে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান না হওয়া। সার্বিকভাবে বলা যায়, রাজারহাটে শুরু হওয়া এই প্রস্তুতি শিবির শুধুমাত্র অনুশীলনের জায়গা নয়-এটি ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার মঞ্চও। এখন দেখার, এই প্রস্তুতি কতটা কাজে আসে ১০ জুনের বড় ম্যাচে।

আর জরিমানা নয়, দিগ্বেশ রাঠিকে নির্বাসিত করল বোর্ড

মুম্বই, ২০ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে প্রতি মরসুমেই নতুন প্রতিভা উঠে আসেন। এ মরসুমে তেমনই একজন লখনউ সুপার জায়ান্টসের দিগ্বেশ রাঠি। লখনউ সুপার জায়ান্টসে মরসুমের শুরু থেকেই ভালো খেলছেন। তবে পারফরম্যান্সের চেয়ে সেলিব্রেশনের কারণে বেশি আলোচনায় দিগ্বেশ রাঠি। প্রায় প্রতিটা ম্যাচেই কোনও না কোনও বিতর্কে জড়িয়েছেন। স্পেশা সেলিব্রেশনের জন্য একাধিক বার আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছিল দিগ্বেশ রাঠিকে। তবে এ বার আর শুধু জরিমানা নয়, সঙ্গে নির্বাসনের শাস্তি দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আইপিএলে প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। ঘরের মাঠে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হারতেই বিদায় নিশ্চিত হয়ে যায়। বাকি দুই ম্যাচ স্রেফ মর্যাদা রক্ষার। সানরাইজার্স ম্যাচে ফের ঝামেলায় জড়ান দিগ্বেশ রাঠি। সানরাইজার্স ওপেনার অভিষেক শর্মা দুর্দান্ত ব্যাটিং করছিলেন। সানরাইজার্স ইনিংসের অষ্টম ওভারে তাঁকে আউট করতেই সেই পরিচিত নোটবুক সেলিব্রেশন করেন দিগ্বেশ। এখানেই থেমে থাকেননি। অভিষেককে মাঠের বাইরের রাস্তা দেখান। দুই তরুণ প্লেয়ারের মধ্যে দীর্ঘ সময় কথা কাটাকাটি হয়। আম্পায়াররাও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। তেমনই দিগ্বেশকে থামান লখনউয়ের নতুন বিদেশি পেসার উইল ও'রুরকি। ম্যাচ শেষে অবশ্য দেখা যায়, দিগ্বেশ ও অভিষেক দু-জনে খোলা মনে কথা বলছেন, মজা করছেন। তবে মাঠের ঘটনাকে হালকা নেওয়া হয়নি। ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশ জরিমানার পাশাপাশি এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে দিগ্বেশ রাঠিকে। এই ঘটনায় পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন অভিষেক শর্মাও। তাঁকে অবশ্য ২৫ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করে ছেড়ে দিয়েছে বোর্ডে। দিগ্বেশের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা একাধিকবার ঘটানোর কারণেই কড়া শাস্তি। নোটবুক সেলিব্রেশনের শুরুটা করেছিলেন পঞ্জাব কিংসের ওপেনার প্রিয়াংশ আর্যকে ফিরিয়ে। তারপরই দিগ্বেশকে প্রথম জরিমানা করা হয়েছিল বোর্ড। তাতেও অবশ্য এমন সেলিব্রেশন থেকে বিরত থাকেননি দিগ্বেশ। ইডেনে কেকেআর ম্যাচে দেখা গিয়েছিল 'পিচবুক' সেলিব্রেশনও।

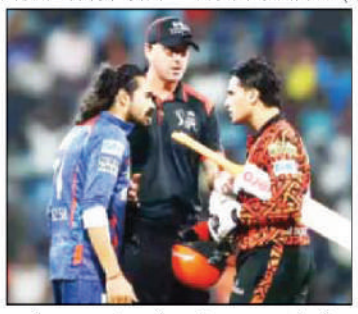

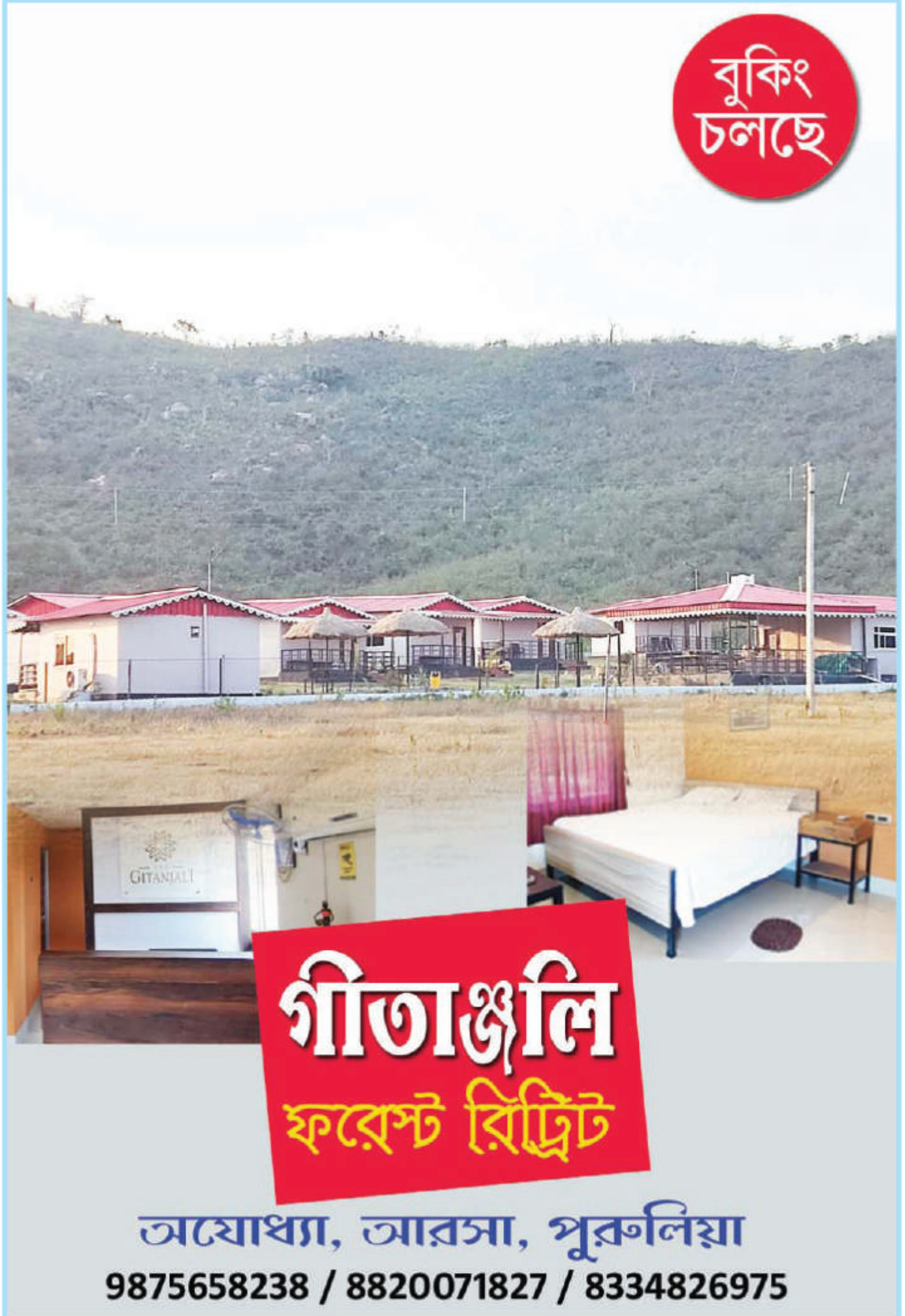

আবারও গোল নেই মেসির, বড় হার মায়ামির, লিও বললেন, 'সময়টা কঠিন'

ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো? মার্কার খবরে তেমন কিছুরই আভাস। স্পেনের ক্রীড়া দৈনিকটি বলছে, ব্রাজিলিয়ান একটি ক্লাব থেকে আকর্ষণীয় প্রস্তাব পেয়েছেন পর্তুগিজ তারকা। কোন ক্লাব, সেটি অবশ্য নিশ্চিত নয়। তবে ক্লাব বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া ব্রাজিলিয়ান ক্লাব বতাফোগের কোচ হেনাতো পাইভা বলছেন, রোনাল্ডোর মতো একজনকে দলে পাওয়ার সুযোগ মিললে লুফে নেবেন তারা।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আল নাসরের সঙ্গে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ৩০ জুন। নতুন চুক্তি নিয়ে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে সামনে এসেছে রোনাল্ডোর ক্লাব বদলানোর গুঞ্জনও। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, ক্লাব বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিলের একটি ক্লাবের কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন রোনাল্ডো। যদিও কোন ক্লাবের কাছ থেকে রোনাল্ডো এই প্রস্তাব পেয়েছেন, তা উল্লেখ করেনি সংবাদমাধ্যমটি। ক্লাব বিশ্বকাপে ব্রাজিল থেকে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে চারটি ক্লাব। যেখানে ফ্লুমিনেন্স, ফ্লামেঙ্গো এবং পালমেইরাসের সঙ্গে আছে বোতাফোগোও। যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১৪ জুন শুরু হবে টুর্নামেন্টটি এবং শেষ হবে ১৩ জুলাই। এরই মধ্যে রোনাল্ডোর ব্রাজিলে যাওয়া নিয়ে কথা বলেছেন বোতাফোগোর কোচ রেনাতো পাভিয়া। তিনি বলেছেন, ''বড়দিন তো শুধু ডিসেম্বরেই আসে...কিন্তু যদি সে আসে, তাহলে এমন একজন তারকাকে না বলা যায় না। আমি কিছু জানি না, শুধু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। তবে যেমনটা বলেছি, কোচরা সব সময় সেরা খেলোয়াড়কেই চান।'' রোনাল্ডোকে গোলমেশিন উল্লেখ করে রেনাতো পাভিয়া আরও যোগ করেন, ''বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনো সে গোল করার মেশিন। এমন কোনো দলে যেখানে একের পর এক সুযোগ তৈরি হয়, সেখানে সে ভালো খেলবে।'' কোন ক্লাব-এই প্রশ্নের উত্তর যে শুধু বোতাফোগোর মার্কিন মালিক জন টেক্সটরই দিতে পারবেন সেই ইঙ্গিত দিয়ে ক্লাবটির কোচ বলেছেন, ''এই প্রশ্নের উত্তর আসলে অন্য ভাষায় দেওয়া উচিত।'' ২০২৩ সালের শুরুতে আলোড়ন তুলে সৌদি ক্লাব আল নাসরে যোগ দেন রোনাল্ডো। এরপর ব্যক্তিগত অর্জনে সমৃদ্ধ হলেও ক্লাবকে বড় কোনো শিরোপা জেতাতে পারেননি ৪০ পেরোনো 'সিআর সেভেন।' এই পরিস্থিতিতে তাঁর আল নাসর ছাড়ার গুঞ্জন উড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে শেষ পর্যন্ত রোনাল্ডোর ভবিষ্যৎ গন্তব্য কী হবে, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com